শ্রীকৃষ্ণ

পৌরাণিক দৃশ্যকাব্য

আর্ট থিয়েটার লিমিটেডের তত্ত্বাবধানে

ষ্টার রঙ্গমঞ্চে অভিনীত

প্রথম অভিনয়-রজনী—শনিবার ১লা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৩

শ্রীঅপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা



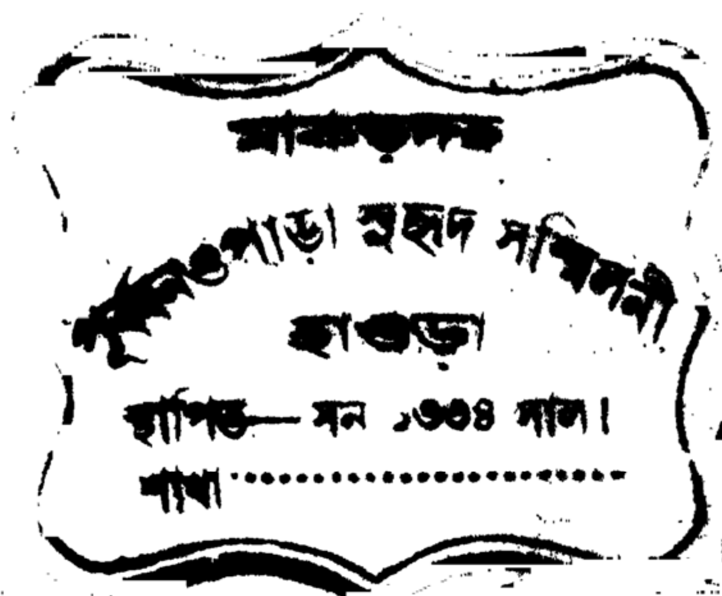
প্রকাশক
শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩/১/১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট
কলিকাতা

তৃতীয় সংস্করণ

প্রিণ্টার—শ্রীনরেন্দ্র নাথ কো
ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়
২০৩/১/১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ক

শ্রীকৃষ্ণার্পণমস্তু

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥



নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পুরুষ

বলরাম, শ্রীকৃষ্ণ, ব্যাসদেব, ভীষ্ম, বিশ্বামিত্র, নারদ, কণ্ব, কংস,
উগ্রসেন, বসুদেব, জরাসন্ধ, নন্দ, দ্রোণাচার্য্য, অশ্বত্থামা,
সাত্যকি, অক্রূর, সারথি, বৃদ্ধ যাদব, কৃতবর্ম্মা, মন্ত্রী,
বিদুর, অনিরুদ্ধ, ধৃতরাষ্ট্র, দুর্য্যোধন, দুঃশাসন,
ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিশুপাল, শকুনি, যুধিষ্ঠির, ভীম,
অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব, জরাসন্ধের
মন্ত্রী, দৌবারিক, সঞ্জয়,
প্রতীহারি, চেকিতান,
সারণ ও শাম্ব প্রভৃতি
যদুবালকগণ, জরা
ইত্যাদি

স্ত্রী

প্রাপ্তি, অস্তি, দেবকী, যশোদা, রাধিকা,
গান্ধারী, দ্রৌপদী, রুক্মিণী, সুভদ্রা,
সত্যভামা ইত্যাদি

সময় সংক্ষেপার্থ—অভিনয়কালে কোন কোন অংশ পরিত্যক্ত হইয়া থাকে।

শ্রীকৃষ্ণ

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

বৃন্দাবন—যমুনাতীর ; কাল—অপরাহ্ণ

[নৌকায় গীত গাহিতে গাহিতে ব্রজাঙ্গনাগণের প্রবেশ]

কার ভুবন-ভোলা রূপের আলোয়
হাসছে কাল জল,
ওলো ও কালিন্দি, তোর মনের কথা খুলে বল্।
কাণে কাণে কি সে কথা,
মরম ঢালা গোপন ব্যথা,
শোনাস্ এত সোহাগ ভরে ক'রে ঢেউয়ের ছল !
সে কি লুকিয়ে তোরে ভালোবেসেছে,
না, ভুলিয়ে শুধু আশায় রেখেছে,
বুঝে সুঝে দিস্‌লো ধরা—
নয় তো সার হবে শেষ নয়ন জল ॥

প্রথমা। সূর্য্য পাটে ব'সতে আর দেরী নেই, আমাদেরই দেখছি দেরী হয়েছে। শ্রীমতী কুঞ্জ সাজিয়ে ব'সে আছেন। আজ অমাবস্যায় রাসলীলা—যা কথনো হয়নি।

দ্বিতীয়া। পৌর্ণমাসীই তো রাসে মিলন করান ; অমাবস্যায় রাস—এ যে নতুন দেখছি ভাই।

তৃতীয়া। যেখানে কৃষ্ণচন্দ্র, সেইখানেই পূর্ণচন্দ্র। যেখানে শ্রীরাধা সেইখানেই পূর্ণিমা! রাসের কি সময়-অসময় আছে? আজ প্রা ভ'রে ফুল তুলেছি, মালা গেঁথেছি। উজান বেয়ে আসতে দেরী হ'য়েছে চল, যুগল চাঁদের চরণে ফুলের অঞ্জলি দিইগে। [সকলের প্রস্থান

[গীত গাহিতে গাহিতে রাখাল বালকগণের প্রবেশ]

শ্যাম, কি সুরে তুই বাজাস্ মোহন বাঁশী?
পাগল-করা রেশটারে তার—
যমুনার কূলে কূলে লহর তুলে সদাই বেড়ায় ভাসি।
তোর মোহন সুরের সাড়া পেয়ে,
স াঝের তারা ঐ যে চেয়ে,
ফুলের গায়ে লুটিয়ে পড়ে বিমল চাঁদের হাসি।
(ওরে) কি মাধুরী তোর কাল বরণে,
প্রাণটী বাঁধা যুগল চরণে,
মন সদা চায় সকল ভুলে তোরে-ই ভালোবাসি॥

[প্রস্থান।

শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের প্রবেশ

বলরাম। ধনুর্যজ্ঞ নিমন্ত্রণে এসেছে অক্রূর;
কহ ভাই,
সত্য ছেড়ে যাবে বৃন্দাবন?

শ্রীকৃষ্ণ। কবে মিথ্যা ব'লেছে রসনা
কহ সত্যাশ্রয়ী অগ্রজ আমার?

বলরাম। তবু মোহ।

শ্রীকৃষ্ণ। মোহনাশ দর্শনে তোমার;
মোহের অতীত তুমি;
কেন হও বিস্মরণ,

বিশ্বব্যথা করিতে বারণ
করিয়াছ আকার ধারণ ?
গ্লানি দূর করিতে ধরার,
অধর্ম্মের করিতে বিনাশ
ধরিয়াছি নরের আকার,
কহ আর কতদিন বদ্ধ রব মোহে ?

বলরাম। ভাবি,
অবোধ রাখাল কেমনে ধরিবে প্রাণ !
আহা ! নিতান্ত সরল,
কৃষ্ণ বিনা নাহি জানে কিছু ;
ব্রজাঙ্গনা বিরহে শুকাবে,
জননী যশোদা হবে উন্মাদিনী,
পিতা নন্দ নিরানন্দে যাপিবে জীবন—
কহ ভাই,
এ ব্যথা কেমনে স'ব ?

শ্রীকৃষ্ণ। ক্ষুদ্র ব্যথা ভাসাইব ব্যথার সাগরে।
ব্যথায় জীবন, ব্যথায় প্রকাশ তার ;
ব্যথিতের সুরে মিলাইব প্রাণ
বিশ্বব্যথা করিতে বারণ !

বলরাম। তবে বাল্যখেলা আজি অবসান ?

শ্রীকৃষ্ণ। বাল্য ভিত্তি, যৌবন আশ্রিত যার ;
নহে শেষ, নহে অবসান।
স্তন্যপান ছলে পূতনা নিধন,
উদূখলে যমল অর্জ্জুন ভেদ,
অঘ বকাসুর বধ,

শৃঙ্গধর রাক্ষস বিনাশ,
কালীয় দমন,
ইন্দ্রের শাসন গোবর্দ্ধন করিয়া ধারণ,
ব্যাঘ্রভয় নিবারণ ব্রজে,
করিয়াছে ভবিষ্য নির্দ্দেশ।
দেখ দেব, জ্ঞান-দৃষ্টি দানে,
ঘরে ঘরে পূতনা বিচরে,—
অনাচার নাম যার,
অনায়াসে বংশের দুলালে নাশে!
হিংসা—কাল নাগ
সদা করে বিষ উদ্গিরণ;
নরব্যাঘ্র বিচরে নির্ভয়ে,
দুর্ব্বল মানব ক্রীড়া-মৃগ তার;
ইন্দ্র তুল্য রাজেন্দ্র প্রবল
কুতূহলে করে শোণিত বর্ষণ;
অসুরে আচ্ছন্ন ভূমি!
বাল্যলীলা অঙ্গুলি সঙ্কেতে
দেখায় গন্তব্য পথ,
কার্য্যক্ষেত্র উন্মুক্ত সম্মুখে।

বলরাম। আজি যেতে হবে?

শ্রীকৃষ্ণ। হের ওই অস্তগামী রবি—
অন্ধকার সম্মুখে আমার,
অন্ধকার গ্রাসিছে মেদিনী,
অন্ধকারে লইব বিদায়
নাশিতে আঁধার ঘোর।

নন্দ, যশোদা ও অক্রূরের প্রবেশ

যশোদা। অকস্মাৎ এ কি বজ্রাঘাত !
একি শুনি নিদারুণ বাণী,
তুই নাকি যাবি মথুরায় ?

শ্রীকৃষ্ণ। সত্য যাহা শুনিয়াছ মাতা !

নন্দ। বৎস !—

শ্রীকৃষ্ণ। পিতা, বুঝিয়াছি মনোভাব তব।
কিন্তু তাত, প্রণমি' চরণে মাগি হে বিদায়,
হও হে সদয়, নিবারণ কোরোনা আমারে।
বাঁধা আছি স্নেহডোরে,
মায়াডোরে নাহি বাঁধ আর।

নন্দ। কিন্তু বাঁচিবে কি জননী তোমার ?

যশোদা। ওরে, বধি' মোরে যা রে যথা ইচ্ছা তোর।

শ্রীকৃষ্ণ। মাতা, সম্বর রোদন ;
উচ্চ তুমি, ক্ষুদ্র শোক তোমারে না সাজে !
যাব মথুরায়,
কিন্তু সত্য কহি—যেথা যাই, যেথা রহি,
বৃন্দাবন যাবে সাথে সাথে !
বাহিরে বিশ্বের হৃদে করিব ভ্রমণ,
অন্তরে আমার
বিরাজিবে নিত্য বৃন্দাবন !
যাবে তুমি জননী আমার—স্নেহের আধার,
আঁধার করিয়া দূর
অগ্রে অগ্রে দেখাইয়ে পথ ;
সঙ্গে পিতা নন্দ গোপেশ্বর আদর্শ জনক ;

সহ সহচর
ব্রজের রাখাল যাবে ল'য়ে ধেনুপাল ;
নূপুরে তুলিয়া রোল
ব্রজাঙ্গনা যাবে পাশে পাশে ;—
যমুনা ধরিবে তান,
কেকারবে ময়ূর ডাকিবে,
কদম্ব ফুটিবে, অলির গুঞ্জন
মিশাইবে বাঁশরীর তানে !
প্রেমে উদ্বোধন,
প্রেমে হবে ব্রত উদ্‌যাপন ;
শিখাইতে নরে প্রেমের মহিমা
বৃন্দাবন ত্যজি'
একপদ নাহি যাব কভু ;
বৃন্দাবন—বৃন্দাবন চিরসাথী মোর !

যশোদা । তবে মথুরায় যেতে কেন সাধ ?

শ্রীকৃষ্ণ । মথুরায় স্থচনা কার্য্যের ;
ডাকে নর কাতর অন্তর,—
মাতা, স্থির না রহিতে পারি ;
দুষ্ট করে সাধুর পীড়ন,
অত্যাচার—অত্যাচার চারিদিকে,
চারিদিকে ত্রাহি ত্রাহি রব,
নীরবে সহিতে নারি আর !
চারিদিকে নারী-নির্য্যাতন,—
নারী শিরোমণি তুমি,
বুঝ ব্যথা নিজপ্রাণে মাতা !

চির নিরাপদ জননীর অঙ্কে
পুত্রে রাখি' নাহি ত্রাণ ;
রাজাদেশে গুপ্ত শত্রু ফেরে চারিভিতে
বধিতে শিশুর প্রাণ !
বুঝ মাতা,
কংস-ভয়ে নিজে সহিয়াছ কত
আমার কারণ !
আজি যদি মোহে অন্ধ হ'য়ে
যেতে নাহি দাও মোরে,
বল, কে করিবে
নিখিলের জননীর সম্মান রক্ষণ ?
কে মুছাবে মা'র আঁখিজল ?
আদর্শ জননি !
হাসি মুখে পুত্রে কর আশীর্ব্বাদ ;
লয়ে অনুমতি তব
জগতের ব্যথা করি দূর ।

যশোদা । গৌরব আমার ! বুঝি সব—
কিন্তু বৎস, বোঝেনা মায়ের প্রাণ ।

অক্রূর । যশোমতি, খেদ নাহি কর ।
মোহ দূর কটাক্ষে যাঁহার,
পুত্ররূপে পাইয়াছ তাঁরে !
যাও গৃহে—
মাঙ্গলিক কর আয়োজন
কার্য্য শেষে হবে পুনঃ আনন্দ মিলন ।

যশোদা । ওরে, শত্রুরূপী অক্রূর সাধিল বাদ !

প্রভু, অন্ধকার নেহারি ভুবন,
নয়নের আলো কালো মোর যাবে মথুরায়।
ওরে—ব্রজপুরে নাহি কিরে কেহ
গোপালে রাখিতে পারে? [যশোদার প্রস্থান।

নন্দ। উন্মাদিনী ধায় জ্ঞানহারা!
বুঝিতে না পারি,
কৃষ্ণহারা রাণী বাঁচিবে কি প্রাণে? [নন্দের প্রস্থান।

শ্রীকৃষ্ণ। তাত, ত্বরা কর আয়োজন,
বিলম্বে অনর্থ হবে।
যাও ভাই, লয়ে এস রথ,
আছি ব'সে পথ পানে চাহি'।

[অক্রূর ও বলরামের প্রস্থান।

লো যমুনে!
ধীরে—ধীরে তোল তান।
রঙ্গময়ি!
ফেনিল তরঙ্গ ভঙ্গে
হৃদয়ের দ্বারে
আর ঢেলোনা সঙ্গীত ধারা।
পুলিনে তোমার, প্রতি রেণু মাঝে
আছে স্মৃতি জড়িত মরমে;
প্রাণ ল'য়ে খেলা,
প্রাণ দিয়ে প্রাণচুরি কত!
নীল বক্ষে তব—প্রথম যে দিন
আচম্বিতে দেখিলাম বিদ্যুৎ বিকাশ,—
কনক-বল্লরী রাধা খেলে কুতূহলে,

নয়নে নয়নে কথা নিস্পন্দ পলকে,
অর্দ্ধে অর্দ্ধে পূর্ণের মিলন,—
নূতন জীবন—
মৃত্যু মাঝে অমৃতের উৎসের সন্ধান,
পরিপূর্ণ প্রাণ—
বিশ্বের রহস্য-জাল
উদ্ঘাটিত সম্মুখে আমার !

(নেপথ্যে শ্রীরাধার গীত)

আলোক নিভিল—চলে গেল সে !
দুখ-যামিনী যাপি কেমনে
সইরে, মরম ব্যথা বুঝিবে কে !
আর কি আসিবে
আর কি ডাকিবে,
আলোক জ্বালিবে আঁধারে !

একি করুণ ক্রন্দন রোল
তরঙ্গে তরঙ্গে আসে,
তরঙ্গে তরঙ্গে ভাসে !
লো যমুনে, চঞ্চলা প্রকৃতি গতি,
খুলে লও মাধুরী শৃঙ্খল,
গতি রুদ্ধ ক'রনা আমার ! [প্রস্থান।

শ্রীরাধা ও বৃন্দার প্রবেশ

শ্রীরাধা। চ'লে গেল ? সত্যই চ'লে গেল ? আমরা আসছি দেখে চ'লে গেল ? যাবার সময় একটা কথাও ব'লে গেল না ? এমনি নিষ্ঠুর ! সই ! সই !

বৃন্দা। চল কেঁদে গিয়ে পায়ে ধরি!

শ্রীরাধা। কোন্ দোষে দোষী? কৈ, কিছুতো মনে হয় না! ঐ যে—ঐ যে—রথে উঠ্‌ছে! আমায় ফেলে চ'লে যাচ্ছ? দাঁড়াও—দাঁড়াও, একবার শেষবার দেখি; একটী কথা কও। বৃন্দা, বৃন্দা, আজ আমার সব ফুরোল! (মূর্চ্ছা)

বৃন্দা। সই—সই!

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—মথুরা প্রাসাদের অলিন্দ

[কংস একাকী বেড়াইতেছিলেন]

কংস। দেখিতেছি দৈব বলবান্।
নহে—দেবকীর গর্ভজ সন্তান
কেমনে বাঁচিল এত দিন?
কে আছ ওখানে?

প্রতিহারীর প্রবেশ

অক্রূর কি ফেরেনি এখনো?

প্রতি। না প্রভু! তাঁর রথ এখনো নগরে প্রবেশ করেনি।

কংস। যাও। [প্রতিহারীর প্রস্থান

কারারুদ্ধ করেছি জনকে;
দেবকীর বিবাহের দিনে,—
উৎসবে উন্মত্ত সবে,
নিজ হস্তে অশ্বরজ্জু ধরি'
সারথী রথের;

নববধূ সহোদরা মোর—স্মিত মুখ,
পার্শ্বে স্বামী যদুশ্রেষ্ঠ বসুদেব,
আনন্দের উচ্চ রোল মাঝে
শুনিনু আকাশ বাণী,—
'মম যম ধরিবে জঠরে,
আদরিণী ভগিনী আমার !'
অজ্ঞাতে আবদ্ধ মুষ্টি শিথিল হইল,
রথরজ্জু পড়িল খসিয়া,
ভ্রূকুটী উঠিল ফুটি' কুটিল নয়নে ;
কোষমুক্ত করি' তরবারি,
নারীবধে উদ্যত যখন,
বসুদেব নিবারিল মোরে।
কিবা দুর্ব্বলতা,
মোহাচ্ছন্ন করিল ক্ষণেকে !
গত বহুদিন,
কিন্তু আজো ভুঞ্জি বিষময় ফল তার।
শুনি নন্দ-গোপ গৃহে
লুকায়ে রাখিল প্রাণ ভাগিনেয় মোর।
সত্য কি সে শমন আমার ?
কি হেতু বিলম্ব এত বুঝিতে না পারি !
কে আছিস্ ?

প্রতিহারীর পুনঃ প্রবেশ

প্রতি। প্রভু !

কংস। এখনো আসেনি রথ ?

প্রতি। না প্রভু ; মহামুনি নারদ এসেছেন।

কংস। (স্বগত) নারদ ! কিবা প্রয়োজনে ?

(প্রকাশ্যে) যথাবিধি পূজা ক'রে তাঁকে এখানে পাঠিয়ে দাও।

[প্রতিহারীর প্রস্থান।

ব্যর্থ হবে যজ্ঞ আয়োজন ?
অতৃপ্ত ভোগের মাঝে
কালফণী অহরহ লক্‌লকে বিষ-জিহ্বা তার,
আতঙ্কে শিহরে প্রাণ !
কার তরে বসি সিংহাসনে ?
কতদিন অস্তিত্ব আমার ?
কার তরে সহোদরা নির্য্যাতন,
জনকে পিঞ্জরে রাখি ?—
আসুন দেবর্ষে, প্রণাম চরণে।

নারদের প্রবেশ

কহ মহাভাগ
আসিয়াছ কোন্ কাজে ?

নারদ। রাম-কৃষ্ণকে আনতে অক্রুর বৃন্দাবনে গেছে, আর স্বর্গে দেবতাদের সভা ব'সেছে। তোমার ভয়ে দেবতারা তো নিশ্চিন্ত নন ! সেই সভায় আমিও উপস্থিত ছিলেম।

কংস। আপনি কামচর, আপনি কোথায় অনুপস্থিত বলুন ?

নারদ। তুমি উগ্রসেনকে কারারুদ্ধ ক'রেছ ব'লে সকলে তোমার নিন্দা করে ; বলে, পুত্র হ'য়ে পিতাকে কারারুদ্ধ করা নিতান্ত অস্বাভাবিক। কিন্তু দেব-সভায় যা শুনলেম, তাতে বুঝলেম যে, এ কার্য্য তোমার উপযুক্তই হয়েছে।

কংস। কেন?

নারদ। কারণ, উগ্রসেনের সঙ্গে তোমার কোন সম্বন্ধ নেই।

কংস। সম্বন্ধ নেই!

নারদ। না, উগ্রসেন তোমার জনক নন।

কংস। সে কি! উগ্রসেন আমার পিতা নন?

নারদ। না; সৌভপতি দুর্দ্দান্ত তেজস্বী দানব-শ্রেষ্ঠ দ্রুমিল তোমার পিতা।

কংস। ঋষি তুমি, সত্যাশ্রয়ী, চির সত্যব্রত,
তাই বুঝিতে না পারি,
দেবর্ষির মূর্ত্তি ধরি'
আজি কি হে মহাকাল এসেছে ছলিতে!
উগ্রসেন নহে জনক আমার?

নারদ। না; তুমি তাঁর ক্ষেত্রজ সন্তান। বহুদিনের কথা, উগ্রসেনের মূর্ত্তি ধ'রে দানব দ্রুমিল তোমার জননীকে প্রতারিত করেন; তারই ফলে তোমার জন্ম; আর দানবের অংশে জন্ম ব'লেই তুমি মহাবলবান্; মর্ত্ত্যে কি দেবলোকে তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী কেউ নাই।

কংস। দ্রুমিল! দ্রুমিল জনক মোর!—
নহে উগ্রসেন? কহ ঋষি, কি কহিলে?
জারজ দুর্ম্মদ কংস!
বঞ্চিত সে জগতের শ্রেষ্ঠ পরিচয়ে?
কলঙ্কিতা জননী আমার!
তাই স্বভাবে দলিয়া পায়
ভ্রমি এ ধরায়;—
কিম্বা করি স্বভাবের আদেশ পালন;—
ছিন্ন করি' সমাজ বন্ধন

পূজা করি' দুর্লঙ্ঘ্য স্বভাব,—আকর আমার !
মূর্খ উগ্রসেন !
সর্পশিশু করেছ পালন,
বক্ষ মাঝে আদরে দিয়েছ তারে স্থান ;
কি বিচিত্র সে যদি দংশন করে !

নারদ। আমি সকল কাজ ফেলে সর্ব্বাগ্রে তোমাকে এই সংবাদ দিতে এসেছি।

কংস। হিতকারী তুমি ঋষি,
কিন্তু অতি অসময়ে আগমন তব।
পূর্ব্বে যদি দিতে সমাচার,
দেবকীর শত অনুনয়
নিবারিতে নারিত সঙ্কল্প মোর।
কেবা ভয় করিত শ্রীকৃষ্ণে ?

প্রতিহারীর পুনঃ প্রবেশ

প্রতি। মহামতি অক্রুরের সঙ্গে রাম-কৃষ্ণ দুই ভাই মথুরায় এসেছেন।

কংস। আজি সমাদরে পুরে দেহ স্থান
কালি প্রাতে রঙ্গস্থলে করিয়া আহ্বান
যথাযোগ্য করিব সৎকার !

প্রতি। যথা আজ্ঞা। [প্রতিহারীর প্রস্থান।

নারদ। যাক্, নিশ্চিন্ত ; তাহ'লে আমিও আসি। (স্বগত) অর্দ্ধেক তেজ তো আমিই হরণ ক'রে গেলেম। (প্রকাশ্যে) এইবার নির্ম্মম হ'য়ে যথাকর্ত্তব্য কর।

কংস। প্রণমি চরণে ঋষি,
আনিও হে দেববৃন্দে কালি মথুরায় ;

জীবনের ক্রটী যাহা,
কালি রণক্ষেত্রে সংশোধন করিব উল্লাসে !

[নারদের প্রস্থান ।

অপূর্ণ নরের জ্ঞান,
অজ্ঞানতা শমন তাহার,
রহে মৃত্যু মোহ-অন্তরালে !
জারজ—জারজ আমি !
পূর্ব্বে কেন জানিনি রহস্য ?
কেন পিতৃহত্যা ভগ্নীহত্যা করিনি তখন ?

প্রাপ্তির প্রবেশ

প্রাপ্তি। তুমি এখনো এখানে বেড়াচ্ছ ? কাল যজ্ঞ, রাত্রি হ'য়েছে আজ বিশ্রাম ক'রবে এস।

কংস। এই রাত্রি, আর কাল সূর্য্যোদয়—এর মধ্যে কতটুকু সময় ? বিশ্রাম কতক্ষণ ক'রব ?

প্রাপ্তি। এ কি ! তোমার মুখ এমন মলিন কেন ? ললাটে চিন্তার রেখা কেন ?

কংস। তোমার চোখের ভ্রম।

প্রাপ্তি। না না, এ তো ভ্রম নয় ; তোমায় তো এমন বিমর্ষ কখনো দেখিনি। কি হ'য়েছে ?

কংস। জীবনের ধারা বদলে গেছে। বিশ্রাম ? বিশ্রাম ক'রব কাল যজ্ঞ অন্তে ;—

কিন্তু যদি হয় অন্যরূপ,
বিরূপ নিয়তি যদি
করে মোরে যজ্ঞের আহুতি—

প্রাপ্তি। বিপরীত চিন্তা হেন কেন কর স্বামী!
বীর তুমি,
চির অজেয় সমরে ;
দেব-নরে সমকক্ষ নাহি কেহ তব ;
কি বিঘ্ন ঘটিবে নাথ ?
কে হইবে বাদী ?
কে বল হে হিমাদ্রি চালিবে,
সাগর শুষিবে,
যুঝিবে কংসের সনে ?
যজ্ঞ ভঙ্গ কে করিবে তব ?

কংস। এতদিন ছিল এ ধারণা,
আজি সংশয় জেগেছে মনে।
অপূর্ণ আপন কর্ম্ম ভ্রূকুটী সঙ্কেতে,
ক্ষণে ক্ষণে আলোকের মাঝে
ধরে অন্ধকার যবনিকা তার!
তাই মনে হয়,
যদি পড়ি রণক্ষেত্রে কালি,
আমি কংশ দ্রুমিল-নন্দন—

প্রাপ্তি। সে কি ? কিবা কহ ?
কেবা সে দ্রুমিল ?
কি সম্বন্ধ তার সনে ?

কংস। দুশ্ছেদ্য বন্ধন!
শুন সতি,
সত্য যদি সতী তুমি,—
(কেবা জানে প্রকৃতি নারীর!)

সত্য যদি ক'রে থাক এক-পতি সেবা
জ্ঞানে বা অজ্ঞানে,
শুন তবে জরাসন্ধ-সুতা,
শুনিতে শুনিতে ঘৃণায় না ফিরাও বদন,—
নহি আমি উগ্রসেন-সুত,
দ্রুমিল জনক মোর ;
দেবর্ষি নারদ দিলা মোরে সমাচার।

প্রাপ্তি। হ'তে পারে মিথ্যা এ সংবাদ।

কংস। নহে মিথ্যা, নহে মিথ্যা,
সত্যাশ্রয়ী দেবর্ষি নারদ মিথ্যা নাহি কহে।
নহে মিথ্যা—
নগ্নসত্য প্রত্যক্ষ আমার কার্য্যে !
করিয়াছি ভগিনীর সপ্তশিশু নাশ,
করিয়াছি কারারুদ্ধ
উগ্রসেনে জনক জানিয়া !

প্রাপ্তি। তাই যদি হয়, আমি তোমায় মানুষও দেখি না, আর কিছু দেখি না ; আমার কাছে তোমার দেবত্ব কিছুতেই ক্ষুণ্ণ নয়।

কংস। যদি প্রতারণা নাহি হয় ইহা,
কর পণ,
কালি যদি পড়ি রণস্থলে,
প্রতিশোধ লবে তুমি তার।

প্রাপ্তি। ক্ষত্রসুতা আমি,
বীরজায়া—বীরের ঘরণী ;
শুন স্বামী,
মিথ্যা নহে বাণী ;

ভাগ্য যদি করে প্রতারণা,
প্রতিহিংসা হবে মোর জীবনের ব্রত।
কিন্তু সে কথা এখন থাক্ ;
এস প্রভু, ক্লান্ত তুমি চিন্তার প্রহারে,
বঞ্চিত কোরোনা মোরে সেবায় তোমার।

কংস। দ্বন্দ্ব করে মানবে দানবে !
মাতা নারী, জনক দানব,
ক্ষত্রসুতা তুমি বনিতা আমার,
কালি প্রাতে
দেবতা বিস্মিত হবে
হেরি স্বরূপ কংসের !

[উভয়ের প্রস্থান

অস্তির প্রবেশ

অস্তি। তুমি তো আমার কথা শুনবে না—কখনো শোন না। নারদ বল্লেন ভগবান্ যুদ্ধার্থী হয়ে এসেছেন। ভগবান্ কি মানুষ হন ? আমাদের মত তাঁর দেহ হয় ? আমাদের সুখ-দুঃখ কি তিনি বোঝেন ? নারদ বল্লেন, শ্রীকৃষ্ণ ভগবান্। ঋষি—তাঁর কথাতো মিথ্যা নয়। কি হবে ? ভগবানের সঙ্গে যুদ্ধে কে আমার স্বামীকে রক্ষা ক'রবে ? আমি ভয়ে তাঁকে বারণ ক'রতে পারব না। ভগবান্ শুনেছি দীনের ব্যথা বোঝেন ; আমার চেয়ে আজ দীন কে ? আমার ব্যথা কি তিনি বুঝবেন না ? আমি কাঁদি, ভগবান্‌কে ডাকি। দিদি আমার কথা শুনবে না, স্বামী আমার কথা শুনবেন না—ভগবান্ কি শুন্‌বেন না ?

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

মথুরা—কারাগার

[কাল—রাত্রি। বাহিরে বৃষ্টি ও বজ্রাঘাত]

বসুদেব ও দেবকী

বসু। প্রলয় আঁধারে হেরি আবরিত ধরা,
ঝরে বারি করি-করাকারে !
আজি জাগে মনে
ভাদ্র কৃষ্ণ অষ্টমীর নিশি—
জ্ঞানহারা তুমি সতী,
সদ্যোজাত শিশুপুত্র শোভে অঙ্ক'পরে,—

দেবকী। আর তুলোনা সে কথা।
বল প্রভু,
আর কতদিন সব এ যাতনা,
কতদিন আশায় রাখিব প্রাণ ?

বসু। নাহি মৃত্যু,
আছে চিন্তা, অভাগার জীবনের সাথী।
শুনিলাম দৈববাণী—
"বসুদেব,
ত্বরা রেখে এস তনয়ে তোমার,
যমুনার পার—নন্দ-গোপ গৃহে।"
না জানি কি মায়ার প্রভাবে
কারাদ্বার উন্মুক্ত হইল,
মন্ত্রমুগ্ধ অচেতন প্রায়
এমনি নিশীথে
শিশুপত্রে বুকে ধরি' বাহিরিনু পথে।

দেবকী। কেন ডাকিলে না মোরে ?
কেন বাদ সাধিলে আমার সনে ?
কেন চাঁদমুখ দরশনে বঞ্চিত করিলে ?
আমি অভাগিনী,
বৃথা জঠরে ধরিনু তারে—
পুত্রমুখ নাহি হ'ল দেখা !

বসু। অশনি ঝলক জ্বালিল আলোক
চক্ষে জল,
বক্ষে মোর নীলকান্তমণি,
উষ্ণবারি মিশিল কালিন্দী-জলে,
শৃগালে দেখালে পথ,
হইনু যমুনা পার,
নন্দগৃহে রেখে এনু সর্ব্বস্ব আমার।
সেই মুখকান্তি ভাতে
নিরানন্দ প্রাণে এই দিবস যামিনী ;
তারি আশে রাখি প্রাণ
যদি কভু পুনঃ পাই দেখা,
নহে এতদিন রহি কি জীবিত ?

দেবকী। আর পারি না সহিতে,
আর পারি না শুনিতে।
ওই গৃহতলে ক্ষুদ্র দুলাল আমার—
ওই সূতিকা আগারে, মাতৃগর্ভ ছাড়ি'
করেছিল ক্ষণেক বিশ্রাম ;
ওই গৃহ পূজাগৃহ মোর—
বাঞ্ছিতের আশার মন্দির ;

যাই—বুক দিয়ে পড়ি থাকি সেথা।
চির ভাগ্যহীনা, দেখিনি সে মুখ ;
হায় !
ধ্যানে কিম্বা কল্পনায়
সে ছবি আঁকিতে নারি।

[দেবকীর প্রস্থান।

বসু। চমৎকার ভাগ্যের বিধান।
হেরিনু জীবন ঘোর ঘনাবৃত
দুর্ভেদ্য আঁধার,
কভু রবিরশ্মি না ফুটিল তাহে !

নেপথ্যে শ্রীকৃষ্ণ। পিতা !

বসু। একি !
কে করিল পিতৃ সম্বোধন ?
কই—জন্মাবধি শুনিনি এ রব !
ছয় পুত্র একে একে
ওই শিলাতলে দেছে প্রাণ,
নীরবে দেখেছি
নির্ব্বাক্ সন্তান মোর
আর্ত্তস্বরে ত্যজেছে পরাণ !
অস্ফুট ভাষায়
পিতা ব'লে ডাকেনি তো কেহ !
আজি কে এল ছলিতে !
পিতা বলি' ডাকে কোন্ জন !
অতৃপ্ত শ্রবণ-পথে অমৃতের ধারা

ঢালে কোন্ দয়ার্দ্র হৃদয়! কেবা তুমি ?
অন্ধকারে দেখিতে না পাই তোমা ;
কহ শিশু-রক্তে সিক্ত শিলা,
এতদিন পরে রসনা কি ফুটেছে তোমার ?
প্রস্তর হৃদয়ে তব
ব্যথা কি জেগেছে আজি,
তাই করুণায় ডাক পিতা বলি' ?

শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ

শ্রীকৃষ্ণ। পিতা! পিতা!

বসু। ডাক—ডাক—ডাক আর বার! পিতা—পিতা
শুষ্ক প্রাণ, শুষ্ক হের শ্রবণ আমার,
শুষ্ক নয়নের নীর,
শুষ্ক শিলাতলে, এই লৌহ কারাগারে
বাৎসল্য রসের স্রোত
ভাঙ্গি বাঁধ অবাধে বাহিয়া যাক্!
বহুবর্ষ দেখিনি আলোক,
কারাগারে ব'য়ে যাক্ আলোর প্রবাহ ;
সার্থক হউক আজি
চিরব্যর্থ নিষ্ফল জীবন!
ওরে কেরে মোর ব্যথার ব্যথিত,
লহ মোর সর্ব্ব আশীর্ব্বাদ,
শুধু পিতা ব'লে ডাক আর বার!

শ্রীকৃষ্ণ। পিতা!
প্রলয় ঝঞ্ঝার মাঝে—

কংস ভয়ে আকুল পরাণে,
সদ্যোজাত শিশুপুত্রে
দিয়েছিলে যেই আলিঙ্গন,
উত্তপ্ত পরশ তার
বর্ষের বিচ্ছেদে আজো যায়নি মিলায়ে।
পিতা, দেখ চেয়ে—
দেখ ওগো যাদব তপন!
আমি বিন্দু-প্রতিবিম্ব তব,
নতমুখে কৃতাঞ্জলিপুটে দাঁড়ায়ে সম্মুখে—
যাচি পিতৃ পদধূলি, যাচি আশীর্ব্বাদ,
নন্দ-গোপ গৃহে পালিত দুলাল তব।

বসু। দেবকী! দেবকী! কোথা আছ ছুটে এস—
একা নারি ভুঞ্জিতে এ স্বাদ!
নিত্য ধ্যানে মুদিত নয়নে
হেরি যেই চাঁদ-মুখ, দেখ—
সে চাঁদ উদয় আজি অন্ধ-কারাগারে!
ওরে, কি ব'লে ডাকিব তোরে?
মোর কাছে নামহীন তুই!
বৎস—বাছা—দুলাল আমার—
পুত্র—পিতার গৌরব—
বংশের নরক-ত্রাণ—আয় বক্ষমাঝে!
ওরে লৌহদণ্ড কি কঠিন ব্যবধান এই—
প্রসারিত বক্ষ বাহু—
কিন্তু স্পর্শিতে না পারি তোরে,
ওরে মোর আনন্দ বিগ্রহ!

শ্রীকৃষ্ণ। পিতা! কোথা লৌহ?
পিতৃস্নেহে পাষাণে প্রবাহ বহে
হের, লৌহদ্বার ধরিয়াছে বাষ্পের আকার!
বক্ষমাঝে হের দেব,
বদ্ধ আলিঙ্গনে নন্দন তোমার,
পিতৃস্নেহে বঞ্চিত রাখাল!

(আকাশ হইতে পুষ্প-বৃষ্টি)

বসু। পুষ্প-বৃষ্টি করে দেবগণে,
বাহিরে পুষ্পের ঘ্রাণ,
স্নেহপুষ্প প্রস্ফুটিত অন্তরে আমার,
কি সৌরভ তার,
জ্ঞানহারা করিল নিমেষে!
ওরে বক্ষ মাঝে বক্ষনিধি,
সর্ব্ব সন্তাপ বারণ।
একি তৃপ্তি, একি মোহ,
একি স্নেহ, একি হর্ষ, জাগ্রত পুলক!
কোন্ স্বর্গে—কোন্ অচ্যুত-অলকানন্দে
ব্রহ্মাকর-কমণ্ডলু মাঝে
ছিল লুক্কায়িত মন্দাকিনী ধারা এই—
অতুলনা রসের প্রবাহ,
নিমজ্জিত করিল আমারে!
দেবকী! দেবকী! কার ধ্যান কর আর?
এস—দেখ—
ধ্যানাতীত পরম সম্পদ,

অতীন্দ্রিয় যাহা,
কৃপায় এসেছি ধরি' অভীষ্ট আকার !

দেবকীর প্রবেশ

দেবকী। কহ স্বামী !
শুষ্ক স্তনে কেন ক্ষীরধারা,
কেন অজানিত হরষ-পুলকে
কণ্টকিত কায় ?
এতদিন পরে সে কি এসেছে আমার ?
মা ব'লে কি পড়িয়াছে মনে ?
ওরে কাঙ্গালীর নিধি !
পাষাণ কংসের প্রাণ—
কিন্তু কোন্ প্রাণে তুই ছিলি ভুলে ?

শ্রীকৃষ্ণ। মা ! মা !

দেবকী। এরি তরে ছিনু বেঁচে ;
এরি তরে গুরু শৃঙ্খলের ভার
সহিয়াছি দিবস শর্ব্বরী ; এরি তরে
একে একে দেখিয়াছি ছয় পুত্র নাশ ;
এরি তরে সহিয়াছি যাতনা ভীষণ ;
আজি প্রজ্বলিত চিতানলে
প্লাবনের বারিধারা পড়িল ঝরিয়া,
নির্ব্বাপিত হুতাশন !
ওরে শোন্—শোন্—সত্য ভাগ্যবতী পুত্রবতী যারা !
এখন যদ্যপি মরি,
বিন্দুমাত্র খেদ নাহি তায় !

শ্রীকৃষ্ণ। মাতা, সম্বর রোদন ;
বহু ভাগ্যে পাইয়াছি
তোমাদের সম জনক-জননী।
যে দুঃখ পেয়েছ দোঁহে
পুত্ররূপে লভিয়ে আমারে,
দেখ চেয়ে, অত্যাচারী কংসের শাসনে
সেই দুঃখ ভুঞ্জে ভারতের নর-নারী—
নিরুপায় নীরব রোদনে।
প্রতিগৃহ কংস-কারাগার !
বংশের দুলাল
রাজ কোপে লুকাইয়ে রহে ডরে,
মাতৃ অঙ্কে নাহি তার স্থান ;
শাসন দুর্ব্বার—
নাহি অধিকার
হৃদয়ের সত্য ভাষ করিতে প্রকাশ !
বিলাস-ব্যসনে মত্ত বলবান্ রাজা,
কর্ম্মচারী তার শার্দ্দুল সমান—
মেদ পুষ্ট করি' সবে দরিদ্র শোণিতে,
পতঙ্গের সম—দুর্ব্বলে চরণে দলে !
ব্যভিচার—অনাচার
যুগ ধর্ম্মে হের চারিদিকে
করে নিজ প্রভুত্ব বিস্তার !
বসি' গোপ-গৃহে, নিত্য ধ্যানে
কল্পনায় দেখিয়াছি অবস্থা দোঁহার ;
দেখিয়াছি ভারতের ঘরে ঘরে

পিতা বসুদেব—জননী দেবকী!
শুনিয়াছি ব্যোমব্যাপী নিত্য হাহাকার ;
তাই ছুটিয়া এসেছি—
ল'য়ে পদধূলি
ঘোর অত্যাচার এই করিতে বারণ ;
তাই সঙ্গোপনে আজি
পশি' কারাগারে
যুগল দেবতা পদ করিগো অর্চ্চনা।
কর আশীর্ব্বাদ,
কালি সূর্য্যোদয়ে
নৃপমেধযজ্ঞ যেই করিব সূচনা,
যেন বিফল না হয় তাহা।

বসু। কি আর বলিব বৎস,
লৌকিক সম্বন্ধে অখিলের পিতা তুমি,
পূজার্থী পুত্রের রূপে সম্মুখে দাঁড়ায়ে!
স্বেচ্ছায় যে অধিকার দিয়াছ মোদের,
তারি বলে করি আশীর্ব্বাদ—
ধরার রোদন ভার কর নিবারণ,
পূর্ণ হ'ক যজ্ঞ আয়োজন!

চতুর্থ দৃশ্য

[মথুরা প্রাসাদ—অলিন্দ। কাল—প্রত্যূষ]

কংস ও রাজদূত

কংস। মিথ্যা কথা! অসম্ভব! ভগ্ন ধনু?
চানূর মুষ্টিক হত?

শ্রেষ্ঠ মল্লদ্বয়,—
সমকক্ষ যার নাহি ভুবন ভিতরে,
হত বালকের রণে ?
সুরামত্ত হেরি তোরে,
কহ অর্থহীন প্রলাপ বচন !
যাও ভীরু, প্রের অন্য দূতে ।

দূত । প্রভু !

কংস । যাও—
কংস কভু শোনেনি জীবনে
পরাজিত মল্ল তার,
কিম্বা তার সৈনিক দুর্ব্বল ! [দূতের প্রস্থান

কংস । দেবকী ! দেবকী !—
কে আছিস্ ?
ল'য়ে আয় বসুদেবে,
আন্ হেথা দেবকীরে ।
প্রতারণা করিয়াছে মোর সনে,
প্রতিফল দানিব দোঁহারে ;
খণ্ড খণ্ড করি তনু অর্পিব অনলে !

জনৈক অমাত্যের প্রবেশ

অমাত্য । প্রভু !
মদস্রাবী মদোন্মত্ত সদা
ঐরাবত পায় লাজ তুলনায় যার,
দন্তিরাজ কুবলয়
হিমালয় সদৃশ আকার—

কংস। বধিয়াছে গোপাল বালকে ?
পাদপিষ্ট দেহ তার পিণ্ডের আকার
রঙ্গভূমে শোণিতকর্দ্দমে লুটে ?

অমাত্য। প্রভু !
বাক্য না যুয়ায়, ডরে মম কাঁপে কায় !
অদ্ভুত বালক প্রবেশিল রঙ্গভূমে ;
প্রশান্ত বদন, সজল জলদ-কান্তি,
ওষ্ঠে হাসি,
বালার্ক কিরণ ছটা পঙ্কজ-নয়নে,
দিব্যাম্বরে চারু অঙ্গ বেড়া,
ক্ষীণ কটি, স্বচ্ছন্দ সিংহের গতি,
আজানুলম্বিত বাহু—
বরাভয় করপুটে,
কিশোর দেবেন্দ্র
যেন মেঘদল মথি' উদিল ধরায় !
অন্তরীক্ষ পূরিল সহসা জয় জয় রবে !

শঙ্খের আরাব ঘোর পূরিল অলক্ষ্যে দিক্—
চানূর মুষ্টিক একে একে আগুয়ান্ রণে।

কংস। ভূমিকার নাহি প্রয়োজন ;
কহ—জীবিত কি বালক এখনো ?

অমাত্য। কি আর কহিব স্বামী,
অসম্ভব হইল সম্ভব !
চক্ষু পালটিতে দোঁহারে বধিল শূর—
বালক যেমন

অনায়াসে মৃত্তিকা-পুতলী ভাঙ্গে!
ক্রোধোন্মত্ত গজরাজ গরজি' ভীষণ
শুণ্ডে ধরি' বালকে চালিল,—
ক্রীড়াচ্ছলে বালক দুর্ম্মদ
উপাড়িয়া দন্ত তার
করিকুম্ভে করিল প্রহার।
ভীষণ চীৎকারে পড়িল দুরন্ত গজ
প্রাণহীন—বিন্ধ্যগিরি সম!
ভয়ে ভীত সভাস্থ সকলে।

কংস। আজি দেখি অস্তাচলে রবির উদয়,
গ্রহদল
চির আচরিত পথ করিয়াছে ত্যাগ!
কিন্তু তাহে কিবা আসে যায়?
মল্ল যুদ্ধে ইন্দ্রে নাহি গণি,
নাহি গণি যক্ষ রক্ষ দেবতা মণ্ডল!
আকর দানব—
পিতৃশৌর্য্য, আজি এস ধারাকারে;
স্ফুর' দানবীয় শক্তি যত বাহুযুগে মোর;
দেবতা নরের ত্রাস—
স্ফুর' বিভীষিকাময়ী প্রকৃতি করাল;
কাঠিন্যের লৌহ আবরণে
আচ্ছাদিত কর মাংসপেশী মোর;
গলিত গৈরিকস্রাব সম
শোণিত-প্রবাহ বহ ধমনীতে;
এতদিন পরে সম্মুখে পেয়েছি তারে—

যার তরে ভীরু সম করিয়াছি ভ্রূণহত্যা কত !
আজি জিঘাংসার সুতীব্র পিপাসা
মিটাইব প্রাণ ভ'রে ! চল মন্ত্রী,
দানব কংসের আজ অসংশয়-গৌরবের দিন !

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

রঙ্গভূমির একাংশ

রাজন্যবর্গ, সভাসদ্‌গণ, নাগরিকগণ ইত্যাদি

১ম না। অদ্ভুত ! অদ্ভুত ! আবাল্য অনেক মল্লের ক্রীড়া দেখে আস্‌ছি, এরূপ বলশালী মল্ল কখনও দেখিনি !

নেপথ্যে। জয় মথুরাপতির জয় ! জয় মহারাজ কংসের জয় !

কংস ও অমাত্যের প্রবেশ

কংস। কোথায় যুগল মল্ল ?
শুনি নাম কৃষ্ণ বলরাম—
গোপ-গৃহে বাস,
গোপ-অন্নে বর্দ্ধিত শরীর,
নাহি জানি কি সাহসে আসি' কংস-পুরে
শমনে আহ্বানে রণে !
কোথা গেল ? ভয়ে বুঝি ত্যজিয়াছে স্থান ?

শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের প্রবেশ

শ্রীকৃষ্ণ। বীর কভু শমনে না ডরে ;
আমি কৃষ্ণ সম্মুখে তোমার—
যাচি কৃতাঞ্জলি পুটে,

দেহ ভিক্ষা নিষ্ঠুরতা তব,
চ'লে যাই গোপ-গৃহে পুনঃ,
উচ্চ রোলে জয় তব করি' উচ্চারণ !

কংস। তুমি কৃষ্ণ ? বসুদেব-সুত ?
দেবকী-অষ্টম-গর্ভে জনম তোমার !
পার্শ্বে কেবা ? কাহার নন্দন ?
কোন্ ভিক্ষা হেতু আসিয়াছ তুমি ?

বল। তোমার ন্যায় দুর্ব্বৃত্ত যারা, আমি তাদের সাক্ষাৎ শমন !

কংস। আজি দেখি শমনে ঘিরেছে বিশ্ব !
দুই যম সম্মুখে আমার,
আমি যম বসিয়া হেথায়
যম কাঁপে ত্রাসে শুনি' নাম যার।
ছলে লুকাইয়ে গোপ-গৃহে রেখেছিস্ প্রাণ,
প্রতিশোধ আজি দিব তার !

শ্রীকৃষ্ণ। কিন্তু বীর, পুনঃ কহি, পুনঃ যাচি,
নিষ্ঠুরতা তব ভিক্ষা দেহ মোরে ;
রণে দেহ ক্ষমা ; নির্দ্দয় সংহার-কার্য্যে
উত্তেজিত ক'রনা আমায়।
কারাগারে রাখিয়াছ জননী জনকে,
মুক্তি দেহ দোঁহে, দেহ মুক্তি উগ্রসেনে ;
চ'লে যাই হাসি মুখে
উচ্চ কণ্ঠে জয় তব করিয়া ঘোষণা।
কিন্তু যদি বিপরীত কর আচরণ,
এস ত্বরা হও আগুয়ান,
বিধিবদ্ধ যজ্ঞ প্রয়োজন,—

সেই যজ্ঞে—
পশু সম তুমি হও প্রথম আহুতি মোর !

কংস। ভাল হ'ল—মিলিল সুযোগ।
অদৃষ্ট প্রেরিত তোরা,
যুগ্ম পশু বলি দিব আমি ধনুর্যজ্ঞ শেষে !
মন্ত্রী, শুন আদেশ আমার,
বসুদেবে কর বধ, বধ' দেবকীরে।
আর নাহি ক্ষমা।—
কোথা নন্দ গোপ-কুলাঙ্গার,
বাঁধি' তারে আনহ সত্বর।

শ্রীকৃষ্ণ। পূর্ব্বে তার, ভাব বীর, অন্তিম তোমার ;
কহ—কিবা যুদ্ধ চাহ ?
অসি, ভল্ল, শূল, শেল, গদা,
কিম্বা রথে রথে দ্বৈরথ সমর—
কহ কিবা অভিলাষ ?
প্রস্তুত সতত আমি সবে !

কংস। পশু যুদ্ধে অসি কিবা প্রয়োজন !
চল্ মূর্খ, চল্ মল্লভূমে ;
হাঃ হাঃ গোপের নন্দন
প্রতিবাদী কংসের সমরে !
কোথা দেবগণ,
হের রণ অন্তরীক্ষ হ'তে !

শ্রীকৃষ্ণ। চল্ ত্বরা
মল্লভূমে যম তোর আছে কোল পাতি' !

[শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম ও কংসের প্রস্থান।

১ম সভাসদ্। মন্ত্রী-মহাশয়, লক্ষণ তো ভাল বোধ হচ্ছে না কংসকে সমরে আহ্বান করে, এ বালক কে? এ কি সত্যই—

মন্ত্রী। সত্যাসত্য এখনি নিরূপিত হবে; আমাদের অনুমানের প্রয়োজন হবে না।

দূতের প্রবেশ

দূত। মন্ত্রিবর,
বেধেছে তুমুল রণ!
যমরূপী বালক দুর্ব্বার—কৃষ্ণ নাম যার,
সমরে আহ্বানি' নরনাথে,
কেশে ধরি' করি' আকর্ষণ
চক্ষু পালটিতে পাড়িল ভূতলে!
মেদিনী টলিল,
উচ্চ প্রাসাদের চূড়া ভাঙ্গিয়া পড়িল!
দুই মদমত্ত করী যুঝে প্রাণপণে,
বুঝি সর্ব্বনাশ হয় এতক্ষণে! [প্রস্থান

অমাত্য। বুঝিতে না পারি
কালরূপী কে এল বালক! [প্রস্থান

১ম সভাসদ্। দেখ, ভগবান্ বুঝি মুখ তুলে চান!

২য় সভাসদ্। হাঁ হাঁ পাঁচদিন চোরের, একদিন আমাদের।

কংসের পুনঃ প্রবেশ

কংস। কালরূপী বালক দুর্জ্জয়
হেরি চারি ভিতে!
এই মল্লভূমে, এই রঙ্গ বাটে,

এই ছিল, কোথায় লুকাল ?
দেখি দেখি—দেখিতে না পাই !
ওই পুনঃ দেখি !
একি ! আজি কৃষ্ণময় হ'ল কি ভুবন ?
কাহারে বধিব ?
কত কৃষ্ণ আসিয়াছে প্রতিবাদী রণে।
একা আমি বধি কতজনে !
ঐ—ঐ দাঁড়ায়ে দুয়ারে হাসে ! [প্রস্থান।

১ম সভাসদ্। কৈ আমরা তো কিছু দেখতে পাচ্ছিনে ; ক্ষেপলো নাকি ?

২য় সভাসদ্। তোমার দেখবার সাধ হ'য়ে থাকে, একবার এগিয়ে দেখ না !

মন্ত্রীর পুনঃ প্রবেশ

মন্ত্রী। হায় হায় ! হলো সর্ব্বনাশ,
বুঝি হিমাদ্রি পড়িল ভাঙ্গি' !

সকলে। কি হ'ল ? মন্ত্রী-মশাই, কি হ'ল ?

[নেপথ্যে পুরাঙ্গনাগণের রোদন]

দ্বিতীয় অমাত্যের প্রবেশ

২য় অমাত্য। ওহো ! রাহু-গ্রাসে পশিল তপন !

শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের পুনঃ প্রবেশ

শ্রীকৃষ্ণ। মহাশূরে বধিলাম রণে ;
সহিতে না পারি রোদনের ধ্বনি !

সভাসদ্গণ। জয় কংসারি শ্রীকৃষ্ণের জয় !

১ম অমাত্য। হায় মথুরার রাজসিংহাসন
শূন্য হ'ল এতদিনে—
অপুত্রক কংস মহাশূর।

জনৈক সভাসদ্। এই সিংহাসন ন্যায়ত ধর্ম্মত শ্রীকৃষ্ণের প্রাপ্য; সভাস্থ সকলের কি মত বলুন? অত্যাচারী কংস আর নাই; মনোভাব গোপনের আর প্রয়োজন দেখি না।

সকলে। সাধু সাধু! জয় মথুরাধিপতি শ্রীকৃষ্ণের জয়!

শ্রীকৃষ্ণ। শুন শুন সভাস্থ সকলে,
শুন পৌরজন, আত্মীয়-স্বজন
সিংহাসন আশে করি নাই দুষ্কর সমর,
সিংহাসনে নাহি প্রয়োজন;
দীনের নন্দন—
দিন দিন দীন সহবাসে
বুঝিয়াছি দীনের বেদনা;
বুঝিয়াছি কি ব্যথা জীবনে তার,
অত্যাচারী নৃপ ভয়ে
সদা সশঙ্কিত যেই!
নীরবে বুঝেছি—নীরবে সহেছি ব্যথা;
এতদিন করিয়াছি নীরব সাধন—
কি উপায়ে এ বেদনা করিব বারণ;
কাল পূর্ণ আজি,
বাধ্য হ'য়ে করিয়াছি কংসের নিধন—
অত্যাচার নিবারণ হেতু।
আমি দীন, চিরদিন রব দীন,
দীন প্রজা সম ভ্রমিব ধরায়,

দীন-সেবা-ব্রত ল'য়ে
বিচক্ষণ তোমা সবে,
যোগ্য জনে সিংহাসনে করহ স্থাপন।

১ম অমাত্য। তাই যদি আপনার অভিমত, তবে আপনার পিতা বসুদেবকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করুন।

শ্রীকৃষ্ণ। আমি নহি, ন'ন পিতা জ্যেষ্ঠ মোর ;
হত কংস,
উগ্রসেন মথুরার ন্যায্য অধিকারী।
যদি অভিমত হয় সবাকার—
সিংহাসনে অভিষিক্ত করি উগ্রসেনে।

সকলে। সাধু! সাধু!

মন্ত্রী। অদ্ভুত এ আত্মত্যাগ
হে নরকেশরী, জগতে দেখেনি কেহ!
সাধু—সাধু সঙ্কল্প তোমার।

বলরাম। ভাই!
আমি ল'য়ে আসি মাতামহে। [প্রস্থান।

নাগরিকগণ। চল চল, কারাগার ভেঙ্গে উগ্রসেনকে এখানে নিয়ে আসি ; আজ মথুরাবাসীদের মুক্তির দিন। [প্রস্থান।

শ্রীকৃষ্ণ। (স্বগত) বধিয়াছি পুত্রে তাঁর,
মাতামহে কেমনে দেখাব মুখ!

উগ্রসেনকে লইয়া বলরাম ও নাগরিকগণের পুনঃ প্রবেশ

উগ্র। হায়—হায়! বংশনাশ হ'ল এতদিনে!

শ্রীকৃষ্ণ। মাতামহ, শোক কর পরিহার ;
মৃত্যু মাঝে বিচরে মানব,
আয়ুষ্কাল নির্দ্দিষ্ট সবার ;

জ্ঞানী কভু শোক নাহি করে।
হের শূন্য সিংহাসন,
তুমি তার ন্যায্য অধিকারী ;
বসো সিংহাসনে, আমি ছত্র ধরি শিরে।

উগ্র। আমি! আমি! মৃত পুত্র—
আর আমি—বৃদ্ধ—জীর্ণ—সিংহাসনে তার ?

শ্রীকৃষ্ণ। কেন নহে ? "কিন্তু" কেন কর মতিমান্ ?
এ জীবনে সহিয়াছ পীড়ন ভীষণ,
আদর্শ নৃপতি হ'য়ে
পুত্র সম কর রাজা, প্রজার পালন।
এক পুত্র হত,
হের শত শত পুত্র তব কুটীরে প্রাসাদে !
ভেদ নীতি করিয়া বর্জ্জন,
এক পরিবার সম সবে করহ পালন ;
লুপ্ত ধর্ম্ম পুণ্যভূমে হ'ক প্রচারিত ;
যেন আদর্শে তোমার, শিখে নর—
রাজা—রাজা—প্রজার রঞ্জক,
বন্ধু—পিতা—রক্ষক সবার ; নহে যম,
নহে সিংহ, নহে ব্যাঘ্র নরাকারে !

[উগ্রসেনকে সিংহাসনে বসাইলেন]

সকলে। জয় মহারাজ উগ্রসেনের জয়। জয় শ্রীকৃষ্ণের জয় !

প্রাপ্তির প্রবেশ

প্রাপ্তি। উচ্চরবে কর জয়ধ্বনি,
উচ্চকণ্ঠে যত পার বল জয় জয়,

নাহি ভয়—কংস আর শুনিবে না তাহা !
হেথা পুরবধূ সবে করে হাহাকার,
হোথা হাসিমুখে বসি' সিংহাসনে,
সদ্য মৃত তনয়ের করহ তর্পণ !
সিংহাসন ! অপূর্ব্ব মোহিনী তব,
আকর্ষণ অদ্ভুত তোমার,
নিমিষে ভুলাও পুত্রশোক !

শ্রীকৃষ্ণ। তদধিক আকর্ষণ মাতা,
পুত্রে করে উত্তেজিত
পিতার শোণিত পানে,
কারাগারে করে বদ্ধ জনকে আপন।
শুন মাতা, কর্ম্মফল অলঙ্ঘ্য জগতে।
করিয়াছি দুষ্টের শাসন ;
স্বামী তব হত আজি নিজ কর্ম্মফলে।
নাহি কর রোষ, যাও গৃহে,
বুঝে দেখ মনে, হইয়াছে ভবিতব্য যাহা ;
কটুভাষে কিম্বা তিরস্কারে,
ফিরিবেনা কংস আর।

প্রাপ্তি। তুমি কৃষ্ণ ? শুনি তুমি অখিলের স্বামী,
তাই বুঝি পতিহীনা করিলে আমারে ?
করিয়াছ দুষ্টের শাসন ! কিন্তু কহ,
কোন্ অপরাধে অপরাধী আমি ?
কোন্ পাপে পতিহীনা আজি ?
তুমি বুঝ জগতের ব্যথা ;
কিন্তু মোর ব্যথা বুঝিবার

বুঝি ভগবান্ নাহি কেহ আর !

আরে ছল, আরেরে কপট,
আরে হীন গোপের নন্দন !
যে অনলে দগ্ধ আজি আমি সে অনলে
অহরহ মর্ম্মস্থল পুড়িবে তোমার,
তিল মাত্র শান্তি কভু না পাবি জীবনে !
আমি জ্বালাব অনল—দীপ্ত দাবানল—
যে অনলে মথুরার সিংহাসন
ভস্ম-স্তূপে হবে পরিণত !
আজি হ'তে রণধূম গ্রাসিবে মেদিনী,
আজি হ'তে স্বামী হারা শত শত নারী
মোর সম লুটাবে ধরায়,
প্রতিচ্ছবি তার, অন্তরে তোমার
তুলিবে ভীষণ হাহাকার !
অভিশাপে মোর,
আজি হ'তে আঁখিধারা তব
এ জীবনে কভু না শুকাবে !

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

মন্ত্রণাগার

জরাসন্ধ ও মন্ত্রী

জরা। কি কহিলে ?
বিতাড়িত পাণ্ডব হস্তিনা হ'তে ?
কিবা জনশ্রুতি ?
জতুগৃহে মরিয়াছে সব ?
দেখি কৌরবের আধিপত্য-লিপ্সা
প্রবল ক্রমশঃ ! মথুরার কি সংবাদ ?

মন্ত্রী। সম্প্রতি প্রেরেছি দূত।

জরা। ভাল।
দক্ষিণে বিদর্ভরাজ
করিতেছে স্বয়ম্বর আয়োজন,
কন্যা রুক্মিণীর তরে। প্রের দূত ত্বরা ;
নিবেদন জানাও আমার,
স্বয়ম্বরে নাহি প্রয়োজন ;
কহ, আমি করিয়াছি স্থির—
রুক্মিণীর বিবাহ হইবে শিশুপাল সনে।

মন্ত্রী। পরাজিত নৃপতিমণ্ডল,
বদ্ধ যারা রাজ-কারাগারে,
আসিয়াছে বহু আত্মীয় তাদের।
আছে পুরাঙ্গনা,—

কন্যা, ভগ্নী, মহিষী বা কারো ;
আবেদন জানায় নৃপতি পদে
মুক্তি ভিক্ষা হেতু।

জরা। নিত্য শুনি
ভিক্ষা—ভিক্ষা—ভিক্ষা,
দেহি দেহি রব!
বুঝিতে না পারি,
ল'য়ে ভিক্ষুকের প্রাণ কেন বেঁচে রহে
এই সব কুক্কুরের দল! ভিক্ষা—ভিক্ষা!
আছে বলবতী বাসনা সবার
সুখৈশ্বর্য্য বিলাস প্রমোদ
অবাধে করিতে ভোগ ;
কিন্তু নাহি শক্তি অর্জ্জন করিতে তারে,
কিম্বা স্বাধিকার করিতে রক্ষণ
প্রবলের আক্রমণ হ'তে!
দূর ক'রে দাও ভিক্ষুকের দল।
আমি জানি বীরভোগ্যা বসুন্ধরা,
আমি জানি
রণক্ষেত্রে অসিমুখে প্রতিষ্ঠা স্থাপন ;
বাহুবল ভোগের আকর,
ত্যাগধর্ম্ম ভিক্ষুকের ;
চাহে ভোগ ভিক্ষা বিনিময়ে! কহ সবে,
আবেদন নিবেদন কাতর প্রার্থনা
ভিক্ষা কৃপা দয়া—
এ সকল শুনিবার নাহি অবসর মোর।

যুদ্ধার্থী কেহ বা যদি পাঠাইয়া থাকে দূত,
সমাদরে ল'য়ে এস তারে,
মহানন্দে করি আমি অসি বিনিময়।

প্রতিহারীর প্রবেশ

প্রতি। মহারাজ!
জরা। কহ, কি সংবাদ?
প্রতি। উন্মাদিনী রমণী জনেক
চাহে রাজ-দরশন।
জরা। রাজসভা নহে উন্মাদ-আগার!
কারাধ্যক্ষে কহ,
অবরোধে রক্ষিতে তাহারে।
কেবা নারী?
প্রতি। গুণ্ঠনে আবৃত মুখ,
দ্বারে বাধায়েছে অনর্থ ভীষণ;
নারী, কেহ স্পর্শিতে না পারি তারে।
(নেপথ্যে) প্রাপ্তি। কার সাধ্য রোধে মোর গতি!
কোথা রাজা, কোথা মগধ-ঈশ্বর!
প্রতি। ওই আসে উন্মাদিনী।

প্রাপ্তির প্রবেশ

প্রাপ্তি। পিতা!
জরা। পরিচিত স্বর!
কহ কেবা তুমি?
প্রাপ্তি। নিভৃতে কহিব কথা।

জরা। যাও মন্ত্রী, যাও প্রতিহারি!

[মন্ত্রী ও প্রতিহারীর প্রস্থান।

কহ মাতা, কি বক্তব্য তব?

প্রাপ্তি। (অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিয়া)

পিতা!

জরা। এ কি! কন্যা মম!

প্রাপ্তি! আদরিণী নন্দিনী আমার!

প্রাপ্তি। আজি ভিখারিণী—অনাথা—বিধবা—

অলক্ষণা—অলক্ষ্মী ধরার!

পিতা,

দুর্জ্জনের ছলে হত মথুরা ঈশ্বর!

জরা। কহ অদ্ভুত কাহিনী!

হত কংস বীর অবতার?

বুঝিতে না পারি

সত্য কিম্বা প্রহেলিকা এই?

হত কংস—গৌরবের হিমাদ্রি-শেখর

জামাতা আমার!

কহ মাতা, কে করিল ধূলিশায়ী তাহে?

প্রাপ্তি। পিতা,

কি আর কহিব?

শুনি, যদুকুলে জন্ম তার;

বসুদেব সুত,

পালিত আবাল্য হীন-গোপ-গৃহে,

বনচর গোপ সহচর,

দণ্ড হাতে রক্ষক ধেনুর!

নাহি জানি কোন্ দৈববলে
করিয়াছে অসাধ্য সাধন ;
ধনুর্যজ্ঞ নিমন্ত্রণে
ব্রজ হ'তে আসি' মথুরায়,
আহ্বানিল সমরে পতিরে ;
মথুরার কীর্ত্তিচূড়া ভাঙ্গিয়া পাড়িল ;
দেব-হবি অনার্য্যে স্পর্শিল,
রাখালে বধিল রাজ-রাজেশ্বরে !

জরা। শূন্য মথুরার সিংহাসন ?

প্রাপ্তি। সিংহাসনে বৃদ্ধ উগ্রসেন।

জরা। কোথা সেই অন্ত্যজ রাখাল ?

প্রাপ্তি। মথুরায়।

জরা। বহুদিন ভুলেছিনু রণ,
তূণে বাণ নিদ্রাচ্ছন্ন বহুদিন হ'তে—
মাতা, শোকানল তব করিব নির্ব্বাণ
শত্রুর শোণিতে !
চল পুরে ;
আহা ! ভিখারিণী সম
একাকিনী সহায়বিহীনা তনয়া আমার,
আসিয়াছ পথ পর্য্যটনে !
অম্লান চন্দ্রের রশ্মি চণ্ডালের আবর্জ্জনা স্তূপে,
হতশ্রী রাজশ্রী,
পঙ্কে লিপ্ত ফুল্ল কমলিনী !
ইচ্ছা হয়, উপাড়ি' নয়ন
নির্ব্বাপিত করি চক্ষের আলোক মোর !

এ দৃশ্য দেখিতে নারি আর।
চল অন্তঃপুরে ;
কোথা অস্তি—সহোদরা তব ?

প্রাপ্তি। পিতা কি আর কহিব ?
ঘৃণা লজ্জা অপমান
কণ্ঠরোধ করে মোর ; জরাসন্ধ সুতা,
ভুলি' বংশের মর্য্যাদা—
নাহি জানি কি মন্ত্রপ্রভাবে
ইষ্টজ্ঞানে পূজে হীন রাখালের পদ—
পতিহন্তা তার !
সাধিলাম কত—
স্বেচ্ছায় ফিরায়ে মুখ
চ'লে গেল অম্লান বদনে ;
কহিল সে অভাগিনী,
'নহে নর, নারায়ণ গোপের নন্দন' !

জরা। হ'ক বধির শ্রবণ, লুপ্ত হোক জ্ঞান,
বিশ্ব আজি লুকাও আঁধারে,
অন্তরীক্ষে রবিশশী গ্রহদল সবে
প্রলয় বারিধি মাঝে
নিদ্রামগ্ন রহ চিরদিন তরে—
কন্যা মম
পূজে স্বামিহন্তা তার নারায়ণ জ্ঞানে !
তিল আর বিলম্বিতে নারি।
মাতা, সুকন্যা নিশ্চয় তুমি—
রাখিব তোমার মান।

মন্ত্রী !
দেহ আজ্ঞা সাজাতে বাহিনী,
মগধের বীরপুত্র যত
রণোল্লাসে উঠুক মাতিয়া
আগুবাড়ি' চাল চতুরঙ্গ দলে,
মথিয়া মেদিনী মথুরার ধূলি কণা
ডুবাইব শোণিত-সাগরে,
রথচক্রে বাঁধি আনি' গোপ-কুলাঙ্গারে,
তিল তিল করি' দেহ তার
পোড়াব অনলে,
তবে শান্ত হবে প্রতিহিংসা মোর।
আয় মাতা,
পুত্রাধিক জানি তোরে,
সুপ্ত বহ্নি প্রজ্বলিত করেছিস্ তুই ? [প্রস্থান।

প্রাপ্তি। স্বামী ! মথুরা-ঈশ্বর !
স্বর্গ হ'তে দেখ চেয়ে দেব,
আজ্ঞা তব করিতে পালন
বিসর্জ্জন দিয়াছি হেলায় নারীত্ব আমার,
কোমলতা নাহি পায় স্থান—
হৃদয় পাষাণ,
রক্ত-তৃষাতুর প্রতি দেহগ্রন্থি মোর
চাহে প্রতিশোধ, প্রতিশোধ,
শোণিতের বিনিময়ে শোণিত কেবল !
দেখি কতদিনে তৃষ্ণা হয় দূর—
তাপ দূর হয় কত দিনে ! [প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

মথুরা প্রাসাদের অলিন্দ

শ্রীকৃষ্ণ

শ্রীকৃষ্ণ। কহ মহামায়া,
কার্য্যস্রোত মিশিবে কোথায়! হত কংস—
কিন্তু পত্নী তার—মূর্ত্তিমতী প্রতিহিংসা
জ্বেলেছে অনল।
পিতা জরাসন্ধ—
দুর্ব্বার সংগ্রামে,
মথিত করিছে এই মথুরা নগরী।
নিত্য শত শত লোক ক্ষয়
প্রভাবে তাহার,
এ দৃশ্য দেখিতে নারি আর।
কহ, হে ভৈরবি!
উলঙ্গ নর্ত্তন তব কতদিনে হবে শেষ?
তম অন্তে শান্ত মূর্ত্তি পুনঃ
ধরিবে শ্যামলা ধরা?

ফুলের সাজি হস্তে অস্তির প্রবেশ

[গীত]

শুনি ব্যথাহারী তুমি হরি
তবে আমায় ব্যথা বোঝ কই—
ব্যথা বল কত সই।
তোমারি যে মুখ চেয়ে সব জ্বালা আছি স'য়ে
তুমি তো দেখ না চেয়ে এ কথা কারে বা কই॥
মরমে আগুন জ্বলে, তিতি নিতি নয়ন জলে,
দাওনা ঠাঁই চরণ-তলে অভিমানে সারা হই॥

অন্তি। তুমি বুঝি এখানে পালিয়ে এসেছ ? ধন্তি বাপ ! একটুও মায়া নেই ? এতখানি বেলা হ'ল, আমার বুঝি ক্ষিদে পায় না ? আমি কোন্ সকালে উঠে, ফুল তুলে, চন্দন ঘ'ষে ব'সে আছি—এই আসে, এই আসে—ওমা ? কোথায় কে ? পায়ে দু'টো ফুল না দিয়ে তো মুখে জল দিতে পারিনে ; তোমার খাওয়া হবে, পাতে প্রসাদ পাব, তা রাজ্যিশুদ্ধ লোকের ভাবনা মাথায়, আমার কথা মনে থাকবে কেন ? তারপর, আমি তো তোমার শত্রুর স্ত্রী, শত্রুর মেয়ে ! মুখে যাই বল, মনে মনে তো আমায় শত্রু বলেই জান ? আমি আবাগী মলুম কি বাঁচলুম, তাতে তোমার কি এল গেল।

শ্রীকৃষ্ণ। অন্ধকারে আলোকের ধারা
নন্দিনী আমার,
অভিযোগ বৃথা কর মাতা !
অপরাধী আমি করি গো স্বীকার,
মাতা-পুত্রে একত্রে আহার
বহুপূর্ব্বে ছিল গো উচিত।
আমি কুপুত্র তোমার, সু-জননী তুমি,
ক্ষম দোষ, মনে নাহি কর কিছু।
যাও, কর আয়োজন
এখনি যাইব আমি।

অন্তি। মনে আর কি ক'রব ? কষ্ট দিতেই তো এসেছ। মনে করি রাগ ক'রে দু'কথা শুনিয়ে দেব, কিন্তু তাও কিছু বলতে পারিনে, কষ্ট দেওয়াতে আপনার পর ভেদ নেই ব'লে। যে মা-বাপকে কারাগারে রাখতে পারে, তাকে আর বলবার কি আছে ? আমার স্বামীকে খেয়েছ, কোন্ দিন শুনব আমার বাপকেও খাবে, এই মথুরার, মগধের কত মেয়েকে আমার মত পতিহীনা করেছ, আরও কত করবে। আমার

দু'টো মিষ্টি কথা ব'লে আর সাধু হ'তে হবে না। দেখছি কষ্ট দেওয়াই তো তোমার কাজ ; এখন একটু কষ্ট ক'রে এস, অন্ন যে শুকিয়ে গেল।

শ্রীকৃষ্ণ। হাঁ মা, আমি কি ইচ্ছে ক'রে কাউকে কষ্ট দিই ?

অস্তি। তোমার ইচ্ছে-অনিচ্ছে তুমিই জান, এর উত্তর আমি কি দেব বল ? আমায় তো লোকে বলে পাগল।

শ্রীকৃষ্ণ। আগুন জ্বলে, কিন্তু পতঙ্গ কেন তাতে উড়ে এসে পড়ে ? আগুনের কি দোষ ?

অস্তি। যে আগুন সৃষ্টি ক'রেছে, পতঙ্গ সৃষ্টি ক'রেছ—সেই ব'লতে পারে আগুনের দোষ, কি পতঙ্গের দোষ। আগুনই বা জ্বালা কেন, আর কীট পতঙ্গ পোড়ানই বা কিসের জন্য ?

শ্রীকৃষ্ণ। কত বলি, কত বোঝাই—কেউ শোনে না। আগুনের উত্তাপ তো পতঙ্গকে সাবধান করবার জন্যই ; দূর থেকে তাকে জানিয়ে দেয় যে এ আগুন, এ দিকে এস না ; কিন্তু মা, সে কথা তো কেউ শোনে না, আমার ব্যথা তো কেউ বোঝে না।

অস্তি। এবার সত্যি সত্যি রাগ ক'রব ; কেউ বোঝে না, না তুমি বুঝতে দাও না ? আর তুমি বুঝি বড্ড ব্যথা বোঝ ? নাও বেলা হয়েছে, তোমার সঙ্গে আর ঝগড়া করব না, এস, আর দেরি কোরো না। ফুলগুলো সাজিতেই শুকিয়ে গেল। তোমার জন্যে তুলেছিলুম, তোমায় দিয়ে যাই। মাথা খাও আর দেরী কোরো না, আমি সব গুছিয়ে রাখিগে। [প্রস্থান।

শ্রীকৃষ্ণ। এক বৃক্ষের ফল, কিন্তু দু'টী ভিন্ন প্রকৃতির। মা, এই কি তোমার আনন্দঘন মূর্ত্তি ?

সাত্যকির প্রবেশ

সাত্যকি। এইমাত্র দূত সংবাদ নিয়ে এল, জরাসন্ধ পুনরায় মথুরা অবরোধ করবার জন্য অগ্রসর হ'চ্ছে !

শ্রীকৃষ্ণ। আমি পূর্ব্বেই সংবাদ অবগত আছি।

সাত্যকি। তাহ'লে সৈন্যদের প্রস্তুত হ'তে আদেশ দিই ?

শ্রীকৃষ্ণ। সাত্যকি, এবারে আমরা যুদ্ধ ক'রব না।

সাত্যকি। সে কি ? যুদ্ধ ক'রব না ?

শ্রীকৃষ্ণ। না।

সাত্যকি। না ! জরাসন্ধ অবাধে মথুরা অধিকার ক'রবে ?

শ্রীকৃষ্ণ। সাত্যকি, ব'লতে পার এ যুদ্ধের শেষ কোথায় ?

সাত্যকি। যতদিন জরাসন্ধ জীবিত থাকবে, ততদিন এর শেষ তো দেখতে পাচ্ছি না।

শ্রীকৃষ্ণ। কিন্তু জরাসন্ধ বীর—আর, যতদিন কালপূর্ণ না হয়, ততদিন সে মৃত্যুভয় বর্জ্জিত। পুনঃ পুনঃ সে মথুরা আক্রমণ ক'রেছে, আমরা তাকে বাধা দিয়েছি, পরাস্ত করেছি, কিন্তু একেবারে বিধ্বস্ত ক'রতে পারিনি। জরাসন্ধ সমরকুশলী, বহুবলের অধিনায়ক, তুলনায় আমাদের লোকসংখ্যা অল্প।

সাত্যকি। কিন্তু যাদবের শৌর্য্য তো অল্প নয়।

শ্রীকৃষ্ণ। শুধু শৌর্য্যে বীরত্ব দেখান যায়, কিন্তু দেশ রক্ষা করা যায় না। প্রবলের বিরুদ্ধে স্বল্প বল, পরিণাম ধ্বংস অনিবার্য্য।

সাত্যকি। কিন্তু এখন যুদ্ধ ভিন্ন উপায় কি ?

শ্রীকৃষ্ণ। উপায়—পলায়ন।

সাত্যকি। পলায়ন ! ক্ষত্রিয় হ'য়ে প্রাণ ভয়ে পলায়ন !

শ্রীকৃষ্ণ। আমি তো তাই স্থির করেছি। পলায়ন সব সময় নিন্দার নয়। লোকসংগ্রহের জন্য পলায়ন, বলবৃদ্ধির জন্য পলায়ন, সুযোগ অপেক্ষার জন্য পলায়ন, বহুজনের প্রাণরক্ষার জন্য পলায়ন, দেশের কল্যাণের জন্য পলায়ন, নারী বৃদ্ধ ও শিশুর জীবন রক্ষার্থে পলায়ন, হঠকারী আত্মাভিমানপূর্ণ দাম্ভিকের কুবুদ্ধিতে রীতিবিরুদ্ধ ব'লে মনে

হ'তে পারে, কিন্তু কথনো ধর্ম্মবিরুদ্ধ নয়। প্রবল জরাসন্ধের বিপক্ষে অস্ত্র ধারণ ক'রে আমরা রণক্ষেত্রে প্রাণ দিতে পারি, কিন্তু মথুরার স্বাধীনতা রক্ষা ক'রতে পারি না। আমাদের উদ্দেশ্য কি? উদ্দেশ্য—স্বাধীনতা রক্ষা, দাসত্বের বন্ধন মুক্তি; উদ্দেশ্য—প্রজারক্ষা, উদ্দেশ্য—ধর্ম্ম-সংস্থাপন। এই মহান্ উদ্দেশ্যের জন্য স্থির করেছি, আপাততঃ মথুরা হ'তে রাজধানী স্থানান্তরিত ক'রব; জরাসন্ধ শূন্য পুরী অবরোধ করুক, তার বল-বীর্য্য উৎসাহ ক্ষয় হ'ক, চল আমরা অন্যত্র গিয়ে বল সঞ্চয় করি।

সাত্যকি। কোথায় যাব?

শ্রীকৃষ্ণ। স্থান আমি নির্ণয় করেছি। সমুদ্র তীরবর্ত্তী স্থান, দুরারোহ পর্ব্বতে ঘেরা, স্বভাবের সুনিয়ন্ত্রিত দুর্গ দ্বারকায় আমি নূতন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা ক'রব। তুমি উগ্রসেনকে রাজাজ্ঞা প্রচার ক'রতে বল, সকলে স্ত্রী-পুত্র ধনরত্নাদি ল'য়ে অবিলম্বে যাত্রার উদ্যোগ করুক। আমি নগর প্রতিষ্ঠার জন্য আজই যাত্রা ক'রব; নগরবাসীদের ল'য়ে তোমরা যত সত্বর পার আমায় অনুগমন কর; এখানে থেকে বৃথা নরহত্যায় লিপ্ত না হওয়াই মঙ্গল।

সাত্যকি। উগ্রসেন রাজা বটে, কিন্তু হে যদুকুলশেখর, তুমি আমাদের অধিনায়ক। তোমার ইচ্ছাই আমাদের নিকট তোমার অমোঘ আদেশ। যাদবশ্রেষ্ঠগণকে তোমার আদেশ জানাই, সকলে প্রস্তুত হ'ক। [সাত্যকির প্রস্থান।

শ্রীকৃষ্ণ। মা আমার ক্ষুধায় কাতর; সত্যই কি আমি তার ব্যথা বুঝি না! দারুণ পতিশোক ভুলে, মা আমার পুত্রস্নেহের অমৃতসাগরে ডুবে আছে। মা! মা! তোমার ও স্নিগ্ধ-জ্যোতি যেন আমার ব্যথা-কাতর-নয়নপথ থেকে কখনও সরে না যায়!

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

হস্তিনা—ভীষ্মের প্রাসাদ

ব্যাসদেব ও ভীষ্ম

ব্যাস। শুন বৎস, আগমন কারণ আমার।
করি' অখিলের মঙ্গল কামনা,
বসি ধ্যানে নির্জ্জন কুটীরে ;
প্রশান্ত বারিধি সম নির্ব্বাত নিষ্কম্প স্থির
বদ্ধ মন বিভুপদ বেলাভূমি মাঝে ;—
এল গেল কত দিন—কত বর্ষ
কে করে গণনা !
অকস্মাৎ তরঙ্গ হিল্লোলে
কাঁপিল অন্তর—ধ্যান ভঙ্গ ;
স্থিরদৃষ্টি—হেরিনু সম্মুখে
রক্ত আভা গগনের গায়—
ধরিয়াছে ধরণীর প্রতিচিত্র
অভ্র-শ্বেত হৃদয়-মুকুরে !
পশিল শ্রবণে সকরুণ হাহাকার ধ্বনি ;
সংহার—সংহার—
উঠিল ভৈরব রব রক্ত সিন্ধু মথি' ;
হেরিলাম কাল পটে,
যূপবদ্ধ বলি সম দুর্দ্দান্ত নৃপতিদল,
সহ সহচর কাঁপে থর থর !
মনে হ'ল
যুগ-সন্ধিক্ষণে মহাধ্বংস করিয়া আশ্রয়
নবভাবে উদ্বোধিত হইবে ভারত,

নিশা অস্তে হবে তার নব জাগরণ!
বহুবর্ষ আছি লোকসঙ্গ ত্যজি,
তাই আসিনু হেথায়,
হে অভিজ্ঞ,
জানিতে তোমার কাছে,
প্রলয়ান্তে সৃষ্টির অঙ্কুর—
আভাস কি পাইছ তার?

ভীষ্ম। ত্রিকালজ্ঞ তুমি ঋষি,
সত্যমূর্ত্তি বিভু সনাতন,
নারায়ণ নরকলেবরে,
কি অজ্ঞাত তোমার হে তাত?
ইচ্ছামৃত্যু—
মহাপাপ মৃত্যু-চিন্তা,
তাই মৃত্তিকার দেহ ত্যজিতে না পারি,
তাই দিন দিন সহি দুর্ব্বিষহ যন্ত্রণা ভীষণ!
পবিত্র ভরত বংশে
নিত্য হেরি দুর্ব্বল পীড়ন,
জাতি করে জাতির নিধন,
আমি বৃদ্ধ, নির্ব্বিকার সাক্ষী সম
নিত্য হেরি সেই অত্যাচার!
রাজা দুর্য্যোধন—
অতি দর্পী, অতি ক্রূর, অজ্ঞান অধম,
তিলমাত্র নাহি তার বংশের আচার;
দুষ্ট মন্ত্রী করিয়া সহায়
করে ধর্ম্মের পীড়ন,

পঞ্চভাই পাণ্ডুর নন্দন
হেঁটমুণ্ডে সহে নির্য্যাতন ;
জনে জনে দিক্‌পাল সম—
কিন্তু ধর্ম্মরাজ মুখ চাহি' নীরবে সকলি সহে !
কভু বনে, জতুগৃহে কভু,
কভু ভিখারীর বেশে ফিরে দেশে দেশে !
আমি ভীষ্ম কুরু-বৃদ্ধ
স্বেচ্ছায় দাসত্ব ল'য়ে রাজগৃহে করি বাস !
বুঝ পূজ্য, প্রকৃতি ধরার,
বুঝ বিচারিয়া মনে
প্রলয়ের কত বাকী আর !

ব্যাস। বৎস, ক্ষোভ নাহি কর।
ভরত বংশের মহাস্তম্ভ তুমি,
তোমারে আশ্রয় করি' আছে এই রম্য অট্টালিকা।
ভবিষ্যৎ ইতিহাসে পুরুষ বিরাট্,
সুখ দুঃখ তব শিখাবে মানবে
ধর্ম্মের নিগূঢ় কথা।
আজি আসিয়াছি শুধাতে তোমায়,
নরমাঝে দেখেছ কি অতি নর কেহ,
গ্লানি মাঝে অম্লান তপন ?
লক্ষ্য কি ক'রেছ তুমি,
মহামানবের সাধিতে কল্যাণ
মানব আকারে ব্রতধারী কেহ
এসেছে এ পুণ্যভূমে ?
দেখেছ কি ক্ষুদ্র দেহে বিশাল হৃদয়

উদ্বেলিত সদা তাপদগ্ধ জীবকুল তরে ?
দেখেছ কি অতি ক্ষুদ্র নগণ্য অন্ত্যজ—
বলহীন, সহায় বিহীন,
পদদলিত ধূলি সম দীন
নরনারী তরে কাঁদিতে কাহারে
শ্মশান ভারত-ভূমে ?

ভীষ্ম। এইবার বুঝিয়াছি দেব,
কেন পদার্পণ করিয়াছ এ দীন ভবনে।
চির করুণা আলয় তুমি
কুরুবংশ আকর হে ঋষি,
কাতর আমার তরে
এসেছ হে করাতে স্মরণ
প্রয়োজন আত্মবিসর্জ্জন !

ব্যাস। তবে বুঝিয়াছ প্রশ্ন মোর ?

ভীষ্ম। বুঝিয়াছি ইঙ্গিত তোমার।
আমি দেখিয়াছি তাঁরে ;
ক্ষুদ্র নরের আকার,
আচার ব্যাভার মানবের প্রায়,
ক্ষুদ্র শিশু জননীর ক্রোড়ে,
পিতা ভ্রাতা আত্মীয় বেষ্টিত,
ক্রীড়াপটু চঞ্চল বালক,
প্রেমোন্মত্ত বান্ধব-বান্ধবী সনে,
প্রাকৃত জনের সম
ভয়ে ভীত—উৎফুল্ল আশায়,
হর্ষ শোকে মম বহে হাসি অশ্রুধারা !

দেখিয়াছি, চিরন্তন মানব যেমন,
কিন্তু নহে নর ;
নরশ্রেষ্ঠ নহে যোগ্য অভিধান ;
ঈশ্বর সাকার—
গুণাতীত গুণ সমন্বিত,
বিপরীত ভাবের আধার,
ভাগ্যবশে আমি পিতামহ তাঁর,
বসুদেব-সুত, পিতৃস্বসা কুন্তীদেবী—
ভরত বংশের বধূ,
করি' আপন গোপন
সৌহার্দ্দ্য স্থাপন করিল পাণ্ডব সনে ;
নর পার্থ—সখা নারায়ণ !
যেই দিন সে চরণ দেখেছে নয়ন,
সেই দিন সার্থক জীবন—
মনে উঠেছে বাসনা, আর কেন ভবে ?
কেন বহি জীর্ণ দেহভার ?
তাপ দূর করিতে আমার
নারায়ণ আপনি উদয় !
ক্ষত্র আমি—রাজভৃত্য,
সাক্ষী রাখি' রণাঙ্গনে কমল-লোচন
কুরুক্ষেত্রে ত্যজিব এ প্রাণ।

ব্যাস। নিষ্পাপ হৃদয় তব,
মলাহীন স্বচ্ছ দর্পণের সম,
তেঁই সত্যমূর্ত্তি অবিকৃত প্রতিভাত তাহে ;
ভাগ্যবান্,

দৃষ্টি তব দেখিয়াছে সত্য দর্শনীয় যাহা।
ত্যজি' তপ আমিও এসেছি ভীষ্ম,
ঈশ্বরের নরলীলা প্রত্যক্ষ করিতে।
জীবের কল্যাণ হেতু
করিয়াছি বেদের বিভাগ,
কিন্তু কালধর্ম্মে অল্পবুদ্ধি নর—
মোহাচ্ছন্ন মত্ত অহঙ্কারে
বেদসূক্ত বুঝিতে না পারে ;
তাই করিয়াছি স্থির—
নরাকারে হেরি' ঐশী লীলা
জীবনের প্রত্যক্ষ আদর্শে
রচিব পুরাণ গাথা,
ইতিহাস ভারত বংশের,
যুগ-ধর্ম্ম কথা—
শ্রীকৃষ্ণ নায়ক যাঁর
শুনি' যেই লীলা
ভক্তি পথ ধরি'—
বিনা তপ, আয়াস কঠোর,
জ্ঞানমার্গে উপনীত হবে নরনারী।
অন্ধকারে তপন উদয়!
ত্রিতাপ হইবে দূর,
বিরাজিবে মহাশান্তি প্রতি গৃহে, প্রতি হৃদে,
সমাজ-শৃঙ্খলা হবে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত,
ধন্য হবে ধরা,
ভারত জগৎ মাঝে সর্ব্বপূজ্য রবে চিরদিন!

ভীষ্ম। কি কর্ত্তব্য কহ ঋষি,
মহাভাগ্যবান্ আমি—
তাই আজি সঙ্গোপনে খাইয়াছি তোমা।
নিয়ত হৃদয়-দ্বন্দ্বে জর্জ্জরিত তনু,
বিরোধী সমস্যা কত উঠে মনে মনে,
লোকনিন্দা, কটুভাষ, অসতের দুর্নীতি আচার
সহি সমভাবে।
সত্যে বদ্ধ—দুর্য্যোধনে ত্যজিতে না পারি;
আজ্ঞায় তাহার
জেনে শুনে অনিচ্ছায় করি মহাপাপ।
কহ, এ সঙ্কটে আছে কি উপায়?
অধিকার বানপ্রস্থে নাহি কি আমার?

ব্যাস। সর্ব্ব অধিকার
স্বেচ্ছায় ক'রেছ ত্যাগ পিতৃতৃপ্তি হেতু;
জীবনের অরুণ উদয়ে
করিয়াছি প্রতিজ্ঞা ভীষণ,
পুরুবংশ সিংহাসনে বসিবে যে জন,
সম্পদে বিপদে তুমি
ভৃত্য সম সেবিবে তাহারে
ধর্ম্মাধর্ম্ম না করি' বিচার;
আজি কেন বিচলিত তবে?
বানপ্রস্থ—বাহ্যিক আচার;
মনে মনে নির্লিপ্ত সন্ন্যাসী তুমি,
করিতেছ সত্যের রক্ষণ,
তুল্যমূল্য স্তুতি নিন্দা তব,

হর্ষ শোক সম অলঙ্কার। দেবব্রত,
ত্যজ খেদ, সুসময় উদয় তোমার;
হরি এসেছেন ভবে হ'য়ে অবতার!
নরমাঝে নরশ্রেষ্ঠ তুমি,
প্রথম প্রচার ভার লহ ভাগ্যবান্!
শুনাও মানবে—দুর্দ্দিন বিগত তার;
শুনাও জগতে—তুমি চিনিয়াছ তাঁরে।
যে তাঁরে চিনিবে
যে তাঁরে জানিবে,
শমনের নাহি অধিকার—
মুক্ত তার মোক্ষের দুয়ার।

ভীষ্ম। দেহ পদধূলি।
হে পূজ্য, কর আশীর্ব্বাদ;
তুমি জ্যেষ্ঠ করিয়াছ বেদের প্রচার,
আমি কনিষ্ঠ তোমার—
যেন প্রত্যক্ষ জীবনবেদ পারি প্রচারিতে।

ব্যাস। বৎস, হও পূর্ণকাম।
অকস্মাৎ আনন্দপ্রবাহ বহে হৃদে;
আনন্দ-বিগ্রহ বুঝি আসিবেন পুরে;
আমি লীলা তাঁর হেরিব গোপনে।
ধন্য ধরা, ধন্য এ হস্তিনা,
ধন্য আমি, ধন্য তুমি শান্তনু-নন্দন!
কর আয়োজন—
আসিছেন ভগবান্ পূজা তব করিতে গ্রহণ! [প্রস্থান।

ভীষ্ম। জীর্ণ দেহ, হৃদয় দুর্ব্বল,

রণক্ষেত্রে শাণিত সায়ক
নহে তীব্র মমতা পীড়ন হ'তে,
অহঙ্কার নহে দূর,
নহে ছিন্ন মমত্ব বন্ধন।
প্রভি, অঙ্গ কাঁপে
হেরি' ভবিষ্যৎ ঘটনা ভীষণ,
নারায়ণ, বিচঞ্চল মতি—
যদি মোহবশে করি কভু কর্ত্তব্য হেলন,
দীননাথ, দীন বলি' ক্ষমা কোরো মোরে।

শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ

শ্রীকৃষ্ণ। পিতামহ, যুধিষ্ঠিরের নিমন্ত্রণে হস্তিনায় এসেছিলেম, কিন্তু আপনার চরণে প্রণাম না ক'রে তো পুরী প্রবেশ কর্ত্তে পারলেম না। আমার প্রণাম গ্রহণ করুন।

ভীষ্ম। এস ভাই, এতদিন তোমার প্রণাম গ্রহণ ক'রেছি, আজ আর আমাকে নয়, সঙ্গোপনে তোমায় পেয়েছি, আজ তুমিই আমার প্রথম প্রণাম গ্রহণ কর। আজ বৃদ্ধ ভীষ্মের জীবনে যে শুভ মুহূর্ত্ত এসেছে, সে শুভ-মুহূর্ত্ত আর কোনো ভাগ্যবানের অদৃষ্টে এসেছিল কিনা জানি না। আজ আমার সর্ব্বস্বের মাঝে কেবল তোমায় দেখ্ছি; আমার হৃদয়ে মাধব, বাক্যে মাধব, জীবনের অনুভূতিতে মাধব, সর্ব্বকার্য্যে মাধব, সর্ব্বচিন্তায় মাধব। আর মানস পূজা নয়, সাক্ষাৎ পূজা গ্রহণ ক'রে আমার জীবনকে ধন্য কর।

শ্রীকৃষ্ণ। পিতামহ, দেখ্ছি বার্দ্ধক্যে আপনার মস্তিষ্কের বিকৃতি ঘটেছে, নইলে এমন বেদবিগর্হিত কার্য্য করবেন কেন? আমাকে পূজা! ছিঃ—তবে রক্ষা, গোপনে পূজা; এ পূজা আর কেউ দেখলে না, নচেৎ লোকের হাস্যাস্পদ হ'তেন।

ভীষ্ম। এর উত্তর আর এখানে দেব না ভাই।. তুমি [illegible] ভীষ্ম কখনো গোপনে কোনো কাজ করে না, যদি দিন পাই মৃত্যুর পূর্ব্বে এর উত্তর আমি দিয়ে যাব যদুপতি!

শ্রীকৃষ্ণ। আঃ বাঁচা গেল, আপনার উত্তর শোনবার জন্য আমি আজ থেকেই উদ্‌গ্রীব হয়ে রইলেম। এখন কাজের কথা হ'ক। যুধিষ্ঠির আমার সঙ্গে এসেছেন। এসে শুনলেম রাজসূয়ের তো সমস্ত আয়োজনই হয়েছে। আপনি এই যজ্ঞের প্রধান উদ্যোগী।

ভীষ্ম। যুধিষ্ঠির কোথায় গেলেন?

শ্রীকৃষ্ণ। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র এবং দুর্য্যোধনাদির অভিমত গ্রহণ ক'রতে তাঁরা গেলেন রাজ-প্রাসাদে, আর আমি এলাম আপনার সঙ্গে দু'টো রসালাপ ক'রতে।

ভীষ্ম। রাজসূয়ের কল্পনা হ'য়েছে বটে, কিন্তু এখনো বুঝতে পারছি না, এ যজ্ঞের পরিণাম কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে, কিম্বা এ যজ্ঞ সফল হবে কি না?

শ্রীকৃষ্ণ। সত্যব্রত আপনি, আপনার মনে কখনো মিথ্যা কল্পনার উদয় হবে না। পিতামহ, এ যজ্ঞ পূর্ণ হবে।

ভীষ্ম। তোমার মুখে এ কথা শুনে আশ্বস্ত হলেম ভাই, পূর্ণ হবে কি?—হয়েছে!

শ্রীকৃষ্ণ। পিতামহ, বলুন এখন আমাদের কি কর্ত্তব্য?

ভীষ্ম। রাজসূয়—ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের সমস্ত রাজাকেই নিমন্ত্রণ ক'রতে হবে। অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সৌরাষ্ট্র, মিথিলা, পাঞ্চাল, মদ্র, গান্ধার, পৌণ্ড্র, চেদী, বিদর্ভ—সব। যাঁরা নিমন্ত্রণ গ্রহণ করবেন না, তাঁদের যুদ্ধে আহ্বান ক'রে পরাস্ত ক'রতে হবে। একচ্ছত্র ভূপতিই রাজসূয়ের অধিকারী। ভারতের—চারিদিকে ভীমার্জ্জুনাদি চারি ভ্রাতা দিগ্বিজয়ে যান; আর যদুপতি, তোমাকে আর

কি [illegible]? পাণ্ডবেরা তোমার আশ্রিত, তাদের সকল ভারই তোমার।

শ্রীকৃষ্ণ। পিতামহ, ভার আমারই বটে, কিন্তু ভার বহনের শক্তি আপনার।

দৌবারিকের প্রবেশ

দৌবারিক। মগধ হ'তে এক ব্রাহ্মণ এসেছেন, তিনি যদুপতির সাক্ষাৎপ্রার্থী।

ভীষ্ম। ব্রাহ্মণকে সর্ব্বাগ্রে পাদ্য-অর্ঘ্য দিয়ে পূজা ক'রে এখানে নিয়ে এস। [দৌবারিকের প্রস্থান।

শ্রীকৃষ্ণ। ব্রাহ্মণ? আমার সাক্ষাৎপ্রার্থী?

ব্রাহ্মণের প্রবেশ

শ্রীকৃষ্ণ। আসুন ব্রাহ্মণ, আমার প্রণাম গ্রহণ করুন। অগ্রে উপবেশন করুন; নিবেদন করুন কি আপনার প্রয়োজন? আপনি আমার নিকট এসেছেন?

ব্রাহ্মণ। হাঁ, দ্বারকায় গিয়েছিলেম, শুনলেম আপনি ইন্দ্রপ্রস্থে; ইন্দ্রপ্রস্থে এলেম, শুনলেম আপনি হস্তিনায়। অপেক্ষা ক'রতে পাল্লেম না, এখানেই আসতে হ'ল। মার্জ্জনা ক'রবেন, আমি নিভৃতে আপনাকে কিছু জানাতে চাই। জানি না এ স্থান নিভৃত আলাপের উপযুক্ত কি না, আমার বক্তব্য গোপনীয়।

ভীষ্ম। ব্রাহ্মণ, আপনি নির্ভয়ে আপনার বক্তব্য বলুন, আমি এই গৃহের দ্বার রক্ষা কর্চ্ছি, আপনার শঙ্কিত হবার কোন প্রয়োজন নাই। [প্রস্থান।

শ্রীকৃষ্ণ। ব্রাহ্মণ, আপনার অভিপ্রায় কি বলুন?

ব্রাহ্মণ। জরাসন্ধের অত্যাচারে ভারতের বহুপ্রদেশ ধ্বংস হ'চ্ছে।

তার বলবীর্য্য আপনি জানেন! এই ভারতে আপনিই একমাত্র তার প্রতিদ্বন্দ্বী। সেই রাজকুলের কলঙ্ক এই ভারতের ছিয়াশীজন রাজাকে কারারুদ্ধ ক'রে রেখেছে। তার উদ্দেশ্য, একশত স্বাধীন রাজাকে বন্দী ক'রে তাদেরই শোণিতে সে এক যজ্ঞ ক'রবে। ছিয়াশীটী জনপদ আজ অরাজক। নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে অরক্ষিত নর-নারী দস্যুর ক্রীড়া-পুতুল। নরহত্যা, ব্যভিচার, গৃহদাহ, লুণ্ঠন, দেশের সর্ব্বত্র আধিপত্য বিস্তার ক'রছে। এই ভীষণ অবস্থা থেকে মুক্তি পাবার উপায় কি স্থির ক'রবার জন্য, অত্যাচার পীড়িত আমরা গোপনে পরামর্শ করি। পরে এই সব অত্যাচারীদের প্রতিনিধি হ'য়ে গোপনে মগধের কারাগারে বন্দী রাজাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি! তাঁরা সকলেই একমত হ'য়ে আপনার শরণাগত হয়েছেন। আমি তাঁদের দূতস্বরূপ আপনার নিকটে এসেছি। তাঁরা আপনার উত্তর শোনবার জন্যই যেন জীবিত আছেন।

শ্রীকৃষ্ণ। ব্রাহ্মণ, আপনার আগমনের পূর্ব্বেই আমি এ সংবাদ অবগত আছি। আর এই অত্যাচার নিবারণ ক'রবার উদ্দেশ্যেই আমি রাজা যুধিষ্ঠিরকে রাজসূয় যজ্ঞে ব্রতী হ'তে আদেশ দিয়েছি। মহানুভব ব্রাহ্মণ, আপনি যে অপরের ব্যথা বহন ক'রে বহুদেশ পর্য্যটনের পর আমার কাছে এসেছেন, তজ্জন্য আপনাকে সহস্র সহস্রবার প্রণাম করি। আপনি কারারুদ্ধ রাজগণকে জানান, আমি অচিরেই মগধে গিয়ে তাঁদের সঙ্গে মিলিত হব। তাঁদের ব'লবেন, তাঁদেরই জন্য আমি বাধ্য হ'য়ে অস্ত্র ধারণ করেছি।

ব্রাহ্মণ। আপনিই যথার্থ ক্ষত্রিয়। আমি আর বিলম্ব ক'রব না, উৎকণ্ঠিত রাজাদের যত সত্বর পারি সংবাদ দিয়ে আশ্বস্ত করিগে।

[প্রস্থান।

শ্রীকৃষ্ণ। (স্বগত) কণ্টকবৃক্ষ সমস্ত দেশ ছেয়ে ফেলেছে, কতদিনে তাকে উন্মূলিত ক'রতে পারব!

ভীষ্মের পুনঃ প্রবেশ

ভীষ্ম। ব্রাহ্মণ চলে গেলেন দেখ্‌লেম।

শ্রীকৃষ্ণ। হাঁ। পিতামহ, ব্রাহ্মণ দয়া ক'রে এক গুরুভার দিয়ে গেলেন! দিগ্বিজয়ের জন্য উপস্থিত নকুল সহদেব সৈন্য-সামন্ত নিয়ে বহির্গত হ'ক, আমি ভীমার্জ্জুনকে সঙ্গে ল'য়ে একবার জরাসন্ধের সহিত সাক্ষাৎ ক'রে আসি।

ভীষ্ম। তোমার উদ্দেশ্য আমি বুঝেছি; কিন্তু শুধু ভীমার্জ্জুন কেন —সৈন্য, সেনাপতি, পাণ্ডববাহিনী—

শ্রীকৃষ্ণ। না; সৈন্য ল'য়ে প্রকাশ্য যুদ্ধে জরাসন্ধকে পরাস্ত করা সহজসাধ্য হবে না; আমি তার বল-বিক্রম জানি। সে বহু সৈন্যের অধিনায়ক। পিতামহ, নিশ্চিন্ত থাকুন; বিনা রক্তপাতে, লোকক্ষয় না ক'রে আমি জরাসন্ধকে হয় যুধিষ্ঠিরের বশ্যতা স্বীকার করাব, না হয় যুদ্ধে তাকে বধ ক'রে ধরণীর একটা কণ্টক উচ্ছেদ ক'রব। চলুন, ইন্দ্রপ্রস্থে যাই, তারপর আমরা অদ্যই মগধে যাত্রা ক'রব। [উভয়ের প্রস্থান।

মগধ—প্রাসাদ-কক্ষ

জরাসন্ধ

জরা। একশত রাজ-কারাগার নির্ম্মাণ ক'রেছিলেম, তন্মধ্যে ছিয়াশীটি কক্ষ যোগ্য অধিবাসীতে পূর্ণ হ'য়েছে, এখনও চৌদ্দজন বাকী; আর আলস্যে কালহরণ বিধেয় নয়। রাবণ বিলম্বের জন্য স্বর্গের সোপান নির্ম্মাণ ক'রতে পারেনি। আজই মন্ত্রীদের উপর রাজ্যের ভার দিয়ে পুনরায় দিগ্বিজয়ে বহির্গত হব। কে আছ?

দৌবারিকের প্রবেশ

দৌবারিক। মহারাজ!

জরা। প্রথম অমাত্যকে ডেকে দাও। [দৌবারিকের প্রস্থান। —পুত্র সহদেব বালক, এক কন্যা পতিশোক উন্মাদিনী, দ্বিতীয় কন্যা আমার কলঙ্ক! শ্রীকৃষ্ণকে এখনও বধ ক'রতে পাল্লেম না। ভীরু! ক্ষত্রিয় হ'য়ে পলায়ন ক'রলে—লোকে এমন কাপুরুষেরও গৌরব করে? দেখ্‌ছি পৃথিবী ক্রমশঃ বীরহীন হ'য়ে পড়ছে।

প্রধান অমাত্যের প্রবেশ

অমাত্য। মহারাজ আমায় স্মরণ করেছেন?

জরা। হাঁ, আসন গ্রহণ করুন। আমি অদ্যই দিগ্বিজয়ে বহির্গত হব, আপনি সত্বর আয়োজন করুন। জ্ঞানীরা বলেন, বাসনা কখনও অপূর্ণ রাখা উচিত নয়। আপনি যজ্ঞের আয়োজন ক'রে রাখবেন, আমি সত্বরই ফিরে এসে যজ্ঞ পূর্ণ ক'রব।

অমাত্য। আপনি নিশ্চিন্ত মনে যাত্রা করুন, আমি প্রাণপণে আপনার সিংহাসনের মর্য্যাদা রক্ষা ক'রব।

অস্তির প্রবেশ

অস্তি। পিতা!

জরা। এ কি! কে সম্বোধিল পিতা বলি'?

অস্তি। আমি অস্তি।

জরা। অস্তি বটে আকার সাদৃশ্যে;
ছিল কন্যা অস্তি নামে মোর,
কিন্তু মৃতা এবে!
পিতা বলি' সম্বোধন নাহি কর মোরে,
আমি নহি জনক তোমার।

অস্তি। কেন বাবা, আমি কি ক'রেছি যে তুমি আমায় তিরস্কার ক'রছ?

জরা। বুঝিতে না পারি ভাগ্যের বিধান!
আমি জরাসন্ধ—ভারতের রাজন্য প্রধান,
বীরত্ব প্রভাবে যার,
ক্ষত্রকুলে দিয়ে কালি
যদুকুল প্রাণভয়ে ত্যজি জন্মভূমি
অনার্য্য সেবিত দেশে ল'য়েছে আশ্রয়—
কন্যা তুই তার,
শুনি সেই যাদবের পরিত্যক্ত বংশের অঙ্গার,
গোপ-অন্নে বর্দ্ধিত শরীর,
দুর্নীতি আচার,
কৃষ্ণ নাম যার—
ইষ্ট সম তুই নাকি পূজিস্ তাহারে?

অস্তি। ওমা! এইজন্যে তোমার এত রাগ? কেন বাবা, কি দোষ হ'য়েছে তাতে?

জরা। কি জঞ্জাল!
হেরি' ছায়ামাত্র যার ভয়ে ভীত কাঁপে চরাচর,
সম্মুখে তাহার,
নিঃশঙ্ক হৃদয়ে বালিকা স্বচ্ছন্দে কহে
কেন, 'কিবা দোষ তায়?'
পিতৃত্বের একি অভিশাপ।
না—না—আমি কভু পিতা নহি তোর।
অতি ভীরু পুরুষ অধম
নাহি চায় নারী-বধ-কলঙ্ক বহিতে।
নহে এখনো কি রহিস্ জীবিত?
এক কন্যা উন্মাদিনী

পতিহত্যা প্রতিশোধ আশে
নভশ্চ্যুত উল্কাসম
কভু গৃহে কভু পথে ফিরে দিশেহারা—
আর তুই—
আরে আরে হীনমতি,
ভুলি' ধর্ম্ম, ভুলি' লজ্জা, ভুলি' মর্য্যাদা নারীর,
ভুলি' স্বামি-শোক
অম্লান বদনে
দাঁড়ায়ে সম্মুখে কর পিতৃসম্বোধন ?
হে শঙ্কর,
মৃত্যুর কি আর কোন না ছিল উপায় ?
শূল কিম্বা পাশুপত
সত্য কি হে হীনশক্তি কুলটা তনয়া হ'তে ?

অস্তি। ছি বাবা, রাগে জ্ঞান হারিয়ে আমাকে কি বল্‌ছ ? আমি যে তোমার মেয়ে! আমাকে কি ওসব কথা বলতে আছে ? আমি কৃষ্ণের পূজা করেছি ব'লে আমার দোষ দিচ্ছ ? আমি তাঁর ঘরে বাস ক'রেছি ব'লে আমার দোষ দিচ্ছ? তাই তুমি কৃষ্ণের নিন্দা করছ ? আমার বোন স্বামি-শোকে পাগল হ'য়েছে, আমি পাগল হইনি ব'লে তোমার এত রাগ ? স্বামি-শোকে আমিও তো খুব কাঁদছিলেম, কিন্তু তাকে দেখে সব ভুলে গেলেম, চোখের জল শুকিয়ে গেল! মনে হ'ল সে যেন আমার ইষ্ট, সে যেন আমার ছেলে, সে যেন আমার বাপ। সে ডাকলে "মা"—আমি বল্লুম—"কেন বাবা ?" তারপর আর কিছু তো আমার মনে নেই, আর তো কিছু মনে ক'রতে পারি না। তাকে বল্লুম—"বাবাকে দে'খ্‌তে যাব", কত আদর ক'রে রথে ক'রে পাঠিয়ে দিলে।

জরা। বজ্রাঘাত হ'ক্ তোর শিরে,
পাপ জিহ্বা পড়ুক খসিয়া,
দূর হ' রে সম্মুখ হইতে মোর,
এই গৃহে আর তোর নাহি স্থান !
মন্ত্রি ! কহ রক্ষিগণে,
রাজ্যের সীমান্ত পারে
দূর ক'র দিয়ে আসে
মগধের ঘৃণিতা নারীরে এই !

অমাত্য। মহারাজ, ইনি আপনার কন্যা।

জরা। না না—
শোণিত বিকার,
দুষ্ট ব্যাধি, কুগ্রহ আমার,
বিষব্রণ, লজ্জা, গ্লানি, পাপ অভিশাপ !
বুঝি উন্মাদ করিতে মোরে
ছলে পাঠায়েছে হীন বসুদেব-সুত !
মন্ত্রি—যাও, কহ রক্ষিগণে আদেশ আমার।

অস্তি। বাবা, তোমাদের জন্যে—মন-কেমন করছিল, তাই এসেছিলুম ; তোমার জন্যে, দিদির জন্যে—মা তো নেই ? তা তুমি তাড়িয়ে দিচ্ছ? সত্যি তাড়িয়ে দিচ্ছ ? তা রক্ষী কেন বাবা ? রক্ষী আমার হাত ধ'রবে—এই বাড়ীতে—আমি তোমার মেয়ে ? আমি আপনিই যাচ্ছি। আমার কান্না পাচ্ছে, আমি কিন্তু কাঁদব না। তাকে ডাকলে চোখের জল শুকিয়ে যায়, আমি তাকে ডাকি। এতদিন আমার মনে মনে বিশ্বাস ছিল তোমার এখানে একটু আশ্রয় আছে, আজ সে ভুল ভাঙ্গ্‌ল ! আমার কোন আশ্রয় নেই, কেউ নেই, শুধু সে আছে। এখানে পাঠিয়ে বুঝি এই শিক্ষা দিলে ? ছি—তুমি ভারি দুষ্টু। সেখানে

ব'ল্লেই হ'ত, এখানে কষ্ট ক'রে আসতুম না। তা হ'লে বাবা, যাই? যাই? তুমি তাড়িয়ে দিলেও তুমি তো বাপ, একটা গড় ক'রে যাই।

জনা। আমি অকৃতজ্ঞ কন্যার প্রণাম গ্রহণ করি না, তুই আমার সম্মুখ হতে দূর হ'!

অম্বি। যাচ্ছি বাবা, কিন্তু তোমার জন্যে আমার বড় দুঃখ হ'চ্ছে। তুমি তার নিন্দা কর, তাকে গাল দাও, তার সঙ্গে লড়াই কর। মানুষ মেরে মেরে তোমার প্রাণ পাষাণ হ'য়ে গেছে, তাই তোমার জন্যে আমার মন-কেমন করে; সেই জন্যে তার আদর ভুলে তোমার এখানে এসেছিলুম। আমি জানি সে আমার স্বামীকে মেরেছে; কিন্তু তার জন্যে দায়ী আমার স্বামী, দায়ী তুমি। তোমরা কত মেয়েকে পতিহীনা করেছ বল দেখি—পতিহীনা, পিতৃহীনা, পুত্রহীনা? তখন তো নিজের মেয়ের মুখ চাওনি, স্ত্রীর মুখ চাওনি, ছেলের মুখ চাওনি; এখন রাগলে কি হবে? আমি যাচ্ছি; আজ সকল আশ্রয় হারিয়ে, তারি আশ্রয়ে যাচ্ছি,—সে নিরাশ্রয়ের আশ্রয়!

জনা। দূর হ'ক্! অসহ্য! আমিই যাচ্ছি। [প্রস্থান

(গীত)

অম্বি। আমার সকল বাঁধন ঘুচিয়ে দিয়ে
তোমার পায়ে নাওগো টেনে।
ঘুমিয়ো না আর মায়ার ঘোরে,
ঘুম ভেঙ্গেছে কোন্ সে ভোরে,
রাতের অাঁধার চোখের পাতায়,
চ'লতে বাধে পথ যে চিনে॥
পুড়িয়ে দাও সব আশার বাসা,
(আমি) চাইনে কারো ভালোবাসা,
সকল জ্বালায় জ্বালিয়ে নিয়ে
ঠাঁই দিও হরি অনাথ জেনে।

[প্রস্থান

জরাসন্ধ ও অমাত্যের পুনঃ প্রবেশ

জরা। চ'লে গেল? সত্য কি অস্তি? আমার কন্যা—আমার কন্যা! কখনও না—কখনও না; সকলে ব'লতো আমারই মুখের মত মুখ। পাপিষ্ঠা!

অমাত্য। মহারাজ, ক্রোধের বশবর্ত্তী হ'য়ে কাজটা ভাল ক'ল্লেন না। কন্যা লক্ষ্মী, আজ প্রত্যুষে লক্ষ্মীর অপমান ক'ল্লেন? মা স্বেচ্ছায় আশ্রয় নিতে এসেছিলেন, আপনি তাঁকে তাড়িয়ে দিলেন? এখনও ফিরিয়ে আনুন, আমার কথা রাখুন, যান্ মহারাজ—আমি ব্রাহ্মণ, ভিক্ষা চাচ্ছি, এখনও যান্, মাকে ফিরিয়ে আনুন; না হয় আমায় অনুমতি করুন, আমি মহামায়াকে শান্ত ক'রে ঘরে ফিরিয়ে আনি।

জরা। আমা হ'তে দেখ্‌ছি আপনার স্নেহ কিছু অধিক! কন্যা! কন্যা! আমার কন্যা প্রাপ্তি, অস্তি নয়! লক্ষ্মী! দেখ্‌ছি অলক্ষ্মী আমার কন্যার মূর্ত্তি ধ'রে আমাকে প্রতারিত ক'রতে এসেছিল; তাড়িয়ে দিয়েছি ভালই হয়েছে।

প্রতিহারীর প্রবেশ

প্রতি। মহারাজ! তিন জন স্নাতক ব্রাহ্মণ আপনার দর্শন-প্রার্থী।

জরা। ব্রাহ্মণ? প্রার্থী? নিয়ে এস।

[প্রতিহারীর প্রস্থান।

ব্রাহ্মণবেশে শ্রীকৃষ্ণ, ভীম ও অর্জ্জুনের প্রবেশ

সকলে। জয়োঽস্তু।

জরা। প্রণাম গ্রহণ করুন।
(স্বগত) বিপ্রসম বেশ,
কিন্তু আকৃতি ক্ষত্রিয়োচিত।
ধনুছিলা-পীড়িত প্রকোষ্ঠ—

হয় হৃদে সন্দেহ উদয়। সত্য দ্বিজ?
কিম্বা শত্রুচর এসেছে ছলিতে?

(প্রকাশ্যে) আপনাদের অভিপ্রায় কি, অনুমতি করুন।

শ্রীকৃষ্ণ। শুনলেম আপনি প্রত্যূষে স্নাতক ব্রাহ্মণদের দানে বিমুখ করেন না, তাই আপনার নিকট এসেছি।

জরা। বেশ বলুন, আপনারা কি চান, আমি আপনাদের অভিলাষ পূর্ণ ক'রব।

শ্রীকৃষ্ণ। আমরা যুদ্ধার্থী হ'য়ে আপনার নিকট এসেছি। আপনার সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধ প্রার্থনা করি। এই তিন জনের মধ্যে যাকে হয় আপনার প্রতিপক্ষ নির্ব্বাচন ক'রে নিতে পারেন।

জরা। অদ্ভুত প্রার্থনা তব! যুদ্ধার্থী ব্রাহ্মণ?
কিম্বা সুনিশ্চিত সন্দেহ আমার;
শত্রু মোর এসেছে ব্রাহ্মণ বেশে
গূঢ় অভিসন্ধি ল'য়ে
প্রতারিত করিতে আমারে?

শ্রীকৃষ্ণ। মহারাজ! আর সন্দেহের প্রয়োজন নাই। আপনি যথার্থ-ই অনুমান করেছেন; আমরা ব্রাহ্মণ নই, ক্ষত্রিয়। তবে আমরা আপনার শত্রু নই, আপনিই আমাদের শত্রু। আপনি মথুরা আক্রমণ করেছিলেন, আমরা প্রতিরোধ করেছিলেম মাত্র। আজও শত্রুরূপে আমরা আপনার কাছে আসিনি, মিত্রভাবেই এসেছি; যদি মিত্রতা রক্ষা না করেন, আমাদের মধ্যে যার সঙ্গে হয়, যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হ'ন্।

জরা। এতক্ষণে বুঝিনু পামর, কেবা তুই,
কি উদ্দেশ্যে আগমন হেথা তোর।
জানিতাম ভীরু তুই, পটু পলায়নে—
আজি দেখি—ছল—প্রতারক!

ছদ্মবেশে আপন লুকায়ে
তস্করের প্রায় এসেছিস সম্মুখে মৃত্যুর;
আজি দেখি দেবতা সহায় মোর,
তুষ্ট মহাদেব—
তাই যুদ্ধার্থী ব্রাহ্মণরূপে
চির শত্রু আপনি আসিল পুরে?
কহ কৃষ্ণ সঙ্গী দু'টী কেবা?
কোন্ কুল করিয়া উজ্জ্বল
চৌরবেশে প্রবেশ করিল হেথা
তস্করের শিরোমণি সনে?

[অর্জু]নে। ভারত বিখ্যাত কীর্ত্তি—
চন্দ্রবংশে জন্ম দোঁহাকার;
মহামতি পাণ্ডুর তনয়,
ইনি ভীম—মধ্যম পাণ্ডব,
আমি অনুজ অর্জ্জুন।

জরা। বটে?
আসিয়াছ দুই ভাই?
বুঝি শুন নাই জরাসন্ধ নাম?
কেন আনিলে না ক্লীব ভীষ্মে কিম্বা বৃদ্ধ দ্রোণে?
নিতান্ত বালক দেখি,
যুদ্ধ সাধ কি মিটিবে তোমাদের সনে?
(শ্রীকৃষ্ণের প্রতি) আর তুমি—
(স্বগত) উন্মাদ করেছে এই ভণ্ড
নন্দিনীরে মোর;
ইচ্ছা হয় বধি প্রাণ পাষাণে আছাড়ি'!

(প্রকাশ্যে) আর তুমি—
রে বর্ব্বর !
রহ স্থির—
তিনজনে একে একে বধিব সমরে।
ছলে কহ আসিয়াছ মিত্ররূপে,
মিথ্যাবাদী, অসত্যভাষিন্ !
কৈতবের নাহি স্থান আর ?

শ্রীকৃষ্ণ। নহে মিথ্যা,
সত্য কহি শুন শুন মগধ-ঈশ্বর,
সাক্ষী রাখি দেবতা মানব কহি সত্যবাণী ;
সত্য আসিয়াছি মিত্রভাবে আমি,
যুদ্ধ সাধ তিলমাত্র নাহি মোর মনে।
তুমি ভাগ্যবশে জন্মি' নৃপকুলে
জন্মাবধি করিয়াছ দুর্ব্বল পীড়ন,
অগণন নর-নারী ক'রেছ নিধন,
শান্ত ধরণীর স্নেহার্দ্র হৃদয়ে
বহায়েছ রুধির প্লাবন !
শুনিলে তোমার নাম
আতঙ্কে শিহরে নারী,
ব্যাঘ্রভয়ে ভীত পথিকের প্রায়
ঊর্দ্ধশ্বাসে ছোটে নর সভয় অন্তর !
তুমি করিয়াছ যজ্ঞ আয়োজন,
সেই হেতু নির্ম্মম হৃদয়ে
কারারুদ্ধ করিয়াছ বহু নরপতি ;
আমি আসিয়াছি আহ্বানে তাদের।

যদি মিত্রভাবে বশ্যতা স্বীকার করি,
মুক্তি দাও সবে,
আমি চ'লে যাই
আনন্দে উচ্চারি জয় উদ্দেশে তোমার।
আর যদি ভিন্নরূপ থাকে হে বাসনা—
এস রণাঙ্গনে, তোমারি রুধিরে,
যজ্ঞ পূর্ণ করি হে তোমার।

জরা। মুক্তি দিব সবে,
মুক্তি দিব যূপকাষ্ঠে খড়্গের আঘাতে!
অতি ক্ষুদ্র তুই,
ক্ষুদ্র দেহ তোর কতটুকু শক্তি ধরে?
কি কহিলে? অর্জ্জুন তোমার নাম?
সমান আকার দোঁহে।
তুমি মধ্যম পাণ্ডব ভীমসেন?
দেখে মনে হয়—
কথঞ্চিৎ পারিবে সহিতে শক্তি মোর।
ভাল, শুন ওহে যাদব-নন্দন,
রণক্ষেত্রে যেই ক্ষত্র করে পলায়ন
তার সনে
জরাসন্ধ কভু অস্ত্র নাহি ধরে।
তোমা সনে যুদ্ধ না করিব।
আমি দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বানি ভীমেরে—
চল রণক্ষেত্রে।
মন্ত্রি!
অস্ত্রাধ্যক্ষে কহ রঙ্গস্থলে লয়ে যেতে

মুষল মুদ্গর গদা।
যাহা সাধ লহ হে বালক;
সুপ্রসন্ন ভাগ্য মোর,
যজ্ঞপশু গৃহে সমাগত।
এস সাথে—লহ ভিক্ষা স্নাতক ভিক্ষুক।

ভীম। চল,
আমি গদামুখে চাহি প্রাণ ভিক্ষা তব।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

ইন্দ্রপ্রস্থ—রাজ-অন্তঃপুর—উদ্যান

সত্যভামা, রুক্মিণী, দ্রৌপদী, সুভদ্রা প্রভৃতি

রুক্মিণী। (দ্রৌপদীর প্রতি) আজ তোমার কথা আমরা কেউ শুনবো না, আমাদের কথাই তোমাকে শুনতে হবে।

দ্রৌপদী। তোমাদের সকলের কথা, আর আমি একা, পেরে উঠবো কেন ভাই?

সত্যভামা। না পারলে চ'লবে কেন? শুধু শোনা নয়, আমাদের সকলেরই কথা তোমায় রাখ্‌তে. হবে; আমরা যে যেমন ব'লবো তোমায় সাজতে হবে; রাজসূয় যজ্ঞের অধীশ্বর মহারাজ যুধিষ্ঠির, আর তুমি তাঁর মহিষী, যজ্ঞের অধীশ্বরী; মানবী কি ছার, আজ দেব-কন্যারাও তোমার গৌরবের ঈর্ষা করেন। আজ আমাদের কথা না রাখ্‌লে চলে!

দ্রৌপদী। এই তো সাজিয়েছে; এর পরও যদি সাজাবার বাকী থাকে, আমি নাচার। একা সকলের মন জুগিয়ে সাজি কি ক'রে বল?

সত্য। তা ভাই তোমার কাছে এটা তো নূতন নয়। পাঁচ জনের মন জুগিয়ে চলেই তো আজ তুমি ভারতের অধীশ্বরী।

রুক্মিণী। যা বলেচো ভাই; বৃন্দাবনের কথা ছেড়ে দাও, দ্বারকায় আট জন মহিষী আমরা, ঠাকুরটী একা; আট জন মিলেও তাঁর মন জোগাতে পারিনে, আর তুমি ভাই একা কি ক'রে যে কি কর আমরা তো বুঝতেই পারিনে।

সত্য। ওলো, পাঞ্চালের মেয়েরা ওষুধ করতে জানে। তুই তো আট্‌কে রাখ্‌তে পারিস্ না। এবার রাজসূয় যজ্ঞে এসে পাঞ্চালীর কাছে স্বামী বশ করা ওষুধ একটু শিখে যাস্, দ্বারকায় গিয়ে কাজে লাগাতে পারবি।

রুক্মিণী। সে দরকারটা আমার চেয়ে তোমারই বেশী। স্বামীর মন রাখ্‌তে তার বোনটীকে অর্জ্জুনের হাতে তুলে দিয়েছিলে তুমি। তুমি কি কম?

সত্য। তাতে তোর এত গায়ের জ্বালা কেন?

সুভদ্রা। ওঁর বোনকে দাওনি ব'লে।

সত্য। ঠিক্ বলেছিস্।

দ্রৌপদী। ছি ভাই, স্বামীকে নিয়ে এমন পরিহাস কি ক'রতে আছে?

সত্য। না, তোমার মত ওষুধ করতে আছে।

দ্রৌপদী। ছি, ছি, আমি কখনো এমন হীন কার্য্যের কল্পনাও করিনি।

সত্য। তবে ঠাকরুণ, কি ক'রে তোমার স্বামীরা তোমার এমন বশীভূত বল তো?

দ্রৌপদী। সে কথা শুনলে খুসী হবে?

রুক্মিণী। খুব খুসী হব; পারি তো শিখে যাব।

দ্রৌপদী। অধম স্ত্রী যারা তারাই স্বামীকে মন্ত্রৌষধি দ্বারা বশীভূত কর্‌বার চেষ্টা করে। যে উত্তম সে স্বামীকে বশীভূত করে প্রেমে, সেবায়, সহিষ্ণুতায়, আত্মত্যাগে, নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে, নিজের কিছুমাত্র স্বাতন্ত্র্য না রেখে। আমি আমার স্বামীদের ভক্তি করি, কায়মনোবাক্যে ভক্তি করি; সেই ভক্তির মূলে তাঁরা আমার বশীভূত হ'য়ে আছেন। আমি স্বামীর শয্যাত্যাগের পূর্ব্বে শয্যাত্যাগ করি, তাঁরা নিদ্রাভঙ্গে উঠে দেখেন গৃহের সকল কাজই শেষ হয়েছে। তাঁদের আহারান্তে পৌরজন এবং অতিথি সকলের আহার শেষ হ'লে আমি আহার গ্রহণ করি; তাঁরা যখনই কার্য্যান্তর হ'তে গৃহে আসেন আমি পাদ্য-অর্ঘ্য দিয়ে তাঁদের সম্বর্দ্ধনা করি। আমি স্বহস্তে তাঁহাদের জন্য রন্ধন করি, পরিবেশন করি আমি, আচমনের জল দিই আমি, ভোজনান্তে তাঁদের উত্তম শয্যারচনা ক'রে দিই আমি নিজে, যতক্ষণ তাঁরা নিদ্রিত না হন আমি পদসেবা করি, তাঁরা নিদ্রিত হ'লে তাঁদের পদপ্রান্তে আমি শয্যা গ্রহণ করি। তাঁদের প্রয়োজন না হ'লে আমি কখনো বিলাস দ্রব্য ভোগ করি না। এই জন্যই আমার স্বামীরা আমার অনুরক্ত, হীন ঔষধের গুণে নয়।

রুক্মিণী। এ যে সাংঘাতিক ঔষধ ভাই! দাম্পত্য-নিদানে পাণ্ডব-গৃহিণী শ্রীমতী দ্রৌপদী স্বয়ং এর ব্যবস্থা ক'রেচেন; এর চেয়ে ঔষধ আর কি আছে তাতো জানি না।

পরিচারিকার প্রবেশ

পরি। রাজসভায় প্রবেশের সময় হয়েচে

সত্য। চল আমরাও প্রস্তুত।

[সকলের প্রস্থান।

সখীগণের মাঙ্গলিক-দ্রব্য লইয়া প্রবেশ

(গীত)

মঙ্গল কুম্ভ শিরে—অভিষেক বারি,
তীরথ-তীরথ ফিরি একেলি নারী।
হৃদয়কুম্ভে জাহ্নবী যমুনা,
সিন্ধু কাবেরী—প্রেম করুণা,
চঞ্চলা নর্ম্মদা উছলিত সদা,
গোদাবরী সরস্বতী কলুষহারী।
কুঙ্কুমরাগ-রঞ্জিত বদনে—
উজ্জ্বল কজ্জল পঙ্কজ-নয়নে,
কুসুম মালা দোলে গলে—
অলক্তক-রেখা চরণ তলে—
লেখা চন্দন ভালে, পাণ্ডুর চন্দ্রমা লাজে।
চলে রাজরাজেশ্বরী বিমোহিনী সাজে
মঙ্গল শঙ্খ ঘন ঘন বাজে।
বাজে বাজে বীণা মনোমাঝে।

ষষ্ঠ দৃশ্য

ইন্দ্রপ্রস্থ—রাজসূয় যজ্ঞের একাংশ

শ্রীকৃষ্ণ, ভীষ্ম, যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব, ধৃতরাষ্ট্র, দুর্য্যোধন, দুঃশাসন প্রভৃতি কুরুগণ, শকুনি, দ্রোণাচার্য্য, কৃপাচার্য্য, অশ্বত্থামা এবং ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের রাজগণ, ঋষি, যতি, ব্রাহ্মণগণ ইত্যাদি

ভীষ্ম। ভারতের সকল প্রদেশের রাজন্যবৃন্দ সমাগত হ'য়েছেন, কিন্তু একখানি সিংহাসন শূন্য দেখ্‌ছি; আমরা কোন্ নরপতির অভাব অনুভব করছি?

সহদেব। চেদীরাজ শিশুপাল এখনও সভাস্থ হননি।

ভীষ্ম। তাহ'লে তাঁর জন্য আমরা আর কিছুক্ষণ অপেক্ষা ক'রবো,

যদি নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তিনি না আসেন, তা হ'লে তাঁর কুশমূর্ত্তি স্থাপন ক'রে যজ্ঞ আরম্ভ ক'রতে হবে।

[একজন ব্রাহ্মণ যজ্ঞস্থলে প্রবেশ করিলেন, সহদেব তাঁহাকে প্রত্যুদ্গমন করিয়া আনিলেন]

শ্রীকৃষ্ণ। আসুন, আসুন ব্রাহ্মণ, আপনার পদপ্রক্ষালন ক'রে আমি কৃতার্থ হই।

ব্রাহ্মণ। না, না, আপনি ক্ষত্রিয়, আপনি রাজা!

শ্রীকৃষ্ণ। ক্ষত্রিয় রাজা যে চিরদিনই ব্রাহ্মণের সেবক, ইতস্ততঃ ক'রছেন কেন ব্রাহ্মণ।

শকুনি। আপনাদেরই পূর্ব্বপুরুষ তো নারায়ণের বক্ষে পদস্থাপন করতেও ইতস্ততঃ করেন নি, এ যে আপনাদের জাতীয় অধিকার, পা ধুইয়ে দিবেন এ আর বড় কথা কি?

প্রতিহারীর প্রবেশ

প্রতিহারী। চেদীরাজ মহামতি শিশুপাল রথ হ'তে অবতরণ ক'রলেন। [প্রতিহারীর প্রস্থান।

ভীষ্ম। যাও সহদেব, রাজাকে সসম্মানে এখানে নিয়ে এস।

সহদেব। যথা আজ্ঞা। [প্রস্থান।

শকুনি। ভীষ্মদেব, আপনি যাঁর জন্য ব্যাকুল হয়েছিলেন—তিনি সশরীরে এসেছেন। কুশপুত্তলিকার আর প্রয়োজন হোল না। (জনান্তিকে শল্যের প্রতি) কি দম্ভ দেখেছ?

শিশুপালকে লইয়া সহদেবের পুনঃ প্রবেশ

ভীষ্ম। এস রাজা, আমরা উদ্‌গ্রীব হ'য়ে তোমারই অপেক্ষা ক'রছিলাম, এস, আসন পরিগ্রহ কর।

শিশু। এই যে সকলকেই সমাগত দেখ্‌ছি; আমার বিলম্বের জন্য বড়ই লজ্জিত হ'লেম।

শকুনি। তাহ'লে দেখ্‌ছি, লজ্জা এখনও চেদীরাজের ভূষণ হ'য়ে আছেন।

যুধি। পিতামহ, অনুমতি করুন এইবার যজ্ঞ আরম্ভ হোক্।

ভীষ্ম। হাঁ, আর বিলম্বের প্রয়োজন নাই; হে সমবেত নৃপতি-মণ্ডল, হে ব্রাহ্মণ, যতি ও ঋষিগণ, আপনারা সকলে শুনুন; মহারাজ যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞে ব্রতী হ'য়েছেন; কিন্তু শাস্ত্রের বিধান, এই মহাযজ্ঞ আরম্ভের পূর্ব্বে, ভারতবর্ষের মধ্যে সর্ব্ব বিষয়ে কোন শ্রেষ্ঠ পুরুষকে এই সভার নেতা নির্ব্বাচন ক'রে, পাদ্য-অর্ঘ্য দিয়ে, তাঁকে যজ্ঞের ভার অর্পণ করা; তিনি হবেন যজ্ঞেশ্বর, এই মহাযজ্ঞের ভার তাঁর। আপনাদের অনুমতি পেলে আমরা নেতৃ-নির্ব্বাচনে প্রবৃত্ত হই।

সকলে। উত্তম! উত্তম!

শিশু। একি? ভৃঙ্গার হস্তে তোরণ দ্বারে কে ও? বাসুদেব? না—আমার দৃষ্টিভ্রম।

শকুনি। ভ্রম কেন? উনি যদুকুলতিলক শ্রীকৃষ্ণ—আপনার মাতুল-পুত্র। সম্প্রতি এই যজ্ঞে, ব্রাহ্মণ-কুলের পদপ্রক্ষালনের ভার নিয়েছেন। রাজসূয় যজ্ঞ! সকলের কিছু কিছু ভার নেওয়া চাইতো। আপনার জন্য ভীষ্মদেব বড়ই উদ্বিগ্ন হ'য়ে উঠেছিলেন। এইবার আপনিও একটা কাজ বেছে নিন্; উনি বড় ভাই, পা ধোয়াচ্ছেন, আপনি বাঁকে ক'রে জল ব'য়ে আনুন। মণিকাঞ্চনযোগ হোক।

[রাজগণ উচ্চহাস্য করিলেন; ভীষ্ম ও যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডবগণ কিছু চঞ্চল হইলেন, কৌরব পক্ষীয়েরা স্মিতমুখ]

শিশুপাল। কি পাপ! যদুকুলে বৃষ্ণিবংশের কি এতদূর অধঃপতন হ'য়েছে? এই কি ক্ষত্রিয়ের আচার! কৃষ্ণ, তোমার কি বুদ্ধিভ্রংশ হ'য়েছে? তুমি এই হীন-কার্য্যে ব্রতী জান্‌লে আমি কখনই এই সভায় আস্‌তেম না। তোমাকে আত্মীয় ব'লে পরিচয় দিতে আমাদের লজ্জা হয়।

শ্রীকৃষ্ণ। শিশুপাল, সেবার কার্য্য কখনও হীন হয় না; পাপ বা অন্যায় কার্য্যকেই সাধুরা হীন ব'লে থাকেন; আমি গৌরব মনে ক'রেই স্বেচ্ছায় এই কার্য্যে ব্রতী হ'য়েছি।

শিশুপাল। দেখ্‌ছি, বাল্যের সংস্কার কখনও যায় না! তুমি বসুদেবের পুত্র হ'য়েও আশৈশব গোপ-গৃহে পালিত হ'য়েছ। গোপ-অন্নে তোমার শরীর। তাই অন্ন-পাপে তোমার এই হীন বৃত্তি।

শকুনি। শাস্ত্রেই ব'লেছে—অন্ন-পাপ মহাপাপ।

শিশু। আর মহারাজ যুধিষ্ঠির, কুরুবৃদ্ধ ভীষ্ম, আমি বুঝ্‌তে পারছি না, তোমরাই বা এই বুদ্ধিহীন কৃষ্ণকে এই ঘৃণিত দাসকার্য্যে নিয়োগ ক'র্‌লে কি অভিপ্রায়ে? কিম্বা তোমরা ইচ্ছা ক'রেই, আমার মাতৃ-কুলকে পৃথিবীর রাজাদের সম্মুখে অপমানিত করবার জন্যই এই ব্যবস্থা ক'রেছ।

যুধি। না না, তা কেন? যদুপতি স্বেচ্ছায় এই ভার গ্রহণ ক'রেছেন।

ভীষ্ম। মহারাজ শিশুপাল, তুমি যা অভিযোগ ক'রলে তা সম্পূর্ণ মিথ্যা। তুমি এবং মহারাজ যুধিষ্ঠির ও ভীমার্জ্জুন একই মাতৃকুল হ'তে উৎপন্ন; সুতরাং বৃষ্ণিবংশের অপমানের কল্পনাও আমরা ক'রতে পারি না। আমার ইচ্ছা, তুমি সংযত হ'য়ে এই মহাসভার গৌরব অক্ষুন্ন রাখ।

শকুনি। (জনান্তিকে) বসুন রাজা, বসুন। যে যা ভাল বোঝে করুক না, আমাদের কি? আমরা মাত্র দর্শক। একটু পূর্ব্বে আপনার কুশপুত্তলিকার ব্যবস্থা হ'চ্ছিল। ওঁরা কি কাউকে ভয় করেন; বসুন।

[শিশুপাল বিরক্তি সহকারে বসিলেন]

ভীষ্ম। এইবার অর্ঘ্য-দানের ব্যবস্থা। সহদেব, অর্ঘ্য আনয়ন কর—এবং তুমিই প্রস্তাব কর—এই মহা-সভায় কোন্ পুরুষশ্রেষ্ঠকে অর্ঘ্য-দান করা বিধেয়।

শকুনি। হাঁ, এ কার্য্যটা পাণ্ডবদেরই কর্ত্তব্য; তাঁরাই যজ্ঞের অনুষ্ঠাতা।

[সহদেব স্বর্ণথালীতে অর্ঘ্য আনিলেন]

সহদেব। বীর্য্যবত্তায়, বংশগৌরবে, জ্ঞানে, ধর্ম্মাচরণে, মহাপ্রাণতায় যিনি জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, সেই আদর্শ পুরুষ শ্রীকৃষ্ণকেই আমি এই মহাসভার নেতা নির্ব্বাচনের প্রস্তাব করি।

ব্রাহ্মণ ও ঋষিগণ। সাধু—সাধু—সহদেব!

কয়েকজন রাজা। কি ব'ল্লে, সহদেব কার নাম ক'ল্লে?

শকুনি। কেন, সহদেব তো বেশ উচ্চকণ্ঠেই ব'লেছেন।

শিশু। (উঠিয়া) সহদেব, তুমি যা ব'ল্লে তার পুনরাবৃত্তি কর। নিশ্চয় তোমার ভ্রম হ'য়ে থাকবে।

শকুনি। মহারাজ শিশুপাল দেখ্‌ছি আজ ভ্রম সংশোধন কর্‌তেই এসেছেন!

সহদেব। ভ্রম কেন হবে রাজা? আমি আপনাদেরই মাতৃকুলের শ্রেষ্ঠপুরুষ যাদবপ্রধান শ্রীকৃষ্ণকে যজ্ঞেশ্বর রূপে বরণ করবার জন্য প্রস্তাব কর্চ্ছি।

শিশু। ক্ষত্রিয় সমাজের কি এতদূর অধঃপতন হয়েছে যে, বালক সহদেবের এই হীন প্রস্তাব সকলে নির্ব্বিবাদে অনুমোদন কর্‌বেন? এই মহাসভার নেতা হবে ঐ ঘৃণিত দাসবৃত্ত কৃষ্ণ—যে ভিক্ষুকের পদ-প্রক্ষালনের জন্য ভৃঙ্গারহস্তে দ্বারে দাঁড়িয়ে আছে? সহদেব! এখনো তোমার ভ্রম সংশোধন কর; তোমায় সাবধান কর্চ্ছি, এ অপমান আমরা কেউ নীরবে সহ্য ক'রব না।

ভীষ্ম। মহারাজ শিশুপাল, বালক সহদেবের ভ্রম—বৃদ্ধ আমি—আমি সংশোধন কর্চ্ছি। রাজসূয় যজ্ঞের মহা আয়োজনে এ পর্য্যন্ত ভারতের কোন নরপতি সাহস করেন নি। ভাগ্যবান্ যুধিষ্ঠির এবং

তাঁর চারি ভ্রাতা, যাঁরা এই মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠানে ব্রতী হয়েছেন—আর মহাভাগ্যবান্ আমরা সকলে, এখানে যারা উপস্থিত আছি, যে, এই সভার নেতৃত্ব গ্রহণের জন্য আমরা এমন একজন মহাপুরুষকে পেয়েছি—যাঁর সমকক্ষ কেউ নেই, কেউ ছিল না, কেউ কখনো হবে না। যিনি বাক্য ও মনের অগোচর হ'য়েও, আমাদের সম্মুখে, আমাদেরই মত মানবের আকারে, আমাদিগকে ধন্য ক'রবার জন্য ওই ভৃঙ্গার-হস্তে দাঁড়িয়ে আছেন। মানব ভ্রমে ওঁর প্রতি কটূক্তি কোর না, ওঁকে পাদ্য অর্ঘ্য দিয়ে জন্ম সার্থক কর।

শিশু। দেখ্‌তে পাচ্ছি কৌরব পাণ্ডবেরা ষড়যন্ত্র ক'রে আমাদিগকে লাঞ্ছিত করবার জন্যই এই যজ্ঞের আয়োজন ক'রেছে। ভীষ্ম! অতি বার্দ্ধক্যে তোমার বুদ্ধিভ্রংশ হয়েছে। রাজকুলে জন্মগ্রহণ ক'রেও তুমি কাপুরুষের ন্যায় অন্তঃপুরে বাস কর। পুরুষের ন্যায় আকৃতি হ'লেও তুমি ক্লীব; নিজের বংশরক্ষার ভার অপরকে দিয়ে নিশ্চিন্ত মনে রাজ-উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ কর। এ নৃপতি-সমাজে তোমার কথার কোন মূল্যই নেই। তুমি এখনি এস্থান পরিত্যাগ কর।

ভীম। শিশুপাল! তুমি নিমন্ত্রিত; এই নিমিত্ত তোমার কথার উত্তর দিতে পার্চ্ছি না—তুমি এখনি সর্ব্বপূজ্য শ্রীকৃষ্ণ এবং পিতামহ ভীষ্মের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর।

শিশু। ভীমসেন! ঐ কপট, ভণ্ড, মিথ্যাচারী, যুদ্ধ হ'তে পলায়ন-পটু নরাধম কৃষ্ণের কৌশলে চোরের ন্যায় গিরিব্রজে প্রবেশ ক'রে জরাসন্ধকে বধ ক'রেছে ব'লে মনে কোর না যে, তোমার আস্ফালনে আমরা ভয়ে এ স্থান ত্যাগ ক'রব। কোথায় ভগদত্ত, কোথায় দন্তবক্র, প্রস্তুত হ'ন—এ অপমানের সমুচিত উত্তর দিন।

ভগদত্ত ও দন্তবক্র। এই যে চেদীরাজ, আমরা আপনার পার্শ্বে।

ভীষ্ম। আরে আরে চেদীকুলাঙ্গার,
দেখি মৃত্যুকাল নিকট তোমার!
কটুভাষ কহ জনার্দ্দনে—
ত্রিভুবন করে যাঁর পূজা!
সৃষ্টির আধার যিনি, বেদ যাঁর বাণী,
মায়াধীশ মায়াতীত পুরুষ বিরাট,
মহামায়া করিয়া আশ্রয়
সৃষ্টি স্থিতি লয় করেন বিধান,
গুরু হতে গুরু, অণোরণীয়ান্,
গুণহীন—সর্ব্বগুণবান্
নিরাকার—নির্ব্বিকার
স্বেচ্ছায় সাকার কভু,—
অহঙ্কারে উন্মত্ত পামর,
নরজ্ঞান করিস্ তাঁহারে?
কোথা সহদেব, লয়ে এস অস্ত্র মোর—
রামদত্ত মহাধনু, বজ্রভেদী শর,
কৃষ্ণনিন্দা শুনেছি শ্রবণে,
আজি রসাতলে পাঠাব মেদিনী!

ভীম। পিতামহ, আপনি কেন শ্রম ক'রবেন অনুমতি করুন; আমি এই ক্ষুদ্র শিশুপালকে এখান হ'তেই মহা-সমুদ্রে নিক্ষেপ করি।

শ্রীকৃষ্ণ। পিতামহ, ক্রোধ সম্বরণ করুন; ভীমসেন, নিজ কার্য্যে যাও। ভারতের সমস্ত রাজাই আজ নিমন্ত্রিত হ'য়ে এখানে এসেছেন; এঁদের মধ্যে যদি কেউ অপরাধ করেন, সে অপরাধ সাধ্যানুসারে আমরা মার্জ্জনা ক'রব। বিশেষতঃ, এই শিশুপালের জন্মবৃত্তান্ত আপনি তো জানেন। আমি আমার পিতৃষ্বসার নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ যে, শিশুপালের

মৃত্যুযোগ্য শত অপরাধ আমি ক্ষমা ক'রব। আমার অনুরোধ, আপনি রাজাকে ক্ষমা করুন।

শিশু। আমি এই নর-পাংশুল ভীষ্মকেই গ্রাহ্য করি না, তার আবার ক্ষমা !

শ্রীকৃষ্ণ। শিশুপাল ! আমি তোমার জ্যেষ্ঠ ; আমি তোমায় অনুরোধ ক'রছি, পরমাত্মীয় জ্ঞানে তোমায় ব'লছি—তুমি বংশোচিত ব্যবহার ক'রে এই মহাযজ্ঞের সহায় হও। দেখ, মানবের কল্যাণের জন্য আমিই এই যজ্ঞের অনুষ্ঠানে পরামর্শ দিইছি। ভারতবর্ষ খণ্ড খণ্ড রাজ্যে বিভক্ত ; প্রত্যেক জনপদের রাজা শার্দ্দূলের ন্যায় পরস্পরের শোণিত পানে উদ্যত। এই হিংসাবৃত্তিকে উচ্ছেদ ক'রে সকলকে একতা সূত্রে বাঁধবার জন্য আমি এক অখণ্ড ধর্ম্মরাজ্যের স্থাপনা ক'রতে চাই। সেই ধর্ম্মরাজ্যের রাজা হবেন ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির, তোমরা হবে তাঁর সহায়, আর আমি হব সেই একীভূত রাজ্যের, জাতি-নির্ব্বিচারে সকল প্রজার সেবক ! সেই জন্যই ভৃঙ্গার হস্তে এই সভার দ্বারদেশে সেবাব্রত নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি। এ মহা অনুষ্ঠানের তুমি বিঘ্ন হ'য়ো না।

শিশু। যারা নির্ব্বীর্য্য তারা এইরূপ বাকৃপটু হ'য়ে থাকে। কৃষ্ণ ! লোকে বলে তুমি ক্ষত্রিয় ; কিন্তু আমরা জানি তোমার বংশ পরিচয় সন্দেহজনক ! তুমি আমাদের আত্মীয় বল কোন্ সাহসে ? সূতিকাগার হ'তে লোকে তোমায় গোপগৃহে দেখেছে। কে ব'লতে পারে তুমি হীন গোপ নও ? বাল্যে তুমি গোপাঙ্গনাদের নিয়ে লাম্পট্যের পরিচয় দিয়েছ, যৌবনে জরাসন্ধের ভয়ে সমুদ্রগর্ভে আশ্রয় নিয়েছ, ছলে জরাসন্ধকে বধ করেছ ; ক্ষত্রিয় রীতি তোমাতে কিছুমাত্র নাই। আরে ভণ্ড, এতই যদি তোমার ধর্ম্মজ্ঞান, তোমার পিতা বসুদেব জীবিত, তোমার মাতামহ উগ্রসেন, তিনিই যদুবংশের রাজা—তাঁদের অর্ঘ্য না দিয়ে, নিজে অর্ঘ্য গ্রহণের জন্য এত ব্যাকুল কেন ? তার পর, এখানে অন্যান্য

রাজারা আছেন, যাঁরা সর্ব্ববিষয়ে তোমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ—বিরাট্, পাঞ্চাল, চেকিতান, কৌরবেশ্বর দুর্য্যোধন, জয়দ্রথ, ভগদত্ত কৈ? ভীষ্ম তো এঁদের মধ্যে কাউকে নির্ব্বাচন ক'রলেন না? যার বংশ পরিচয় নেই, তাকে আমরা কখনো অর্ঘ্য দেব না। বিশেষতঃ তুমি রাজা নও, এ রাজসভায় আসন পাবার যোগ্যই তুমি নও।

দুর্য্যোধন। (স্বগত) শিশুপালের এ উক্তি নিতান্ত অযৌক্তিক নয়।

ভীষ্ম। রাজগণ! আপনারা নিরুত্তর কেন? আপনারা বলুন কাকে অর্ঘ্য দিতে চান্? একি! সকলে নীরব! আপনারা শিশু-পালের ভয়ে ভীত হ'য়েছেন? বেশ! আপনারা নীরবেই থাকুন; আমি সমবেত ঋষি, সিদ্ধ, সাধ্য, তপস্বী ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র, এই সভাস্থ সকলের সম্মুখে যদুপতি শ্রীকৃষ্ণকে প্রত্যক্ষ ঈশ্বর জ্ঞানে, অর্ঘ্য প্রদান কর্চ্ছি—যদি কারো সাহস থাকে, শিশুপালের সঙ্গে অস্ত্রমুখে আমার কার্য্যের প্রতিবাদ করুক। আসুন যদুপতি, এই সভায় আমার প্রদত্ত অর্ঘ্য গ্রহণ ক'রে আমার জন্ম ও জীবনকে ধন্য করুন। যে সকল ক্ষত্রিয় রাজা আমার এ পূজা অনুমোদন না ক'রবেন, তাদের আমি মনুষ্য মনে করি না—তারা পশু—তাদের মস্তকে আমি এই বামচরণ স্থাপন করি।

অর্জ্জুন। (স্বগত) আমরাও এই আশাই করেছিলেম। পাণ্ডবের রাজসূয় অনুষ্ঠান সার্থক হ'ল!

[ভীষ্ম শ্রীকৃষ্ণের হাত ধরিয়া সিংহাসনে বসাইলেন এবং সহদেবের হস্ত হইতে পাদ্য-অর্ঘ্য লইয়া শ্রীকৃষ্ণের চরণে ও মস্তকে অর্পণ করিলেন]

এরি তরে জীর্ণ দেহ করেছি বহন,
আজি সফল জীবন!
একদিন নিভৃতে নির্জ্জনে

পূজেছিনু তোমা,
কিন্তু তুমি উপহাস করেছিলে মোরে ;
অভিমানে শুষ্ক চক্ষে ঝরেছিল বারি,—
আজি শোধ তার ! আমি মহা ভাগ্যবান্—
ঋষি-শ্রেষ্ঠ ব্যাসের বচনে,
অবতার জ্ঞানে—
সাক্ষী রাখি ত্রিলোক সংসার,
প্রথম পূজার পাদ্য নিবেদি চরণে ;
দানি অর্ঘ্য, উচ্চকণ্ঠে কহি পুনঃ পুনঃ—
একমাত্র তুমি শ্রেষ্ঠ,
তুমি ইষ্ট বিশ্ব-চরাচরে,
পূজাযোগ্য একমাত্র তুমি,
তুমি গুরু, তুমি পিতা,
সখা তুমি বিপদে বান্ধব,
ত্রাতা তুমি, ত্রিতাপজ্বালায়,
নারায়ণ নরের আকারে,
মানবের একমাত্র নির্ভর আশ্রয়,
উচ্চ রবে পুনঃ পুনঃ গাহি তব জয় !

যুধিষ্ঠিরাদি সকলে। জয় যদুপতি শ্রীকৃষ্ণের জয় !
ঋষি ও ব্রাহ্মণগণ। জয় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের জয় !

[অন্তরীক্ষ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইল। নেপথ্য হইতে—
পুরাঙ্গনাগণ শঙ্খধ্বনি করিলেন]

শিশু। স্থবির ভীষ্ম উন্মাদ। কিন্তু আমি আশ্চর্য্য হচ্ছি এই নিরীহ মেষপাল, এরা আমার সম্মুখে কোন্ সাহসে ঐ গোপকুলের কলঙ্কের

জয়ধ্বনি ক'র্ছে। আজ এই হীন চাটুকার দলকে পশুর ন্যায় এখানে হত্যা ক'রে সমগ্র ক্ষত্রিয়ের কলঙ্ক মোচন করবো।

শ্রীকৃষ্ণ। শিশুপাল! তোমার শত অপরাধ আমি ক্ষমা ক'রেছি; কিন্তু পুনঃ পুনঃ ঔদ্ধত্য প্রকাশ ক'রে রাজোচিত মর্য্যাদা নষ্ট ক'রছ। তোমাকে এই শেষবার বল্‌ছি, তুমি নিরস্ত হও, নচেৎ মৃত্যু তোমার আসন্ন।

শিশু। আমি চাটুকার ভীষ্মের মস্তকে পদাঘাত করি, তোমার উপদেশে পদাঘাত করি। তুই তস্কর, তুই ভীরু, তুই নরকুলের কলঙ্ক। ভগদত্ত, সৌমী, চেকিতান—অস্ত্র ধর, আজ রাজস্য় যজ্ঞে জরাসন্ধ বধের প্রতিশোধ দিয়ে যাই।

শ্রীকৃষ্ণ। আর নহে ক্ষমা।

আরে দুষ্ট, আরে হীনমতি,
বার বার অবহেলা করিস্ আমারে?
নাহি বৃদ্ধের সম্মান, নাহি নীতি জ্ঞান
অহঙ্কারে প্রমত্ত অধম
ধনগর্ব্বে গর্ব্বী কুলাঙ্গার,
গুরু লঘু নাহি কর ভেদ?
এস, এস শক্তির আধার—
সুদর্শন প্রিয়চক্র মোর,
দুর্জ্জনের দণ্ড বিধায়ক
এস তৃষিত শায়ক,
মেলি' শত রসনা করাল
পাষণ্ডের—রক্ত কর পান,
পশু সম বধ শিশুপালে।

[শূন্য হইতে চক্রের আবির্ভাব; শিশুপালের মস্তক ছেদন]

সকলে। জয়—জয়—ভগবান্ বাসুদেবের জয়!

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

ভীষ্মের কক্ষ

শ্রীকৃষ্ণ ও ভীষ্ম

শ্রীকৃষ্ণ। পিতামহ, আপনি নীরব কেন? আপনার কি উত্তর বলুন! আমার ভবিষ্যতের কার্য্য নির্ভর ক'রছে আপনার উত্তরের উপর। আমি চিন্তা ক'রছি, আজীবন চিন্তা ক'রছি—বিশেষতঃ রাজসূয় যজ্ঞের পর এই তেরো বৎসর প্রতি মুহূর্ত্ত চিন্তা ক'রছি, কিন্তু সে চিন্তার মধ্যে, আমি যাকে খুঁজছি তার দর্শন পাইনি। আর ধ্যান নয়, আমি তাঁর দর্শন চাই, কর্ম্মের মধ্যে বিশ্ব-আত্মার বিরাট বিকাশ! বলুন, আর কতদিন নিশ্চেষ্ট ব'সে থাকব?

ভীষ্ম। দাস ভাবাপন্ন আমি, ভাই, আমি কি সদুত্তর দানে অধিকারী? ভরত বংশের মূঢ় রাজা যুধিষ্ঠির দ্যূত ক্রীড়ায় উন্মত্ত হ'য়ে যে দিন মা পাঞ্চালনন্দিনীকে পণ রেখেছিল, সেই দিন একবার দ্রৌপদীর প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্য কোষবদ্ধ তরবারিতে এই জীর্ণ হস্ত স্পর্শ করেছিল; কিন্তু উত্তর দিতে পারিনি। উত্তর দিতে পারিনি—যখন কুরুকুলাঙ্গার দুর্য্যোধনের উত্তেজনায় দুঃশাসন আমার কুলবধূর কেশাকর্ষণ ক'রে তাকে বিবস্ত্রা ক'রতে গিয়েছিল। প্রতিজ্ঞাবদ্ধ দাস— আজ তোমার কথার কি উত্তর দেব ভাই? তুমি কর্ম্মের মধ্যে তোমার বিশ্বদেবতার অন্বেষণে অগ্রসর হও, আর আমি আমার কর্ম্মদেবতার আদেশে এই জীর্ণদেহ যত সত্বর পারি মরণের কূলে টেনে নিয়ে যাই।

শ্রীকৃষ্ণ। অভিমানের কথা নয়—পিতামহ; আমি ভারতবর্ষে ই মহাশ্মশানে দাঁড়িয়ে প্রকৃতির বীভৎস তাণ্ডব আর দেখতে পারছি জ্ঞান হ'য়ে পর্য্যন্ত দেখে আসছি—পাপ পুণ্যকে গ্রাস ক'রছে, বল দুর্ব্বলের উচ্ছেদে উদ্যত খড়েগ রক্তের স্রোতে ধরণীকে কলঙ্কিত ক'রছে। দুঃশাসন দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ ক'রেছিল, সেই আদর্শে আজ ভারতের কত স্থানে কত দ্রৌপদী লম্পটের হাতে নির্য্যাতিত হ'চ্ছে কে তার গণনা করে? নিরীহ, ধর্ম্মগত প্রাণ যুধিষ্ঠির এই প্রবলের অত্যাচারেই না আজ শৃগাল কুক্কুরের মত এক বন হ'তে অন্য বনে বিতাড়িত হ'য়ে, কোন প্রকারে হীন জীবন বহন ক'রে বেঁচে আছে? বনবাসে দুর্ব্বাসার অত্যাচার, জয়দ্রথ কর্ত্তৃক দ্রৌপদীর লাঞ্ছনা, অজ্ঞাতবাসে—আশ্রয় দাতা বিরাটের গোধন হরণ, ভূগর্ভস্থ আগ্নেয়-গিরির ন্যায় আমার অন্তরকে নিয়ত আলোড়িত ক'রছে। এই মহা অত্যাচারের যদি প্রতিকার ক'রতে না পারি, তবে কোথায় ধর্ম্ম, কোথায় সত্য, কোথায় ঈশ্বর?

ভীষ্ম। আমার শরভিন্ন হৃদয়ে বার বার অস্ত্রের আঘাত কেন কর যদুপতি? পাণ্ডব—পাণ্ডব—সর্ব্ব অধিকার হ'তে বঞ্চিত পাণ্ডব—আমার জীর্ণ হৃদয়ের কতখানি জুড়ে ব'সে আছে—অন্তর্য্যামি! তা কি তুমি দেখ্‌তে পাচ্ছ না? তা কি তুমি জান না? কিন্তু আমি কি করব বল, কি করতে পারি বল?

শ্রীকৃষ্ণ। আমি মাত্র জিজ্ঞাসা করি পিতামহ, এই যে বিস্তীর্ণ ধরণী—এ কার? কতকগুলি মুষ্টিমেয় ঐশ্বর্য্য-মদ-গর্ব্বিত অত্যাচারী কামান্ধ রাজার—না, এই যে অগণিত দীন প্রজা, অনশনে অর্দ্ধাশনে, উদয়াস্ত পরিশ্রমে যারা এর ক্ষেত্রকে কর্ষণ করে, যারা ক্ষুধার্ত্ত প্রতিবেশীর মুখে সাগ্রহে আহার তুলে দেয়—তৃষ্ণায় জল, রোগে সেবা, শোকে সহানুভূতি ঢেলে দিয়ে মর্ত্ত্যকে স্বর্গাপেক্ষা গরীয়সী করে—যারা

ধর্ম্মকে শ্রদ্ধা করে, সমাজকে ভয় করে, যারা প্রতিপদে মনুষ্যত্বের মর্য্যাদা রেখে চলে, তাদের ?

ভীষ্ম। যখন তুমি নিজে নিঃসহায় জেনে, দুর্ব্বল জেনে, পাণ্ডবদের পক্ষ গ্রহণ ক'রেছ, তোমার প্রশ্নের উত্তর তো তখনই দিয়েছ ভাই। তবে আমায় আর সে কথা জিজ্ঞাসা ক'রে বিপদে ফেলছ কেন ?

শ্রীকৃষ্ণ। বেশ, তবে আপনি দুর্য্যোধনকে পরিত্যাগ ক'রে পাণ্ডব পক্ষ গ্রহণ করুন ; আমার দৌত্য সফল হ'ক।

ভীষ্ম। তারও তো উপায় রাখিনি ভাই। ঋষি-সেবিত ভারতের শ্রেষ্ঠ রাজবংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেম ; যৌবনের স্নিগ্ধ উষায় রাজশোণিতের গর্ব্বে উৎফুল্ল প্রাণ,—ভারত বংশের রাজার গগনস্পর্শী সম্মান—এক হীন ধীবরের পদতলে লুণ্ঠিত হয় দেখে মহামতি শান্তনুর বিপন্ন মর্য্যাদাকে তার যোগ্য স্থানে স্থাপন ক'রতে গিয়ে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, যে এই হস্তিনার সিংহাসনে ব'সবে—চিরকুমারব্রতধারী আমি—বিনা বিচারে জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তার সেবা ক'রব। তখন এই বিস্তীর্ণ ধরণীর কণ্ঠহারশোভিত মধ্যমণি যে মনুষ্যত্ব, তার মর্য্যাদা দেখিনি, মহামানবতার পূজা ভুলে গিয়েছিলেম ; দেখেছিলেম—মহিমময় রাজবংশের গৌরব ; পূজা করেছিলেম—বংশপরম্পরাগত রাজ-শোণিতের ; তখন কল্পনায়ও ভাবিনি যে, সত্যপালন ক'রতে গিয়ে—মনুষ্যত্বের পরিবর্ত্তে কখনো পশুত্বের চরণে আত্মবিক্রয় ক'রতে হবে ! দুর্য্যোধনের মত রাজা যে, কখনো হস্তিনার সিংহাসনে ব'সবে, এ তো ধারণাতেও ছিল না ভাই। রাজা হ'য়ে পাণ্ডু রাজধর্ম্ম পালন না ক'রে, যৌবনে সিংহাসন ত্যাগে যে মহাপাপ সঞ্চয় ক'রে গেছে, আজ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ভীষ্মকে যে তারই প্রায়শ্চিত্ত ক'রতে হচ্ছে।

শ্রীকৃষ্ণ। তবে আপনি নিরপেক্ষ থাকুন ; বলুন, পাণ্ডবদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ ক'রবেন না !

ভীষ্ম। চক্রধারি ! বুঝিতে না পারি
পরীক্ষা কি করিতেছ মোরে ? ক্ষত্র আমি,
জন্ম মম রাজকুলে—
যদি হস্তিনার রাজা
সমরে আমারে বরে,
আমি ভয়ে ভীত, ম্লান মুখে কহিব তাহারে,
'বার্দ্ধক্যে এ জীর্ণ দেহ—
কর ক্ষমা—রামশিষ্য ভীষ্ম নহে
কার্ম্মুক ধারণে আর সক্ষম এখন' !
বৃদ্ধ বটে,
কিন্তু যদুপতি, সিংহ-পুত্র ভীষ্ম আমি,
রাজরক্ত নহে স্তব্ধ হিমানী সমান ধমনীতে মোর !
বীর আমি—বীরোচিত করিব ব্যাভার !
ইচ্ছা-মৃত্যু—রণক্ষেত্রে রাজীব চরণে
অস্ত্রমুখে মাগি লব বাঞ্ছিত শয়ন ;
কিন্তু যতক্ষণ দেহে রবে প্রাণ,
রাজধর্ম্ম—ক্ষত্রধর্ম্ম
কভু করিব না বিসর্জ্জন।

শ্রীকৃষ্ণ। তবে ধর্ম্মত্যাগ ক'রে অধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ ক'রবেন ? আপনি আমায় জগতের সম্মুখে ঈশ্বর জ্ঞানে পূজা করেছেন, সেই আপনি আমার অনুরোধ রাখ্‌বেন না ? আমার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ ক'রবেন ?

ভীষ্ম। জীবনে মরণে তব বাক্য সার মম ;
ইষ্ট মম ওই তব দুর্লভ চরণ
তবু কহি,

তোমারি কৃপায়—কুরুক্ষেত্র মহারণে
তোমারি বিরুদ্ধে অস্ত্র করিব ধারণ!
নারায়ণ! বুঝিতে না পারি—
কেন বুঝেও না বোঝ তুমি রহস্য ইহার?
স্বধর্ম্মে নিধন শ্রেয়,
পরধর্ম্ম ভয়াবহ সদা—
বেদবাণী বার বার শুনেছি শ্রীমুখে,
আজি তবে
বিপরীত আচরণে কেন দেহ মতি?
আসিয়াছ ধরাভার করিতে মোচন,
অতি-ভার আমি
পাপ-পক্ষ করিয়া আশ্রয়,
মম ধর্ম্ম—ধরা ভার করিতে লাঘব,
হাসিমুখে রণাঙ্গনে আত্ম-নিবেদন;
তব ধর্ম্ম—নির্ব্বিবাদে সে পূজা গ্রহণ।

শ্রীকৃষ্ণ। বেশ, তাই হ'ক্; পাণ্ডবের ন্যায় দুর্য্যোধনও আমার আত্মীয়; তাকে বহুবার নিবারণ করেছি, সে শোনেনি; এবার সে আমার কাছে সাহায্য চাইলে। আমি ব'ল্লেম, এ যুদ্ধে আমি অস্ত্রধারণ ক'রব না। তখন যে আমার কাছে সৈন্য সাহায্য চাইলে। আমি তাকে নারায়ণী সেনা দেব, প্রতিশ্রুত হয়েছি। কিন্তু তবু আমি তাকে আর একবার নিবৃত্ত করবার চেষ্টা ক'রব; তাই আজ আমি দূত হ'য়ে তার কাছে এসেছি। পিতামহ, আমায় বিদায় দিন্, সে হয়তো সভায় আমার জন্য অপেক্ষা ক'রছে।

ভীষ্ম। জান সব—তবু কর ছল। মায়াধর!
মায়া তব অভেদ্য সংসারে! [উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

হস্তিনা—রাজ-সভা

দুর্য্যোধন ও প্রাপ্তি

দুর্য্যো। তোমার কথা সব শুনলেম ; কে তুমি ?

প্রাপ্তি। আমার পরিচয় জেনে তোমার কোন লাভ নেই। তবে জনো আমি তোমার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণী। আমি যা চাই, তুমিও তাই াও। আমি আমার অন্তর দিয়ে তোমার অন্তর জানি। যে সাপ তোমার হৃদয়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে রয়েছে, সেই সাপই দিবারাত্র আমার অন্তরে তার ফণা বিস্তার করে আছে। তার বিষের জ্বালায় আমি একস্থানে স্থির থাকতে পারি না, ছুটে বেড়াই, ছুটে বেড়াই। তৃষ্ণাতুরা ফণিনী আমি, আমার আর অন্য পরিচয় নেই।

দুর্য্যো। কিন্তু আমি তো শ্রীকৃষ্ণকে বধ ক'রতে চাই না ; শ্রীকৃষ্ণের াঙ্গে আমার কোন শত্রুতা নেই—আমি চাই পাণ্ডবদের উচ্ছেদ।

প্রাপ্তি। মিথ্যা কথা। তুমি যা চাও, তুমি তা জান, কেবল ভয়ে তা বলতে পারছ না। শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে প্রকাশ্যে শত্রুতা ক'রতে তোমার াহসে কুলাচ্ছে না। আমি তোমার চোখে তোমার মনের ছবি দখেছি, আমার কাছে মনোভাব গোপনে কোন লাভ নেই। তুমি নিশ্চিত জেনো—যতদিন শ্রীকৃষ্ণ জীবিত থাকবে, ততদিন পাণ্ডবদের কেউ াধ ক'রতে পারবে না।

দুর্য্যো। তার পরিচয় পেয়েছি। যতবার পাণ্ডবদের ধ্বংস ক'রতে চেষ্টা করিছি, সে চেষ্টা ব্যর্থ ক'রেছে শ্রীকৃষ্ণ! যে বলবান্ রাজাদের আমি আমার স্বপক্ষ জেনে সখ্যতা-সূত্রে আবদ্ধ ক'রতে গিয়েছি, শ্রীকৃষ্ণ সেই রাজাদেরই হত্যা ক'রেছে। আজ যদি শিশুপাল বেঁচে থাকত, জরাসন্ধ বেঁচে থাকত, কংস বেঁচে থাকত—

প্রাপ্তি। হাঁ—হাঁ—জরাসন্ধ নেই, কংস নেই, শিশুপাল নেই, কিন্তু আমি আছি! তাদের যে রক্ত ধরিত্রীকে আর্দ্র ক'রেছে, সেই রক্তের বিজয়টীকা আমার ললাটে! আমি রক্ত চাই—গাঢ় তপ্ত রক্ত এই মেষপালকের। রাজা না হ'য়েও, অন্ত্যজ গোপবংশে জন্মগ্রহণ ক'রেও যে আজ পৃথিবীর রাজাদের অঙ্গুলি-সঙ্কেতে মেষ-পালের ন্যায় চালিত ক'রছে। ভীষ্ম যার পদানত, কাপুরুষ যুধিষ্ঠির যার আজ্ঞাবাহী, ক্ষত্রকুলাঙ্গার ভীমার্জ্জুন যার পদলেহী! দ্বারে দ্বারে ফিরিছি, ভারতের প্রতি-গ্রামে—প্রতি নগরে—কিন্তু রাজা কই? বংশ-গৌরবে গরীয়ান্ কে? দুর্য্যোধন—ভরত বংশের কুল-প্রদীপ—নির্ব্বীর ভারতের ভাবী অধীশ্বর। শ্রীকৃষ্ণকে হত্যা ক'রে তোমার পথ নিষ্কণ্টক কর—সসাগরা পৃথিবীর একচ্ছত্র অধীশ্বর হও!

দুর্য্যো। (স্বগত) সত্য কহে নারী
কেবা এই মঙ্গলভাষিণী?
পরিচয়হীনা—
তবু মনে হয় অতি আপনার।
(প্রকাশ্যে)
কহ মাতা,—কেবা তুমি?
কি কারণে কৃষ্ণদ্বেষী?
কি ক'রেছে কৃষ্ণ তব?
কেন চাও পাণ্ডব উচ্ছেদ?
কি সম্বন্ধ পাণ্ডবের সনে?
বিষদগ্ধা ফণিনীর প্রায়
কেন ফের নগরে প্রান্তরে?
অকস্মাৎ কেন আজি
উত্তেজিত করিতেছ মোরে?

কোথায় বসতি তব, কার সুতা,
পতি তব কোন্ ভাগ্যবান্ ?

প্রাপ্তি। ভুলে গেছি সব।
কোথায় আবাস,
কার সুতা, পতি কেবা মোর,
আত্মীয়-স্বজন ছিল কিম্বা নাই,—
কই, চিহ্ন তার খুঁজিয়া না পাই !
বিষধূমে আচ্ছন্ন হৃদয়,
দৃষ্টি-রুদ্ধ শোণিত-প্রবাহে,
ক্ষুদ্র স্মৃতি—নির্ব্বাপিত অতীত আলোক—
অন্ধকার ভবিষ্যৎ পথ,
জ্বালে আলো—ক্ষীণ দীপশিখা
প্রতিহিংসা তাহে,—
নির্দ্দেশে তাহার স্খলিত চরণে চলি—
সহায়-বিহীনা, দুর্ব্বলা পীড়িতা নারী ;
খুঁজি দিকে দিকে
হৃদয়ে প্রতিচ্ছবি মোর—
কুটীরে—প্রাসাদে,
সন্ধান যদ্যপি মিলে
ভাগ্যবশে সুহৃদের কভু—
সখা—বন্ধু—আত্মীয় আমার,
আশ্রয়ে যাহার—
শ্রান্ত প্রাণ লভে—ক্ষণিকের অতৃপ্ত বিশ্রাম,
প্রতিহিংসা তৃষ্ণা হয় দূর !

দুর্য্যো। পরিচয় আর জানিতে না চাহি।

সত্য বটে
একমাত্র তুমি মাতা, চিনিয়াছ মোরে !
ঈর্ষানলে জ্বলে প্রাণ, সহিতে না পারি
প্রতিবাদী—কেহ
ভারতের স্বর্ণ-সিংহাসনে !
জন্মের কণ্টক—পঞ্চ পাণ্ডুর তনয়
যতদিন না হয় উচ্ছেদ—
তিল নহি স্থির শয়নে স্বপনে !
সত্য বটে শ্রীকৃষ্ণ রক্ষিত তারা,
ব্রণ ক্ষতে বিষের প্রলেপ।
আমি চাই পাণ্ডবে, শ্রীকৃষ্ণে বধি'।

প্রাপ্তি। এই তো সুযোগ ! দূত হ'য়ে তোমার সভায় আসছে, তাকে বন্দী কর, বধ কর, তার চিহ্ন মুছে ফেলে দাও ;—দেখবে, সঙ্গে সঙ্গে পাণ্ডবও তোমার পদানত হয়েছে।

দুর্য্যো। তুমি কোথায় থাকবে ? আর কখনো কি তোমার দেখা পাব ?

প্রাপ্তি। তা জানি না, থাকাবার নির্দ্দিষ্ট স্থান নেই ! আর দেখা হবে কিনা জানতে চাও ? আমি আসব, আসব, আবার দেখা দেব ; যদি শ্রীকৃষ্ণকে বধ ক'রতে পার, যদি ভীমের বক্ষ পদাঘাতে চূর্ণ ক'রতে পার, তখন আসবো, তখন দেখা দেব, তোমার সঙ্গে একবার প্রাণ খুলে হাসব, রক্ত দিয়ে রক্তের টীকা মুছে ফেলব ! সে এখনি আসবে ; আমি যাই—আমি যাই। [প্রস্থান।

দুর্য্যো। অদ্ভুত রমণী ! না দানিল পরিচয়।
বোধ হয় নির্য্যাতিতা কেহ,
কৃষ্ণ অরি নিশ্চয় ইহার।

পশি অন্তরের গূঢ় স্থলে মোর
দেখিয়াছে সত্য আমি চাহি যাহা।
অবধ্য সর্ব্বদা দূত
রাজনীতি কহে এইরূপ।
রাজনীতি—রাজনীতি—
ভুলাইতে মূঢ়জনে মধুর বচন!
ভীরু যেই সেই মানে নীতির শাসন—
প্রবলের রীতি নীতি
চিরদিন স্বেচ্ছাধীন তার।

শ্রীকৃষ্ণ, দ্রোণাচার্য্য, অশ্বত্থামা, কর্ণ, শকুনি,
দুঃশাসন প্রভৃতির প্রবেশ

দ্রোণ। দুর্য্যোধন, তুমি কি স্থির ক'রলে? যদুপতি তোমার মুখ থেকে উত্তর শোনবার জন্য অপেক্ষা ক'রছেন।

দুর্য্যো। উত্তর—আমি পুরোহিত ধৌম্যকে একবার দিয়েছি; যদি যদুপতি স্বয়ং সে কথা পুনর্ব্বার শুনতে চান, তা হ'লে শুনুন—আমি অন্য সন্ধি জানি না—আমি জানি রণক্ষেত্রে তরবারি মুখে রক্ত দিয়ে সন্ধিপত্র স্বাক্ষর ক'রতে; আমার আর দ্বিতীয় উত্তর নাই।

শ্রীকৃষ্ণ। ভাল, তাই যদি তোমার অভিমত হয়, আমি সানন্দে সে কথা যুধিষ্ঠিরকে জানাব। উত্তর-প্রত্যুত্তর রণক্ষেত্রেই মীমাংসিত হবে; কিন্তু বীর, আমার প্রস্তাব এই—বৃথা ভ্রাতৃদ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত না হ'য়ে যুধিষ্ঠিরের প্রাপ্য ব'লে তুমি পঞ্চ পাণ্ডবের জন্য পাঁচখানি মাত্র গ্রাম ত্যাগ কর। অর্দ্ধরাজ্য নয়, আর কোন ঐশ্বর্য্য নয়, কোন অনুগ্রহ নয়, কেবল পাঁচখানি গ্রাম—ইন্দ্রপ্রস্থ, বারণাবত, সিদ্ধিগ্রাম, কুশস্থল, পাণ্ডবনগর—এই পাঁচখানি মাত্র।

দুর্য্যো। যদি যুধিষ্ঠির ভিক্ষার্থী হ'য়ে আমার কাছে আসেন—পাঁচখানি গ্রাম কেন, আমার এই সিংহাসন—অৰ্দ্ধরাজ্য নয়—আমি অনায়াসে তাঁকে দান ক'রতে পারি ; কিন্তু ন্যায্য অধিকার ব'লে চাইলে আমি তাঁকে একখানি গ্রামও দিতে প্রস্তুত নই।

শ্রীকৃষ্ণ। ক্ষত্রিয়ের ভিক্ষাবৃত্তি তার ধৰ্ম্মবিরুদ্ধ ; ধৰ্ম্মবিরুদ্ধ কার্য্যে প্রবৃত্ত হ'তে আমি কখনো যুধিষ্ঠিরকে অনুরোধ ক'রতে পারব না।

দুর্য্যো। যদি ভিক্ষা যুধিষ্ঠিরের ধৰ্ম্মবিরুদ্ধ হয়, তাহ'লে সন্ধি করাও আমার ধৰ্ম্মবিরুদ্ধ। আমি রাজা, আমি ক্ষত্রিয় ; যেমন ক'রেই হ'ক্, একবার যা আমার অধিকারভুক্ত হ'য়েছে আমি জীবিত থাকতে কখনো সে অধিকার থেকে বিচ্যুত হব না!

শ্রীকৃষ্ণ। তাহ'লে বুঝ্‌ব দুর্য্যোধন, তুমি কল্যাণকে পরিত্যাগ ক'রে অমঙ্গলকে আহ্বান ক'রছ! তুমি জীবন-মৃত্যুর সন্ধিস্থলে দাঁড়িয়ে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করবার জন্য হস্ত প্রসারিত ক'রছ। আমি তোমার হিতের জন্য, সকলের কল্যাণের জন্য, তোমায় বার-বার ব'লছি, দুর্য্যোধন! তুমি ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, বীরশ্রেষ্ঠ তোমার উনশত ভাই—সকলের মৃত্যুর কারণ হয়ো না।

দুর্য্যো। নাহি জানি কিবা মৃত্যু,
জীবন কাহারে বলে!
নাহি জানি ধৰ্ম্মাধৰ্ম্ম নিগূঢ় রহস্য ;
ক্ষত্র আমি—জানি শুধু
শাণিত কৃপাণ
যতক্ষণ মুষ্টিবদ্ধ রহে করে,
ততক্ষণ জীবন অমৃত করি পান ;
হস্তচ্যুত তরবারি যবে,
মৃতের সমান জীবন স্পন্দন শূন্য।

শুন হে যাদব, প্রতিজ্ঞা আমার—
যতক্ষণ রহিব জীবিত,
তীক্ষ্ণসূচি অগ্রদেশে ধরে যে মৃত্তিকা
বিনা যুদ্ধে পাণ্ডবেরে নাহি দিব আমি!
যদি তিন লোক হয় তাহে বাদী,
যদি ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ সবে করে ত্যাগ,
যদি বান্ধব-বিহীন,
একা আমি ভ্রমি ভূমণ্ডলে,
তথাপি প্রতিজ্ঞা মোর না হবে লঙ্ঘন।

শ্রীকৃষ্ণ। বুঝিলাম কৌরবের আসন্ন সময়!
কাঁদে প্রাণ গান্ধারীর তরে,
বৃদ্ধ অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র,
আর আর পৌরজন যত—বালক রমণী,
ছিন্নমূল তরুসম লুটাবে ধূলায়!
কাঁপে কায় স্মরি ভবিষ্যৎ চিত্র বিভীষিকা!
দুর্য্যোধন! ধরহ বচন,
করে ধ'রে সাধি মতিমান্,
দুর্জ্জয় এ অভিমানে দেহ বিসর্জ্জন;
অহঙ্কারে আত্মনাশ নাহি সাধ বীর!
জ্ঞাতি যুধিষ্ঠির—কিবা ক্ষতি,
যদি ভাই বলি' পাশে দেহ স্থান?
কিবা ক্ষতি, বিপুল এ ধরা—
যদি এক প্রান্তে তার
কুটীর নির্ম্মাণ-যোগ্য ভূমি কর দান?

দুর্য্যো। নহ রাজা, রাজবংশে নহে জন্ম তব,

ক্ষতি-বৃদ্ধি বুঝিবে না তুমি !
চাহ পঞ্চ গ্রাম ?
অতি কূট, অতি শঠ তুমি—
পঞ্চ ভাই পঞ্চ দিকে রবে বেড়ি মোরে,
আমি বসি হস্তিনার সিংহাসনে
কারারুদ্ধ জম্বুকের প্রায়
সশঙ্কিত রব সদা
পাণ্ডবের অনুগ্রহ চাহি' !
তুচ্ছ—অতি তুচ্ছ—
অভিশপ্ত যদুবংশে হীন চাটুকার,
কিবা ছার অনুরোধ তব—
তিন পুর যদি সাধে এককালে,
বাক্য মম না টলিবে কভু !
রণক্ষেত্রে রক্তের রেখায়
অসিমুখে করিব হে রাজ্যের বিভাগ !
নহে আজি—
নহে বাক্যপটু যাদবের স্তুতি-নিন্দা ভয়ে।

শ্রীকৃষ্ণ। দুর্য্যোধন, বোধ হয় তুমি এখনো আমার উদ্দেশ্য বুঝ্‌তে পারনি। আমি সন্ধির প্রস্তাব ক'রছি এ উদ্দেশ্যে নয়, যে, পাণ্ডবদের উপলক্ষ ক'রে তোমার শক্তি খর্ব্ব ক'রব। আমি চাই কুরুপাণ্ডবের সম্মিলিত এমন এক বিরাট রাজশক্তি, যে রাজশক্তিকে ভারতের জনসাধারণ তাদের অশেষ মঙ্গলের হেতু ব'লে বরণ ক'রে নেবে ; যে পবিত্র রাজশক্তির সঙ্গে তাদের প্রাণের সংযোগ আছে ; যে রাজশক্তি ধর্ম্মের স্নিগ্ধোজ্জ্বল ছটায় সদাই মণ্ডিত। দেশের প্রাণের গতি লক্ষ্য ক'রেছি ব'লেই আমি এই আকাঙ্ক্ষিত ধর্ম্মরাজ্য স্থাপনের উদ্‌যোগী। আমি

আজীবন দেশের এই প্রাণতন্ত্রীর অনুসন্ধান ক'রেছি, সে প্রাণের তারের ঝঙ্কার আমি প্রাসাদে শুনতে পাইনি, ঐশ্বর্য্যের মধ্যে তাকে খুঁজে পাইনি, বিলাসীর আরামকুঞ্জে তার চিহ্নও নেই—সে প্রাণের পরিচয় পেয়েছি দরিদ্রের কুটীরে; পেয়েছি হলধারী নিরন্ন কৃষকের ছিন্নকন্থার আবরণে; পেয়েছি দুর্ব্বলের চির উপেক্ষিত দীর্ঘশ্বাসের উত্তাপে! রাজপুত্র হ'য়েও তোমারি অত্যাচারে বনবাসী যুধিষ্ঠির আজ এই দীন প্রজার সঙ্গে এক পর্য্যায়ে অবস্থিত, তাই ভারতের জন-সাধারণ আজ যুধিষ্ঠিরের মত রাজার জন্য অপেক্ষা ক'রছে। আমি তাদেরই পক্ষ গ্রহণ ক'রে তোমার নিকট এই সন্ধির প্রস্তাব ক'রছি!

দুর্য্যো। এই যদি তোমার উদ্দেশ্য হয়, তাহ'লে রাজসভায় না এসে হলধারী দরিদ্রের কুটীরে যাওয়াই তোমার উচিত ছিল—এখানে তোমার দৌত্যের কোন প্রয়োজন নেই!

শ্রীকৃষ্ণ। আত্মাভিমানীরা এম্‌নি ক'রেই ধ্বংস হয়। দুর্য্যোধন! তুমি পাণ্ডবদের বল জান, কিন্তু আমি আশ্চর্য্য হ'চ্ছি, তুমি তা জেনেও নিজেকে ক্ষমতাশালী মনে ক'রছ কোন্ মোহে? একা ভীম বায়ুমুখে শুষ্ক পত্রের মত তোমাদের শত ভাইকে ধ্বংস ক'রতে পারে তুমি কি জান না? তুমি কি জান না, কালকেয়-বিধ্বংসী অর্জ্জুনের ভীষ্ম-দ্রোণাদি কি ছার্, স্বয়ং ইন্দ্র, স্বয়ং ধূর্জ্জটী, যম বা বরুণ, কারও রক্ষা নাই? তুমি কি জান না, ধর্ম্ম কখনো যাঁকে পরিত্যাগ করেন নি, সেই ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির কার্ম্মুক হস্তে রণক্ষেত্রে প্রবেশ করলে, জয় তাঁর অবশ্যম্ভাবি? তুমি কি জান না, নকুল সহদেব চির অজেয়? তুমি কি ভুলে যাচ্ছ, পাণ্ডবদের প্রতি আবাল্য ঈর্ষা পোষণ ক'রে তুমি নিজের কুলক্ষয় পূর্ব্ব হতেই ক'রে রেখেছ।

দুর্য্যো। সব জানি; আর এও জানি, পাণ্ডব উচ্ছেদে আমার সকল চেষ্টা ব্যর্থ ক'রেছ তুমি! তোমারি কুমন্ত্রণায় ভিখারী পাণ্ডব

আজ লুব্ধ দৃষ্টিতে কৌরবের সিংহাসন পানে চাইতে সাহস করে! তুমি আমাদের উভয় কুলের আত্মীয় হ'য়েও চিরদিনই পাণ্ডব পক্ষের অভ্যুত্থান কামনা ক'রে এসেছ। শুধু আত্মীয় ব'লে, সৌহার্দ্দ্যবশে আমি এতদিন তোমার সে অপরাধ মার্জ্জনা ক'রে এসেছি; কিন্তু তোমার স্পর্দ্ধা এতদূর বর্দ্ধিত হ'য়েছে যে, তুমি পাণ্ডবদের প্রশংসাচ্ছলে আমাকে অভিশাপ দিতেও কুণ্ঠিত নও। আর ক্ষমা নয়। কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ—সে ঈপ্সিত ভবিষ্যৎ কবে আসবে জানি না—আজ এই মুহূর্ত্তে আমি তোমার হীন পক্ষপাতিত্বের শাস্তি দেব। দুঃশাসন! এই যদুকুলের কলঙ্ককে বন্দী কর—বধ কর; দেখি, কার সাধ্য এই দুষ্টকে রক্ষা করে!

শ্রীকৃষ্ণ। রক্ষাকর্ত্তা নিজে নারায়ণ!
স্বরাট্ এ ক্ষুদ্র দেহে
বিশ্ব-আত্মা যবে হন জাগরিত,
বিশ্ব মাঝে শক্তিধর কেবা,
বিরাট্ বিগ্রহে সেই বধিবারে পারে?
দুর্য্যোধন! হিতাহিত না শুন বচন,
চাহ বধিতে আমারে?
বধ—কিম্বা বন্দী কর,
স্বেচ্ছায় এ অস্ত্র আমি করিতেছি ত্যাগ;
অস্ত্রহীন দূত—
সাধ্য থাকে গতিরোধ করহ আমার!
ডাক ভীষ্মে, ডাক কুরুগুরু দ্রোণাচার্য্যে,
ডাক অঙ্গরাজ সখা কর্ণে তব,
দ্রোণী কিম্বা দুঃশাসন, শকুনি মাতুল,
আর আর সহায় তোমার,
ইচ্ছা যদি হয়

একলালে কর আক্রমণ ;
দেখহ কৌতুক—
হেলায় অক্ষত দেহে ত্যজি পাপ পুরী,
পাপ সভা এই—
মৃতকল্প শবাচ্ছন্ন ভূমি !
কোথায় সাত্যকি, দেখাও আমারে পথ !

সাত্যকি, ভীষ্ম ও যাদব সৈন্যগণের প্রবেশ

ভীষ্ম। শুধু সাত্যকি কেন ভাই, আমি যে তোমার চির অনুগত ারী, তরবারি হস্তে দ্বার রক্ষা করছি। হে যাদবশ্রেষ্ঠ! তুমি নির্ব্বিঘ্নে এ পাপ পুরী পরিত্যাগ কর। [শ্রীকৃষ্ণের প্রস্থান।

[সকলে নির্ব্বাক্-বিস্ময়ে চাহিয়া রহিল]

তৃতীয় দৃশ্য

প্রান্তর

দ্রোণাচার্য্য ও অশ্বত্থামা

অশ্বত্থামা। দুর্য্যোধনের এরূপ ব্যবহার আদৌ ক্ষত্রোচিত হয়নি। ্তে অবধ্য ; তার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ ক'রতে বলায় আমাদের সকলেরই অপমান হ'য়েছে। ভীষ্ম প্রথমে সভায় উপস্থিত ছিলেন না, কিন্তু শেষ মুহূর্ত্তে এসে তিনি তাঁর নামের যোগ্য পরিচয়ই দিয়েছেন। কিন্তু পিতা, আমি আশ্চর্য্য হ'চ্ছি, আপনি তো দুর্য্যোধনের এ গর্হিত আচরণের কোন প্রতিবাদ ক'রলেন না!

দ্রোণ। না, করিনি ; এ পর্য্যন্ত দুর্য্যোধনের কোন অন্যায় কার্য্যেরই প্রতিবাদ করিনি।

অশ্ব। পিতা, পুত্রের প্রগল্‌ভতা মার্জ্জনা ক'রবেন ; জানতে পারি কি, কেন করেন নি ?

দ্রোণ। বৎস, জানতে চাও কেন করিনি ?

অশ্ব। হাঁ পিতা, জানবার জন্য আমার কৌতুহল বাড়ছে।

দ্রোণ। করিনি তোমার জন্য।

অশ্ব। আমার জন্য! এ কি অদ্ভুত কথা পিতা ? আমার জন্য ? এ উত্তর যে, আরও রহস্যময় ব'লে বোধ হ'চ্ছে।

দ্রোণ। অশ্বত্থামা, তুমি তোমার জন্মবৃত্তান্ত জান ?

অশ্ব। জানি, জানি আমি আপনার পুত্র ; এ ছাড়া আর তো কিছু জানি না।

দ্রোণ। হাঁ, তুমি আমারই পুত্র ; কিন্তু তোমার জন্মের পরে যে ঘটনা হ'য়েছিল সে কথা তুমি জান না, এতদিন তোমায় বলিনি। আজ তোমার প্রশ্নের উত্তর দিতে হ'লে, সর্ব্বাগ্রে সেই কথাই ব'লতে হয়।

অশ্ব। পিতা, আমার কৌতুহল যে আরও বাড়ছে। যদি বাধা না থাকে বলুন, সে গুহ্য কথা কি, যা এতদিন আমার কাছে প্রকাশ করেন নি। আর আমার প্রথম প্রশ্নের সঙ্গে সে রহস্যের সম্বন্ধই বা কি ?

দ্রোণ। অশ্বত্থামা, তুমি জন্মগ্রহণ করবার পরেই অশ্বরবে বিকট চীৎকার করেছিলে ; সে চীৎকারে ধরিত্রী কেঁপে উঠেছিল ; আমি সদ্যোজাত শিশুর কণ্ঠে সেই অস্বাভাবিক ধ্বনি শুনে অমঙ্গলাশঙ্কায় তোমায় জীবন্ত নদীগর্ত্তে বিসর্জ্জন দিতে গিয়েছিলেম।

অশ্ব। আপনি! পিতা হ'য়ে ?

দ্রোণ। হাঁ, পিতা হ'য়ে। তখনও বোধ হয় আমার বংশগত তপস্যার অন্ধসংস্কার আমায় একেবারে পরিত্যাগ করেনি। কিন্তু বিসর্জ্জন কালে এক অদ্ভুত দৈববাণী শুন্‌লেম। শুন্‌লেম, 'দ্রোণ! তোমার এ পুত্রকে পরিত্যাগ কোরো না ; এ পুত্র অসাধারণ! মৃত্যু কখনও একে স্পর্শ ক'রতে পারবে না ; মরলোকে তোমার এ পুত্র অমর!

অশ্ব। অমর ?

দ্রোণ। হাঁ বৎস, দৈবাদেশ যদি মিথ্যা না হয়, তুমি মৃত্যুঞ্জয়ী! বৎস, তোমার মস্তকে যে মণি আছে, তা তোমার সহজাত; এ মণি যতদিন থাকবে, ততদিন জরা বা মৃত্যু তোমাকে আক্রমণ ক'রতে পারবে না! এ গূঢ় রহস্য এ পৃথিবীতে কেউ জানে না; দৈবাদেশে আমি শুনেছিলেম, আর আজ তুমি শুনলে।

অশ্ব। তার পর?

দ্রোণ। যাকে মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে পরিত্যাগ ক'রতে যাচ্ছিলেম, তাকে বক্ষে তুলে নিলেম। সে কি মমতা! সদ্যোজাত শিশুর ওষ্ঠের হাসি—আমাকে ব্যঙ্গ ক'রে যেন ব'ল্লে—দ্রোণ! এই পুত্র! সহস্র অমঙ্গলের আশঙ্কা থাকলেও একে পরিত্যাগ করা যায় না!

অশ্ব। পিতা—

দ্রোণ। বাধা দিও না বৎস, শোন। ধীরে ধীরে পর্ণকুটীরে ফিরে এলেম; তোমার মূর্চ্ছিতা গর্ভধারিণীর অঙ্কে তোমায় আবার শুইয়ে দিলেম;—তার পর—তার পর—উদরান্নহীন দরিদ্রের কুটীরে অভুক্ত শিশুকে কোলে ক'রে ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী আমরা, কত বিনিদ্র রজনী যে তোমাকে শুধু চোখের জলে সিক্ত করেছি—অন্তর্যামী ভিন্ন কে তার সাক্ষী! সেই অভিশপ্ত দারিদ্রের উত্তপ্ত অশ্রু—বৎস, আমার পূর্ব্বপুরুষের ব্রাহ্মণত্বকে তিলে তিলে ক্ষয় ক'রে আজ আমাকে এমন স্থানে এনে ফেলেছে, যেখানে দাঁড়িয়ে আমি আর দুর্য্যোধনের কোন অন্যায়েরই প্রতিবাদ ক'রতে পারি না।

অশ্ব। যদি আমার জীবন এম্‌নিভাবে আপনার আক্ষেপের কারণ হ'য়ে থাকে, তা হ'লে পিতা, সদ্যোজাত আমাকে নদীগর্ভে বিসর্জ্জন দেওয়াই তো উচিত ছিল!

দ্রোণ। অশ্বত্থামা, অভিমানে আমার প্রতি নিষ্ঠুর হ'য়ো না। আক্ষেপ নয় বৎস, আক্ষেপ নয়,—আকাঙ্ক্ষা, দুর্দ্দমনীয় আশা, আমার

একমাত্র সান্ত্বনা! অশ্বত্থামা, পৃথিবীর রাজকুলের সৃষ্টি হওয়ার বহু পূর্ব্বে ধরণীতো একদিন আমারি মত দরিদ্রের আবাস ছিল? বহুজনের প্রাপ্য, বহুজনের ভোগ্য উদরান্ন অপহরণ ক'রেই না রাজার সৃষ্টি?

অশ্ব। পিতা, এ আপনি কি বল্‌ছেন?

দ্রোণ। যতই দারিদ্র্যে নিষ্পেষিত হয়েছি, শৃগাল কুক্কুরের অপেক্ষাও দীন ভিক্ষার্থী ব্রাহ্মণ, শুধু ঘৃণায় নয়—ভয়ে লোকে আমায় দেখে দূরে স'রে গেছে—অকল্যাণ আশঙ্কায় আমার ছায়াও স্পর্শ করেনি! সহপাঠী দ্রুপদ কুক্কুরের মত আমায় তাড়িয়ে দিয়েছে; ওঃ! কি ব'লব বৎস, সেই নির্ম্মম তাচ্ছীল্যের মাঝে তোমার ক্ষুধাকাতর মুখ দেখেছি, আর মনে হ'য়েছে আমার এ পুত্র তো অমর, পৃথিবীর অধীশ্বর হ'তে এর বাধা কি?

অশ্ব। আমি অধীশ্বর হব, আপনি এমন কল্পনা করেন?

দ্রোণ। বাধা কি? পৃথিবীর প্রথম রাজাও একদিন আমারই মত দরিদ্র ছিল; ক্ষুধার তাড়নে সে আমমাংস ভক্ষণ ক'রেছে, তার কটিতে বস্ত্র ছিল না, মাথায় আচ্ছাদন ছিল না; সেও একদিন যে তার ক্ষুধিত পুত্রকে বুকে ক'রে আমারি মত আধিপত্যের স্বপ্ন দেখেনি—কে সে কথা ব'লতে পারে! কে ব'লতে পারে, এই দুর্জ্জয় ক্ষুধার তাড়নই তাকে সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি দেয়নি? তার পর, যদি দুর্য্যোধন হস্তিনার অধীশ্বর হ'তে পারে, যদি জরাসন্ধ, শিশুপাল, কংস, এই সব অত্যাচারী, মনুষ্য-নামের কলঙ্ক, পশুচরিত্র অধমেরা ধরিত্রীর শাসনদণ্ড গ্রহণ ক'রতে পারে, আর মানুষ সে শাসন অবনত মস্তকে বহন ক'রতে দ্বিধাবোধ না করে—তখন রামশিষ্য দ্রোণাচার্য্যের পুত্র ভারদ্বাজ অশ্বত্থামা কি এতই হীন, যে, সে সিংহাসনের গৌরব আকাঙ্ক্ষা ক'রবার অধিকারী নয়?

অশ্ব। পিতা, একি উচ্চাভিলাষের বহ্নি আপনি আমার অন্তরে জ্বেলে দিচ্ছেন; এ যে আমি ধারণা ক'রতে পারছি না!

দ্রোণ। কিন্তু বৎস, এই কুরু ও পাণ্ডব, বিশেষতঃ এই দুর্য্যোধনই

তোমার সিংহাসনের পথ নিষ্কণ্টক ক'রে রেখেছে! আমি বহুদিন হ'তে জানি, আজ দুর্য্যোধনের আচরণে দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট দেখ্‌তে পাচ্ছি, কৌরবদের কেউ থাকবে না; আর পাণ্ডব? অশ্বত্থামা, তারাও কেউ অমরত্ব নিয়ে জন্মগ্রহণ করেনি।

অশ্ব। কিন্তু পিতা, সিংহাসন তো ব্রাহ্মণের জন্য নয়?

দ্রোণ। কিন্তু এই দাসত্ব? এ কি ব্রাহ্মণের জন্য? এই ভিক্ষা, এই দারিদ্র্য, এই অনাহারের ক্লেশ, এ কি কেবল ব্রাহ্মণের জন্যই সৃষ্টি হ'য়েছিল? দ্রুপদের সে অপমান, সেই ঘৃণা, এ কি চিরদিনই দীন ব্রাহ্মণের শিরোভূষণ হ'য়ে থাকবে! বলদৃপ্ত, মদান্ধ ক্ষত্রিয়-নিষ্পেষিত ব্রাহ্মণ যদি তার প্রতি বহু বর্ষের অত্যাচারের প্রতিশোধ নেয়, তাতে আশ্চর্য্য হবার কি আছে? বৎস, এই ক্ষত্রিয়দের ধ্বংসের সঙ্গে আর্য্য-কীর্ত্তি লোপ পাবে; অনার্য্যেরা ভারতবর্ষে অধর্ম্মের পতাকা উড়াবে; এই অবসরে ব্রাহ্মণ যদি মৃত্যুমুখে পতিত ক্ষত্রিয়ের হাত থেকে রাজদণ্ড কেড়ে নেয়, তাতে অধর্ম্ম কি? পাপ কি? এই জেনে, এই বুঝেই আমি ক্ষত্রকুলক্ষয়কারী দুর্য্যোধনের কোন অন্যায়েরই প্রতিবাদ করিনি! আমি জানি, ভারত যুদ্ধে আমি থাকবো না; প্রাণদানে আমার জ্ঞানকৃত কার্য্যের প্রায়শ্চিত্ত, আমাকে ক'রতেই হবে; কিন্তু তুমি থাকবে চির অক্ষয়, চির অমর—ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণ রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা!

দুঃশাসনের প্রবেশ

দুঃশাসন। আচার্য্য, আমি আপনারই সন্ধানে এসেছি; কুরুপতি পাণ্ডবদের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই যুদ্ধ ঘোষণা ক'রছেন। আজই পিতামহকে সৈন্যাপত্যে বরণ ক'রতে হবে। আপনি আসুন; কুরুপতি আপনাকে প্রণাম জানিয়েছেন।

দ্রোণ। দুঃশাসন, এ সংবাদ আমার পক্ষে শুভ; অতি আনন্দের।

কুরুবৃদ্ধ ভীষ্মই এই বিরাট যুদ্ধের সেনাপতি হবার যোগ্য। তিনি কার্ম্মুক ধারণ ক'রলে, নরলোক তো তুচ্ছ, দেবলোকে এমন কে আছে, যে তাঁর শক্তির প্রতিরোধ ক'রতে পারে। চল বৎস, আমি যাচ্ছি।

[দুঃশাসনের প্রস্থান

এস অশ্বত্থামা, ক্ষাত্রধর্ম্মাবলম্বী ব্রাহ্মণ-সন্তান তুমি—সম্মুখে রক্ত পারাবার দেখে বিস্মিত হোয়ো না। জেন' এই শোণিত-তরঙ্গ অতিক্রম ক'রে যারা জীবিত থাকবে, তারাই মহা ভাগ্যবান্।

[দ্রোণাচার্য্যের প্রস্থান।

অশ্ব। পিতা,
এ কি শক্তি বাক্যে তব, এ কি মাদকতা!
কিবা তীব্র উগ্র বিষধারা
প্রবাহিত অকস্মাৎ শান্ত ধমনীতে,
হৃদয়ের দ্বারে দ্রুত করিছে আঘাত!
এ কি নব জাগরণ—
নূতন আলোকপাত নয়নে আমার!
দেখি বিশ্ব ভিন্নরূপ,
ভিন্নরূপ হেরি নিজ কায়া!
মুহূর্ত্তের পূর্ব্বে ছিল যেই অশ্বত্থামা,
মৃত বিগলিত মাংসপিণ্ডে তার, পিতা,
কি মন্ত্র ঔষধে দিয়ে গেলে নূতন আকার?
আপনারে না পারি চিনিতে!
লাঞ্ছিত দরিদ্র দ্রৌণি,
ভারতের সিংহাসন সম্মুখে তাহার
করে আকর্ষণ,
অন্তরায়—

মাত্র এক অতি-সূক্ষ্ম রক্ত-যবনিকা
দেখি, কোষমুক্ত তরবারি
কতদিনে তারে বিচ্ছিন্ন করিতে পারে ? [প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

প্রান্তর

অস্তির প্রবেশ

(গীত)

এস পাই—নিমিষে হারাই,
কাছে এস—তবু দূরে স'রে যাই।
বুঝিতে না পারি লুকোচুরি এই,
ভাঙ্গা ঘরে খেলা, শেষ কিবা নেই,
হাসিতে চাহে না প্রাণ কাঁদিয়ে বেড়াই।
ফোঁটা ফোঁটা জলে—যদি প্রাণ গলে,
ডেকে দিও ঠাঁই কভু চরণ তলে,
পিয়াসা বাড়ায়ে আমি পিয়াসা মিটাই।

প্রাপ্তির প্রবেশ

প্রাপ্তি। সেই স্বর—সেই কণ্ঠ—বহুদিনের বিস্মৃত সেই আকুল ক্রন্দন!—কে তুই? সত্য কি সেই? বেঁচে আছিস্? এখনো বেঁচে আছিস্?

অস্তি। দিদি! দিদি! তুমি? তোমার এমন দশা হ'য়েছে? আহা!

প্রাপ্তি। সেইত! সেইত! তুই আমায় দেখে "আহা" ক'রছিস্? আহা! আমারও এই বুকের ভেতর থেকে দিবারাত্র গর্জ্জে ওঠে 'আহা!' 'আহা!' রক্তাক্ত মৈনাক ধূলায় লুটিয়ে প'ড়েছে—আর

ডাকেনি, সে স্থির চক্ষে আর এ পৃথিবীর আলোক প্রবেশ করেনি। আহা! রাজরাজেশ্বর মৃত, আমি এখনও বেঁচে আছি; এ দশা যে ক'রেছে তাকে—তাকে—আজই শেষ হ'য়ে যেত! পাল্লেনা—ভীরু—কাপুরুষ!

অস্তি। দিদি, এখনও ভোলনি? আজও নিস্ফল আক্ষেপে ঘুরে বেড়াচ্ছ? মথুরার অধীশ্বরী তুমি, তোমার এ দশা দেখে যে, বুক ফেটে যাচ্ছে!

প্রাপ্তি। আমার এ দশা কে করেছে! ভুলব? ভুলব? নিস্ফল আক্ষেপ? না—না।

নিমেষের শান্তি তার করিতে হরণ,
মথুরার অধীশ্বরী আমি—
আসমুদ্র ভারতের প্রতি জনপদে
জ্বেলেছি অনল,
ধূ—ধূ—দাবানল—
হৃদয়ের বহ্নিসম সতত প্রবল!
গোপ-বংশে হীন কুলাঙ্গার,
ক্ষুদ্র পতঙ্গের সম
সেই দীপ্ত বহ্নি মাঝে
অবিশ্রান্ত ফিরে দিশেহারা—!
হাঃ—হাঃ—
কি আনন্দ তাহে!
ধ্বংসযজ্ঞে উঠিতেছে ধূম,
হৃদ-ধূম আচ্ছন্ন তাহাতে!
প্রান্তরে চলিতে আজি
দেখি অস্তি জরাসন্ধ-সুতা—

বনিতা কংসের—
কণ্ঠে তার সেই বিষ সম প্রবাহিত!
যাদুকরে করেছে উন্মাদ!
এক রক্ত দুই ঠাঁই!
বোন, আদরিণী ভগ্নী মোর,
হেরি তোরে উদ্বেলিত সন্তাপ সাগর—
আয় বক্ষ মাঝে।

অস্তি। দিদি! দিদি!

প্রাপ্তি। এখনও আপনার জন আছে! তোকে কোলে ক'রে মানুষ করিছি, বাল্যে তোর অস্ফুট কণ্ঠে দিদি বলা শুনেছি; যৌবনে স্বামীর পার্শ্বে তোকে শুইয়ে আনন্দে উচ্চ হাসি হেসেছি—সেই তুই এখনও এমন?

একা নারী, কত পারি? অক্কুরন্ত পথ—
ক্ষত পদ চলিতে চলিতে!
কত দেশে যাই,
উত্তেজিত করি কতজনে,
এক মাতৃগর্ভে স্থান লভিয়াছি দোঁহে,
তুই যদি হতিস্ সহায়?
আয়—আয়—করে কর—একপ্রাণ—
এক লক্ষ্য দোঁহাকার,
দুই ক্ষুধার্ত্ত বাঘিনী,
রুধির পিয়াসী ভৈরবী ডাকিনী দুই,
আয় সৃষ্টি দিই রসাতলে,
স্বর্গ মর্ত্ত্য করি একাকার,—
দেখি, স্বামিহন্তা জীয়ে কতদিন,

দেখি, চরাচরে শক্তিধর আছে কেবা,
রমণীর প্রতিহিংসা হ'তে
রক্ষা করে যাদব অধমে !

অস্তি। দিদি, দিদি, এ তুমি কি ব'লছ আমায় ? তাকে হত্যা ক'রব আমি ?

প্রাপ্তি। হাঁ—তুই ! কেন করবিনি ? সে কে ? তুচ্ছ মানুষ বৈ তো নয় ? সে আমাদের স্বামীকে হত্যা ক'রেছে, পিতাকে হত্যা ক'রেছে, আমাদের মত কত নারীকে অসহায়া ক'রে, ভিখারিণী ক'রে পথে ছেড়ে দিয়েছে ; কি অন্যায় যদি আমরা তার প্রতিশোধ নিই ? রক্তের পরিবর্ত্তে রক্ত—কোন দোষ নেই—কোন পাপ নেই ! আয়—আয়, তুই আমার সহায় হ'। স্বামীর কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলেম, সে প্রতিজ্ঞা পূর্ণ ক'রে, চল্ স্বামীর চরণে জুড়ুইগে। সে তো তোকে বিশ্বাস করে, তার বুকে ছুরী বসিয়ে দে ; তার অন্নে বিষ, পানীয়ে বিষ, শয্যায় বিষ দিয়ে তাকে হত্যা কর্।

অস্তি। দিদি, রক্তের পিপাসায় তুমি এমনই অন্ধ, আজও তাকে চিনতে পারলে না ? কা'কে হত্যা ক'রতে ব'লছ ? তাকে দেখলে যে আমি সব ভুলে যাই। স্বামিশোক ভুলি, পিতার শোক ভুলি, সংসার ভুলি, নিজেকে ভুলি ! তাকে দেখে অবধি সংসারে তো আর কিছু দেখতে পাইনে। যেদিকে চাই, সেই দিকেই তাকে দেখি—তার কথা শুনি। তোমার সঙ্গে কথা কচ্ছি, অন্তরে সে ! হু—হু ক'রে বাতাস বইছে, মনে হ'চ্ছে সে ডাকছে—'মা' 'মা' ! সে যে সব ভুলিয়ে দিলে—আমি যে নিজেকে খুঁজে পাইনে ! তাকে হত্যা ক'রব ? দিদি, তুমি এমনি পাগল হয়েছ ? আহা !

প্রাপ্তি। আবার 'আহা' ? আবার 'আহা' ? তোকে যাদু ক'রেছে—তোকে যাদু ক'রেছে। বোন্ ! বোন্ !

অস্তি। না, আর আমি 'তোমার বোন্ নই'। আমার মা, বাপ, ভাই, বোন্, স্বামী—সব সে—সব সে। আমার আর কেউ নেই—কেউ ছিল না; শুধু সে ছিল—সে আছে—সে থাকবে। কাছে থাকে—আবার পালায়! এই আসে—এই ছুটে যায়। আমি তাকে পাই—আর হারাই—আবার খুঁজতে ছুটি। এই খেলায় আমি উন্মত্ত হ'য়ে আছি, বিভোর হ'য়ে আছি। হাসি, কাঁদি! সে কি সুখ, কি আনন্দ! —দিদি, তুমি আমায় ছেড়ে দাও; তোমার চক্ষে এ কি বিভীষিকা! আমায় ছেড়ে দাও, আমি পালাই, তাঁর কাছে যাই।

প্রাপ্তি। যা—যা—অবিশ্বাসিনী নারী, যা—যা—দূরে স'রে যা! এখনও মমতা আছে, পালা—পালা! নইলে কি জানি, যদি তোকে হত্যা করি? তোর গলা টিপে মারি? রাক্ষসী আমি—সকল মমতা ভাসিয়ে দিয়েছি যার চরণে—সে আমায় ব'লছে "ওকে হত্যা কর্, হত্যা কর্!" তুই—পালা—পালা। আমি মহাশ্মশানে চিতা সাজাতে চলিছি; তাকে পোড়াব—সেই শ্রীকৃষ্ণকে পোড়াব! আমি যেমন পুড়ছি, তেমনি তিলে তিলে তাকে পোড়াব! তুই পালা—পালা! [প্রস্থান।

অস্তি। হে দয়াময়! হে অনাথনাথ! এই উন্মাদিনী নারীকে দেখে আমার প্রাণ গ'লে যাচ্ছে—নিষ্ঠুর! তোমার প্রাণ কি কাঁদে না? আহা! ঠাকুর, কেন এর এমন দশা ক'রলে? এ তোমার কি লীলা? এ তোমার কি খেলা? দীননাথ, তোমার খেলাঘর ভেঙ্গে দাও—এ ভুলের দেশে থাকতে যে প্রাণ চায় না! [প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

কুরুক্ষেত্র—প্রান্তর

শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুন

অর্জ্জুন। হে মাধব! তিষ্ঠ ক্ষণকাল,
রাখ রথ কুরুক্ষেত্র রঙ্গভূমি মাঝে;

যুধ্যমান সেনাগণে নেহারি বারেক।
নেহারি বারেক—
গগনের প্রান্তচুম্বি প্রান্তর মাঝারে—
অগণিত কৌরব পাণ্ডব,
আত্মীয় বান্ধব,
সমাগত যারা রণযজ্ঞে
জীবন আহুতি দানে।
অশ্ব বল্গা করহ সংযত;
মতিমান্,
মুহূর্ত্তের অবসর দেহ সন্ধিক্ষণে।

শ্রীকৃষ্ণ। হে ফাল্গুনি,
রুদ্ধগতি রথনেমি আদেশে তোমার;
সৈন্যসিন্ধু নেহার অদূরে—
প্রলয়ের পূর্ব্বে স্থির জলধি যেমন!
পূর্ব্বভাগে হের ওই কৌরবের দল—
পিতামহ-চালিত বাহিনী,
মেঘদল ঢাকে যথা সূর্য্যের কিরণ,
মহা চমূ আচ্ছাদিয়া ভারত তপনে;—
পার্শ্বে তার সপুত্র আচার্য্য, কৃপ মহাশূর,
দুর্য্যোধন, দুঃশাসন, শকুনি মাতুল,
সোমদত্ত, ভূরিশ্রবা, জয়দ্রথ বীর—
আগুয়ান সমর বিজয় আশে;
পশ্চিমে পাণ্ডব,—
বৃকোদর রক্ষা করে ঠাট;
সহদেব, দ্রুপদ, নকুল

ধর্ম্মরাজে বেড়িয়া চৌদিকে,
দ্রৌপদেয় পঞ্চ, অভিমন্যু শূর,
ঘটোৎকচ, শিখণ্ডী ভীষণ
ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিরাট সাত্যকি,
পুত্রপৌত্র আদি আত্মীয় স্বগণ—
শ্যালক সম্বন্ধী সখা—
যমজয়ী জনে জনে !

অর্জ্জুন। এ কি দৃশ্য দেখি মহাভাগ,
নরমুণ্ডে আচ্ছাদিত ভূমি !
কোটী কোটী প্রাণী এই
মুহূর্ত্তেক পরে পড়িবে আহবে !
কি উল্লাস তেজোদ্দীপ্ত বদনে সবার,
নরঘাতী আকাঙ্ক্ষা দুর্জ্জয়—
তীক্ষ্ণ অসি করে সমুদ্যত সবে
পরস্পর হৃদিরক্ত পানে !
রাক্ষস ইপ্সিত এই বীভৎস আচার
মানবের কল্পনা অতীত !
যদুপতি ! ক্ষমা কর মোরে,
এ দৃশ্য দেখিতে নারি আর।
শুষ্ক মুখ—স্বেদসিক্ত
কম্পান্বিত কলেবর মোর,
শুষ্ক তালু, ভারাক্রান্ত অঙ্গগ্রন্থি,
অবসন্ন প্রাণ,
অক্ষম দুর্ব্বল বাহু গাণ্ডীব ধারণে !

হৃষীকেশ! কর ক্ষমা—
সংগ্রামে বিরত আমি।

শ্রীকৃষ্ণ। হে বিজয়!
অকস্মাৎ এ কি শুনি বিপরীত বাণী?
বুঝিব কি ভয়ে ভীত অজেয় অর্জ্জুন
কৌরবের মহাসৈন্য হেরি'
চাহে ভীরু সম পৃষ্ঠ দিতে রণে?

অর্জ্জুন। নহে ভয়—যদুপতি, নহে ভয়;
মমতায় ব্যথিত এ প্রাণ।
নিষ্ঠুর এ হত্যা কার্য্য—অতি হীন যেই
শিহরে সে কল্পনা করিতে;
নরোচিত নহে ইহা।
এই গাণ্ডীব করিনু ত্যাগ,
পদে ধরি কহি মহাভাগ,
ক্ষমা কর মোরে;
আমি যুদ্ধ কভু না করিব।

শ্রীকৃষ্ণ। ভারতের সিংহাসনে
নির্ব্বিবাদে বসিবে কৌরব,
রাজছত্র দুর্য্যোধন শিরে—
আর বীর-শ্রেষ্ঠ পঞ্চ ভাই পাণ্ডুর তনয়
বনে বনে ভিখারীর বেশে করিবে ভ্রমণ
পরদত্ত অনুগ্রহ চাহি',—
নরোচিত হবে সমুচিত?

অর্জ্জুন। কিবা ক্ষতি? কতদিন প্রাণ?
কতদিন ভ্রমিব ধরায়,

কতদিন নিগ্রহ ভুঞ্জিব,
কাহারে বধিব রণে ?
তীক্ষ্ণধার শাণিত শায়ক—
কার রক্ত করিবে হে পান ?
অতি পূজ্য নমস্য সবার—
ভরত বংশের ওই গৌরবের কেতু,
অতি বৃদ্ধ পিতামহ,
পুত্রসম করেছে পালন—
কোন্ প্রাণে
তাঁর বক্ষে করিব হে অস্ত্রের আঘাত ?
গুরু দ্রোণ—
অতি স্নেহে বঞ্চিয়া তনয়ে নিজ
অকপটে বিদ্যাদান ক'রেছেন মোরে,
প্রহারিব লোল চর্ম্মে তাঁর !
জ্ঞাতি দুর্য্যোধন—একরক্ত ধারা,—
আর আর আত্মীয়-স্বজন,
মম পক্ষে প্রাণাধিক প্রিয়পুত্র,
ভ্রাতা, ভ্রাতৃসুত, মিত্র আদি
কতজন ত্যজিবে জীবন,
আমি হব কারণ তাহার ?
না, না—অতি হীন গর্হিত এ আচরণ,
আমা হ'তে না হবে সম্ভব !

শ্রীকৃষ্ণ। অবহেলে ক্ষাত্রধর্ম্ম দিবে বিসর্জ্জন ?

অর্জ্জুন। ক্ষাত্রধর্ম্ম যদি হয় স্বজাতি নিধন,
ক্ষাত্রধর্ম্ম যদি হয় নির্ম্মম এমন,

তবে ক্ষাত্রধর্ম্ম যাক্ রসাতলে
তাহে মোর নাহি প্রয়োজন।
জনার্দ্দন,
আমি বংশগত ধর্ম্ম ত্যজি'
অধর্ম্মের লইব আশ্রয়,
কিন্তু কুলক্ষয় করিতে নারিব।
কার তরে বাঞ্ছি সিংহাসন?
কে করিবে ভোগ?
তুচ্ছ এই ধরা—কর্কশ মৃত্তিকা স্তূপ;
তুচ্ছ আধিপত্য তার,
তুচ্ছ তার রাজসিংহাসন,—
প্রাণহীন স্বর্ণপিণ্ডে গঠন যাহার,
ত্রৈলোক্যের সিংহাসন
প্রলুব্ধ করিতে মোরে নারিবে কখনো,
জ্ঞাতিবধ গুরুবধে এই—
প্রায়শ্চিত্ত যার
অনন্ত নরকভোগে না হবে সাধন।
হে শ্রীহরি,
ভিক্ষা-অন্ন শত গুণে শ্রেয় গরীয়ান্
রুধিরাক্ত পরমান্ন হ'তে।

শ্রীকৃষ্ণ। হে অর্জ্জুন, চমৎকৃত করিলে আমারে!
মোহাচ্ছন্ন দুর্ব্বল হৃদয়,
বালক-উচিত বুদ্ধি,
বিজ্ঞতার ভাণে কহ পণ্ডিতের ভাষা,—
অর্থ যার অজ্ঞাত তোমার।

আসন্ন সমর ত্যজি' যদি কর পলায়ন,
হাস্যাস্পদ হবে লোকে ;
ক'বে সবে,—নহে বিবেক তাড়নে,
ভয়ে রণে দেছে ক্ষমা
কাপুরুষ তৃতীয় পাণ্ডব।
ছি ছি নিন্দার ভাজন হবে ক্ষত্রিয় সমাজে
ধর্ম্মভাণে দৌর্ব্বল্যের লইলে আশ্রয় !

অর্জ্জুন। বাঞ্ছনীয় উপহাস
কিম্বা নিন্দা গ্লানি যত,
এই আসুরিক আচরণ হ'তে।
সর্ব্বশাস্ত্রে সর্ব্বধর্ম্মে কহে,
হিংসার অধিক পাপ নাহিক জগতে।

শ্রীকৃষ্ণ। মূর্খ সম এক কথা কহ বারবার,
নাহি বুঝ কিবা পাপ, কিবা পুণ্য,
হিংসা কহে কারে !
অহঙ্কারে বিমূঢ় অজ্ঞান,
ভাব মনে তুমি বধিবে কৌরবে ?
নাহি জানি কেবা বধ্য, বধকর্ত্তা কেবা,
নাহি জান জীবন মরণ রহস্য দুর্জ্ঞেয়,—
তাই মমতার আবরণে ঢাকি' ভীরুতা আপন,
ব্যর্থ মহত্বের করিছ প্রচার !
ওঠ, ধর শরাসন,
যুদ্ধকামী অরাতির হও সম্মুখীন,
বীরত্বে প্রতিষ্ঠা কর নরত্ব তোমার

অর্জ্জুন। ক্ষমা কর দেব,

বিঘূর্ণিত মস্তিষ্ক আমার,
রবিরশ্মি নির্ব্বাপিত,
নির্ব্বাপিত নয়ন আলোক,
হেরি চারিধার দুর্ভেদ্য আঁধার,
শুনি অমঙ্গল ধ্বনি—
হাহাকার মহামার বেড়িয়া অবনী!
হৃদ্‌পিণ্ড দলিত মথিত!
লভি জন্ম শ্রেষ্ঠ নরকুলে,
অতিহীন হিংসার তাড়নে
নরহত্যা করিতে নারিব।
হৃষীকেশ, প্রণমি তোমায়,
ত্যজি রাজ্যস্পৃহা,
ত্যজি পাপ রণক্ষেত্র এই,
আমি যাই—বনবাসে লইগে আশ্রয়!

শ্রীকৃষ্ণ। কোথা যাও? তিষ্ঠ হেথা;
নাশি' অজ্ঞানতা, নাশি' মোহ,
উদ্বোধিত কর সত্য নরত্ব তোমার!
হিংসা কারে কহ?
যতদিন ভঙ্গুর এ শরীর ধারণ,
জীবন-প্রবাহ বদ্ধ যতদিন দেহের বেষ্টনে,
হিংসা নিত্য সহচরী তব;
প্রতি শ্বাসে কর কোটী প্রাণী নাশ;
প্রতি পদক্ষেপে
অগণিত প্রাণী হত্যা কত!
কীটাণু গঠিত দেহ

হিংসায় জনম—হিংসায় বৰ্দ্ধিত সর্ব্ব ;
আহারে বিহারে, আরামে বিরামে
চলে প্রাণী হিংসি' পরস্পরে,
জীবনের ধারা তাই ধায় অবিরাম।
মুক্তকেশী মহাকালী রুধির লোলুপা,
জননী বিশ্বের—
সৃষ্টির অনাদি শক্তি,
তাই হিংসা-খড়্গে ছেদি' শত্রুশির,
জীবঘাতী অসুরের হৃদি ভিন্ন করি'
রাখেন বিশ্বের সৃষ্টি। বীর তুমি,
অসুর বিনাশে পার্থ,
নাহি কর বৈরাগ্যের ভাণ!

অর্জ্জুন। ভাণ?
তবে কি মাধব, অধর্ম্ম অহিংসা-ব্রত?

শ্রীকৃষ্ণ। যতদিন দেহজ্ঞান,
কোথা স্থান অহিংসার?
অহিংসা পরম ধর্ম্ম নাহিক সন্দেহ ;
কিন্তু সে নীতি কাহার?
আত্মপরভেদাভেদজ্ঞান শূন্য যেই,
সুখে-দুঃখে সম বুদ্ধি,—
স্থিত জ্ঞান, আত্মতত্ত্ব প্রকটিত যার,
জীবব্রহ্ম উপলব্ধি করিয়াছে যেই—
যেই জন ব্রহ্মজ্ঞানে ব্যাঘ্রে দেয় কোল,
সর্প ফণা ধরে গলদেশে,
বিষামৃত সমান যাহার,

কর্ম্মফলত্যাগী সন্ন্যাসী প্রবর,—
অহিংসা পরম ধর্ম্মে অধিকারী সেই।
তুমি বদ্ধ জীব, স্বামী অভিমানে
লক্ষ্য-ভেদে লভেছ পাঞ্চালী,—
স্বামী তুমি, রক্ষক তাহার,—
সভা মাঝে বিবস্ত্রা করিল তারে—
বিহার-সঙ্গিনী তব
উলঙ্গিনী দীপ্ত দিবালোকে
সম্মুখে তোমার নারকীর অত্যাচারে,
আর—
তুমি করি' বৈরাগ্যের ভাণ,
কহ মমতা-কাতর স্বরে,
অহিংসা পরম ধর্ম্ম সনাতন নীতি ?

অর্জ্জুন। কিন্তু গুরুবধ—আত্মীয় বিনাশ !
নারায়ণ, হতবুদ্ধি, বুঝিতে না পারি
কেমনে নাশিব প্রাণাধিক স্বগণে আমার ?
নিষ্ঠুর এ ধ্বংস-যজ্ঞে কেমনে হইব ব্রতী ?

শ্রীকৃষ্ণ। পুনঃ কহ কেমনে নাশিব ?
পুনঃ ভাব মনে নাশকর্ত্তা তুমি ?
দেহী ভাবি'—দেহ বধে কাতর এখনো ?
কে কহিল ধ্বংস ইহা ?
অস্তিত্ব যাহার ছিল না কখনো,
মায়াঘোরে বস্তুত্ব বিচার যাহে,
—ধ্বংস তার কেমনে সম্ভবে ?
আর তাই যদি হয়,

এই দেহ—মুহূর্ত্তে বর্ত্তন যার,
প্রতি পলে ধ্বংস মুখে অগ্রসর যেই,
কৌমার যৌবন জরা
বার্দ্ধক্যের করিয়া আশ্রয়,
নিত্য ভাব তারে তুমি ?
মূর্খ,
কহ কেমনে নাশিব তারে ?

অর্জ্জুন। প্রকৃতি নিয়মে সত্য যদি মরিবে সকলে,
আমি কেন হব হত্যাকারী ?
—প্রভু!—ধরি পায়,
উত্তেজিত আর কোরো না আমারে।

শ্রীকৃষ্ণ। হে অর্জ্জুন!
সখা জ্ঞানে আলিঙ্গন করিয়াছি তোমা,
নর মাঝে নরোত্তম তুমি,
—নর-নারায়ণ,
দিব্য জ্ঞান দানি আজি ;
জ্ঞান চক্ষে হের মতিমান্!
প্রকৃতি-নিয়মে টুটিবে এ মায়ার বিকার ;
অসত্যে গঠন যার,
অনিত্য সর্ব্বদা সেই!
কেবা মরে, কেবা কারে মারে ?
আত্মা অবিনাশী সদা!
ঘটে ঘটে প্রকাশ যাহার,
ঘট নাশে নহে ধ্বংস তার।
নিত্য বিরাজিত সেই,

জনম মরণ ব্যবধান হীন,
—নহে ছেদ্য অস্ত্রের আঘাতে,
অদাহ্য—অশোষ্য সদা
—সদা ক্লেদহীন, পরিধি বিহীন,
অসীম—অনন্ত—ছেদ-শূন্য মহাপারাবার !

অর্জ্জুন। যদুপতি !
এ কি, কোথা ল'য়ে যায় মোরে ?
এ কি দীপ্তি অন্ধকার মাঝে,
ক্ষণে—ক্ষণে বিদ্যুৎ চমক সম
বিভ্রান্ত করিছে প্রাণ !
ধর দেব, ধর কর দৃঢ় করি',
চরণ বহিতে নারে দেহ ভার আর !
ঘোরে মস্তিষ্ক আমার,
অর্ব্বুদ—অর্ব্বুদ বিশ্ব
ফুটে—টুটে—হয় লয় কে করে নির্ণয়,
মিশে কোন্ সীমাহীন ভীম পারাবারে !
আচ্ছন্ন সম্বিৎ,
জ্ঞানহারা আমি—আমারে নিষ্কৃতি দাও।

শ্রীকৃষ্ণ। হে পার্থ !
হীন ক্লৈব্য কর পরিহার,
কর দূর মোহ আবরণ,
ছিন্ন কর তুচ্ছ মায়াপাশ ; দেখ চেয়ে—
আমি কৃষ্ণ—সম্মুখে তোমার
ইষ্ট সবাকার !
স্থাবর জঙ্গম বিশ্ব চরাচর

বিরাজিত প্রতি লোমকূপে ;
শশী সূর্য্য নয়ন আমার ;
সরিৎ সাগর অদ্রি, গ্রহ উপগ্রহ,
বিদ্যমান আমারে আশ্রয় করি' ;
আমি প্রাণ নিখিল ভুবনে,
আমি জীব, আমি শিব,
আমি—আমি—কারণ সলিলে ;
আমি কালান্তক,—মহাকাল আমি,
মায়ানাশে নামের বিকার
আমি করিয়াছি নাশ ;
ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ মহাশূর,
আর আর যোদ্ধৃবৃন্দ যত,
পূর্ব্ব হ'তে হত সব প্রভাবে আমার !
পরন্তপ, অমৃতের পুত্র মহাভাগ ।
সর্ব্বধর্ম্ম করি' পরিহার,
লহ একমাত্র আমার শরণ ;
ত্যজ খেদ, করি' ত্রাণ সর্ব্বপাপ হ'তে
মহামুক্তি আমি দিব তোমা ।
উঠ—জাগ—ধর করে বিজয় গাণ্ডীব,—
প্রমত্ত বিক্রমে নাশি,
ধর্ম্মঘাতী—অরাতির দল
সব্যসাচি !
অক্ষয় কীর্ত্তির স্তম্ভ করহ স্থাপন !

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

ভীষ্মের শিবির সম্মুখ

দুর্য্যোধন

দুর্য্যো। একে একে গত সপ্ত দিন—
মম পক্ষে অগণিত সৈন্য হত,
মৃত আত্মীয় বান্ধব কত,
কিন্তু পাণ্ডুকুল অক্ষয় অমর
সমভাবে যুঝে ভীষ্ম সনে!
বুঝিতে না পারি,
কোন্ দৈব বলে
অবহেলে সহে সবে ভীষ্ম-পরাক্রম!
সমরান্তে
নিত্য আসে যুধিষ্ঠির পিতামহ পাশে,
নিত্য যাচে আশীর্ব্বাদ!
বৃদ্ধ—স্বভাবতঃ কোমল-হৃদয়,
হয় সন্দেহ উদয়,
স্নেহবশে কার্পণ্য করিয়া
যুঝে শান্তনু-নন্দন,
তাই জীয়ে অধম পাণ্ডব!
দেখি, নিজ বুদ্ধি দোষে
রচিয়াছি নিজ মৃত্যুজাল!

যা হবার হবে—আমি সন্দেহ ঘুচাব,
হারি কিম্বা জিনি
পর মুখ না চাহিব আর ;
নিজ ভার নিজে আমি করিব গ্রহণ।

ভীষ্মের প্রবেশ

ভীষ্ম। কে ? ওঃ—দুর্য্যোধন ! এ কি মহারাজ, যুদ্ধান্তে শ্রান্ত তুমি, এখনো প্রাসাদে যাওনি ; এখানে অপেক্ষা ক'রছ কেন বৎস ?

দুর্য্যো। পিতামহ, প্রাণ জ্বলে,—
বুঝিতে না পারি নির্ব্বন্ধ দৈবের !
সেনাপতি রামজয়ী তুমি ধনুধারী,
অতুল বিক্রম দ্রোণ সহায় তোমার,
যুঝে কৃপ, অশ্বত্থামা বিক্রমে কেশরী,
ইন্দ্র আদি দেবগণ, বরুণ, শমন
স্তম্ভিত যাদের হেরি সম্মুখ সমরে !
তবু—নিত্য হেরি কুলক্ষয়
পরাজয় মম পক্ষে ;
নিত্য ফিরি বিষণ্ণ-বদনে
সমর-অঙ্গন হ'তে। কহ, কত দিনে
এ লাঞ্ছনার হবে শেষ ?
হয় শত ভাই কৌরব নির্ম্মূল হবে,
নয় মরিবে পাণ্ডব ?

ভীষ্ম। দুর্য্যোধন ! আক্ষেপ না কর।
বৃদ্ধ আমি—তবু প্রাণপণে করি রণ ;
প্রাণপণে করি তব আদেশ পালন ;

কিন্তু কি করিব ? নিয়তি নির্দ্দিষ্ট গতি
ফিরাবার শক্তি নাহি কার'।
বার-বার বলেছি তোমারে
অজেয় পাণ্ডব, রণে দিতে ক্ষমা,
হিতবাণী শোননি কখনো ;
কি করিব ; সাধ্যমত করি যুদ্ধ,
ফলাফল নহে বৎস, আয়ত্তে আমার !

দুর্য্যো। চিরদিন এক কথা—
অজেয় পাণ্ডব—অজেয় পাণ্ডব !
জেয় শুধু কুরুকুল,—
ভীষ্ম সেনাপতি যার !
যদি বুঝেছিলে সার অজেয় পাণ্ডব,
সৈনাপত্য তবে কেন করিলে গ্রহণ ?
কেন বলনি তখন,
দৈব বলবান্,
আর হীন-শক্তি জাহ্নবী-নন্দন ?
ছিল দ্রোণ, ছিল কর্ণ অঙ্গ-অধিপতি,
সাগ্রহে সৈন্যের ভার করিত গ্রহণ :
কিম্বা আমি নিজে
চালিতাম বাহিনী আমার।
কি শত্রুতা ছিল তব সনে
ইচ্ছা করি মজাইলে মোরে ?

ভীষ্ম। দুর্য্যোধন ! দুর্য্যোধন !
আরে আরে কুলের অধম !
—না—না—

হে বাণী করুণাময়ি,
অসংযত রসনা আমার,
তুমি দেবি, হ'য়ো না চঞ্চল,
কোরো না নিষ্ফল
আজন্মের তপস্যা ভীষ্মের ;
মমতা ফিরায়ে দাও, অন্ধ স্নেহ,
বদ্ধ যাহা প্রতিজ্ঞার পাষাণ বেষ্টনে
সন্তাপ তাড়নে যেন শুষ্ক নাহি হয় ;
যেন কৃপায় তোমার, সর্ব্ব অভিশাপ
আশীর্ব্বাদে হয় পরিণত !
কহ দুর্য্যোধন, হস্তিনার রাজা,
কিবা চাহ আমা হ'তে ?
কহ, কোন্ কার্য্যে দেখিয়াছ ত্রুটী ;
সংশোধনে যদি সাধ্য থাকে,
প্রাণদানে সাধি তাহা ।

দুর্য্যো । পিতামহ, ক্রোধ পরিহর ;
অভিমানে কহি কটুভাষ ।
তুমি আজীবন করেছ পালন,
তব ঋণ চিরদিন অশোধ্য আমার,
একমাত্র তোমার ভরসা করি,
দিছি ঝাঁপ দুস্তর এ সমর-সাগরে ;—
কিন্তু কি কহিব,
মন্দ ভাগ্য আমি ! দিন দিন পরাজয়,
দিন দিন পরি কলঙ্কের ভস্মলেপ
ললাটের টীকা,

ঘৃণা হয় বদন দেখাতে নরে।
যদি জান, সত্য অজেয় পাণ্ডব,
কহ মতিমান্,
বিসর্জ্জন দিই প্রাণ অগ্নিকুণ্ড মাঝে ;
কিম্বা ত্যজি লোকালয়
গহনে প্রবেশ করি।
রাজা আমি, বৃথা রাজছত্র ধরি শিরে,
বৃথা আড়ম্বর কৌরব ঈশ্বর,
উঠে ব্যঙ্গপূর্ণ ধ্বনি অবিরাম !
হতমান—হতমান, চূর্ণ দম্ভ—
জীবন থাকিতে ফিরি মৃতের সমান !

ভীষ্ম। জানিনা ভাগ্যের লিপি,
চিরদিন অজ্ঞেয় জগতে তাহা ;
কিন্তু রাজা,
জানি কিছু সামর্থ্য আমার।
দুর্য্যোধন ! ক্ষোভ নাহি কর,
যাও গৃহে লভগে বিশ্রাম ;
কালি প্রাতে করিব সংগ্রাম
ইতিপূর্ব্বে ত্রিলোক দেখেনি যাহা।
যদি বাসুদেবে করিয়া সহায়,
দেব সৈন্যে মিলি, ইন্দ্র, চন্দ্র, শূলি,
মহাশূর কার্ত্তিকেয় প্রবেশে সমরে,
নিবারিতে নারিবে আমারে।
কালি করিব সমর,—
হেরি যাহা ধরণী কাঁপিবে,

শরাচ্ছন্ন দিবাকর
সভয়ে লুকাবে মুখ !
শোন রাজা, শোন প্রতিজ্ঞা আমার—
গুরুদত্ত মহামন্ত্র করি' আবাহন
মহাশক্তি সঞ্চারিব বাণে—
পঞ্চ তীক্ষ্ণ তীর এই,
পঞ্চভাই পাণ্ডুর তনয়
ছিন্ন শির লুটাবে ধরায় যাহে !
যাও গৃহে, পূজা অন্তে পুনঃ হবে দেখা।

[ভীষ্মের প্রস্থান।

দুর্য্যো। আজি কাটিল দুর্দ্দিন,
দেখি সুদিন আগত মোর,
এতদিনে নিশ্চিন্ত হইনু আমি।
আর কারে ভয় ?
হে পাণ্ডব,—
আজি নিশা যত পার করহ উল্লাস ;
কালি সূর্য্যোদয়ে
রণক্ষেত্রে লভিও বিরাম ;
হোয়ো চির-নিদ্রাগত ;
আর সে নিদ্রায় মাঝে মাঝে দেখিও স্বপন—
কুরুক্ষেত্রে রুধির তরঙ্গে ভাসে
সর্ব্ব আকাঙ্ক্ষিত এই
ভারতের মায়া সিংহাসন !

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

হস্তিনার প্রাসাদ-তোরণ

শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুন

শ্রীকৃষ্ণ। কোন চিন্তা নাই; পিতামহের প্রতিজ্ঞা ব্যর্থ ক'রবো আমি। তুমি যাও, নিঃসঙ্কোচে দুর্য্যোধনের সহিত দেখা কর। প্রভাসে, গন্ধর্ব্বরাজ চিত্ররসেন যখন কুরুবধূগণের সহিত সবান্ধব দুর্য্যোধনকে বন্দী করে, তখন তুমি আর ভীম তাদের মুক্ত ক'রেছিলে। সে সময়, অতি আনন্দে দুর্য্যোধন তোমায় একটী বর দিতে চেয়েছিল; সে বর তখন তুমি গ্রহণ করনি; আজ তার প্রয়োজন হ'য়েছে।

অর্জ্জুন। কি বর চাইব?

শ্রীকৃষ্ণ। তুমি দুর্য্যোধনের নিকট তার মুকুট ভিক্ষা কর!

অর্জ্জুন। মুকুট? তাতে কি হবে?

শ্রীকৃষ্ণ। এই মুকুটেই আসন্ন সঙ্কট থেকে তোমাদের রক্ষা ক'রবে। এই মুকুট পরিধান ক'রে তুমি ভীষ্মের শিবিরে গিয়ে তাঁর কাছে পাণ্ডব বিনাশার্থ মন্ত্রঃপূত যে পঞ্চবাণ, তা চেয়ে নেবে।

অর্জ্জুন। তিনি আমায় দেবেন কেন?

শ্রীকৃষ্ণ। তোমায় দুর্য্যোধন ভ্রমে দেবেন; স্নেহ এবং ক্রোধে তাঁর জ্ঞান আচ্ছন্ন হ'য়েছে; তিনি এখন কর্ত্তব্য এবং অকর্ত্তব্য বিচারপরিশূন্য। এই দুর্ব্বলতার সুযোগ তুমি অকুণ্ঠিত-চিত্তে গ্রহণ কর। প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ ভীষ্ম, রাজাদেশ পালন ক'রতে, চিরজীবন ঈশ্বরের আদেশ পালনে অবহেলা ক'রেছেন; সর্ব্ব মানবের পূজা পরিত্যাগ ক'রে রাজ-শোণিতের পূজায় যে মহাত্রুটী, তা সংশোধন ক'রব আমি। যাও, দুর্য্যোধনকে সংবাদ দাও!

অর্জ্জুন। আর তুমি—

শ্রীকৃষ্ণ। আমি ঠিক সময়েই দেখা ক'রব। [শ্রীকৃষ্ণের প্রস্থান।

অর্জ্জুন। যদুপতি!
তুমি যন্ত্রী—
আমি যন্ত্র; চলি-বলি তোমার ইচ্ছায়!

প্রতীহারির প্রবেশ

প্রতীহারি। আপনি কি পুরী প্রবেশ ক'রবেন?

অর্জ্জুন। রাজাকে সংবাদ দাও, তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুন তাঁর সাক্ষাৎপ্রার্থী।

প্রতীহারি। (নতজানু হইয়া) দেব, আমার প্রণাম গ্রহণ করুন। আর্য্য, আপনার নিকট এ প্রাসাদের দ্বার সদাই মুক্ত।

অর্জ্জুন। তুমি সংবাদ দাও; তাঁর উত্তর পেলে আমি যাব।

প্রতীহারি। যথা আজ্ঞা।

অর্জ্জুন। এখানে একদিন বাস ক'রতেম; বাল্যস্মৃতি জড়িত এই প্রাসাদ এখন শত্রুপুরী। ক্ষত্রিয়ের জীবনই বিচিত্র!

দুর্য্যোধনের প্রবেশ

দুর্য্যো। একি! অর্জ্জুন? ভাই, তুমি পুরী প্রবেশ না ক'রে আমায় সংবাদ পাঠিয়েছ কেন? ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম অনুসারে আমরা যুদ্ধ করি; কিন্তু শত্রুতা—সে তো রণক্ষেত্রে! এখন তো আমরা সেই ভাই—কৌরব আর পাণ্ডব। এস মতিমান্, স্বগৃহে প্রবেশ ক'রে আমার আনন্দ বর্দ্ধন কর। এস, বক্ষে এস। (আলিঙ্গন)

অর্জ্জুন। হে জ্যেষ্ঠ, লহ প্রণাম আমার।
আজি আসি নাই—
আতিথ্য হেথায় করিতে গ্রহণ;
কনিষ্ঠ কৌরব—
আসিয়াছি জ্যেষ্ঠের নিকটে

প্রতিশ্রুত বর ভিক্ষা হেতু।
কৌরব ঈশ্বর, করহ স্মরণ—
বহুদিন গত,
চিত্রসেন যবে বন্দী করিল তোমায়—

দুর্যো। বুঝিয়াছি ভাই,
আর বলিবার নাহি প্রয়োজন।
সে ঘোর সঙ্কটে তুমি আর ভীম
রেখেছিলে বংশের সম্মান।
বীরত্বে তোমার—গর্ব্বোৎফুল্ল প্রাণ,
চেয়েছিনু দানিতে তোমায় বর;
তুমি করনি গ্রহণ;
বলেছিলে—লবে সময়ে কখনো ইচ্ছামত তব;
আজি যদি বুঝ প্রয়োজন,
কহ পাণ্ডুর নন্দন, কিবা চাহ তুমি?
অদেয় তোমারে ভাই, নাহি কিছু মোর।

অর্জ্জুন। আমি চাহি মুকুট তোমার।

দুর্যো। চাহ উষ্ণীষ আমার?
অদ্ভুত প্রার্থনা তব!
চাহ শুধু রাজ-শিরস্ত্রাণ—
আর নহে কিছু?
নহে সিংহাসন,
নহে রাজছত্র, রাজত্ব বৈভব?

অর্জ্জুন। নহে।

দুর্যো। কহ—কি অদেয় ছিল মোর?
কহ ভাই, যদি যুদ্ধব্রতী পঞ্চ ভাই

ত্যজি রণ, ত্যজি অভিমান,
আসি হস্তিনার প্রাসাদের দ্বারে,
ভ্রাতৃত্বের পূর্ণ অধিকারে, চাহে বর,
চাহে সিংহাসন, চাহে সর্ব্বস্ব আমার,
কোন্ দানে অসম্মত আমি ?
চাহ মাত্র তুচ্ছ এ মুকুট ?
অতি ক্ষুদ্র ভিক্ষা তব।
লহ-লহ বংশের গৌরব,
লহ এ মুকুট ;
আমি স্বহস্তে পরায়ে দিই
বিজয় মস্তকে তব।
আন নাই নিজ শিরোভূষা ?
হ'ত ভাল—
আজি রাত্রে করিতাম
বিনিময় কিরীট দোঁহার ;
কালি প্রাতে
কুরুক্ষেত্রে মহারণে মাতিতাম পুনঃ।

অর্জ্জুন। শুধিলেনা প্রয়োজন—

দুর্য্যো। আর কিছু শুনিতে না চাহি,
ঋণমুক্ত আজি আমি ;
যাও ভাই,
করি আশীর্ব্বাদ,
প্রয়োজন সিদ্ধ হ'ক তব।

অর্জ্জুন। লহ জ্যেষ্ঠ, প্রণাম আমার। [অর্জ্জুনের প্রস্থান।

দুর্য্যো। অর্দ্ধজয় পূর্ণ দেখি ; ভিক্ষার্থী পাণ্ডব !

রে অর্জ্জুন !
যাও—নিশ্চিন্তে ঘুমাও আজি ;
মুকুট-বিহীন পঞ্চশির
লুটাবে ধরায় কালি !

তৃতীয় দৃশ্য

কুরুক্ষেত্র সমর-প্রাঙ্গণ

দ্রোণাচার্য্য ও অশ্বত্থামা

দ্রোণ। শুন পুত্র, সাবধানে রক্ষা কর ঠাট ;
মহোল্লাসে গর্জ্জে শুন পাণ্ডবের দল ;
কালান্তক যম সম পার্থ ধনুর্দ্ধর—
আগুয়ান্ রণে ; গদা হাতে ভীম ধায়
আক্রমিতে কৌরব-ঈশ্বরে ;
যুধিষ্ঠির যুঝে শল্য সনে ;
অভিমন্যু করে মহামার ;
ধৃষ্টদ্যুম্ন বার-বার করে আস্ফালন !
সহিতে না পারি অরাতি বিক্রম।
তুমি যাও—
নিবার' পাঞ্চালে রণে ;
ধৃষ্টদ্যুম্নে বধি' আমি ঘুচাই জঞ্জাল ;
দ্রুপদের উপেক্ষার দিই প্রতিফল।

অশ্ব। পিতা,
হের ওই রথোপরি ভীষ্ম মহাবীর—
শুভ্রকেশ, শুভ্রবাসে আচ্ছাদিত তনু,
অচল অটল স্থির হেমগিরি যেন—

সৈন্যসিন্ধু মথি' মহা ধন্থু করে
আক্রমিছে ধনঞ্জয়ে !
পার্শ্বে তার চির-অরি দ্রুপদেয় ওই।
পিতা,
দেহ আজ্ঞা—পশুসম বধিয়া অধমে,
কাটি মুণ্ড তার পদে দিই ডালি ।

দ্রোণ । যাও বৎস,—বীরহীন কর মহী ।
আমি দেখি কোথায় পাঞ্চাল ! [উভয়ের প্রস্থান ।

যুধিষ্ঠিরের প্রবেশ

যুধি । আজি দেখি পাণ্ডবের নাহিক নিস্তার !
আজি দেখি
কুরুক্ষেত্র মহারণ হয় অবসান !
কি আশ্চর্য্য ! ধনুর্দ্ধর পার্থ মহাবীর,
তিনপুর হয় দগ্ধ শরানলে যার,
শ্রীহরি সারথী রথে—
তিল নহে স্থির ভীষ্মের সম্মুখে ।
একি মূর্ত্তি ধরে আজি শান্তনু-নন্দন !
পিনাক টঙ্কার শুনি'
কোদণ্ড টঙ্কারে তাঁর—
হয় মনে, যোগভঙ্গে ক্রুদ্ধ মহাকাল
মহারঙ্গে ধায় ব্রহ্মাণ্ড বিনাশ হেতু !
বুঝি বুদ্ধি দোষে মোর
সৃষ্টি নাশ হয় আজি ।
এ কি ! ধৃষ্টদ্যুম্ন করে পলায়ন !

বুঝি আচার্য্য পাঞ্চালে বধে !
কোথা ভীম, কোথা সহদেব,
রক্ষা কর সপুত্র দ্রুপদে । [প্রস্থান ।

নেপথ্যে অশ্বত্থামা } আরে হীন দ্রুপদ-নন্দন,
প্রাণ ভয়ে কর পলায়ন ?
দেখি কোথা জনক তোমার ।

ভীমের প্রবেশ

ভীম । ঐ রথে রাজা দুর্য্যোধন—
কর আক্রমণ—কর আক্রমণ !

ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রবেশ

ধৃষ্ট । শরানলে দগ্ধ তনু—
আজি দেখি প্রমাদ পড়িল ঘোর
ধর্ম্মরাজে ল'য়ে ! ত্রস্ত পাণ্ডবের দল—
মহাসৈন্য আকুল অধীর—
উদ্বেলিত সমর-সাগর—
একগোটা রথী নহে স্থির—
ঘন ঘন মূর্চ্ছিত অর্জ্জুন—
এ হেন সমর-জীবনে দেখিনি কভু !
অন্তরীক্ষে সমাগত দেবগণ সবে
হেরিতে ভীষ্মের রণ !
হেরি চিন্তিত শ্রীহরি,
বুঝিতে না পারি আজি কি হয় সংগ্রামে ?
[প্রস্থান ।

রথোপরি অর্জ্জুন ও শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ

অর্জ্জুন। যদুপতি,
হেরি শরজালে আচ্ছন্ন গগন!
কোথা ভীষ্ম, কোথা পিতামহ—দুর্ভেদ্য আঁধার—
রথ তাঁর দেখিতে না পাই।

শ্রীকৃষ্ণ। হে অর্জ্জুন,
বিস্ময়ে বিমুগ্ধ আমি।
সত্য বটে
কালান্তক যম গঙ্গার নন্দন।
সত্য বটে
রামশিষ্য রামজয়ী ভীষ্ম নাম সার্থক তাঁহার!
সত্য বটে
ক্ষত্রমাঝে ক্ষত্র শ্রেষ্ঠ বীর পিতামহ,
শৌর্য্যে বীর্য্যে জ্ঞানে বা পাণ্ডিত্যে
সমকক্ষ তাঁর কেহ নাহি ভবে!
পরিণাম ভয়ে ভীত আমি;
বুঝিতে না পারি
আজি রণে ধর্ম্মরাজে কেমনে রক্ষিবে!

অর্জ্জুন। বৃথা ছলে হরিলাম বাণ,
কলঙ্কের ডালি বৃথা লইলাম শিরে!
যতক্ষণ দেহে রবে প্রাণ
ফলাফল নাহি গণি,
ভীষ্ম সনে করিব সংগ্রাম;
যদি মরি—
প্রবোধিব মনে,

যোগ্য অরি-করে
ধনু করে সমরে পড়েছি।
ওই আসে পিতামহ,
যদুপতি, চাল অশ্বগণে,
আর ব্যাজ নাহি সহে।

অপরদিক হইতে রথোপরি ভীষ্মের প্রবেশ

ভীষ্ম। রে অর্জ্জুন,
পলায়নে নাহি পরিত্রাণ ;
হে পার্থ-সারথি,
হেরি সমধিক নৈপুণ্য তোমার !
ছলে কালি হরিয়াছ বাণ,
ভেবেছ কি শূন্য তুণ তাহে মোর ?
নহে ছলে—
আজি রণাঙ্গনে
অস্ত্র মুখে দিবহে উত্তর ;
যদি থাকে সাধ্য
কর রক্ষা সখারে তোমার।

অর্জ্জুন। হে কেশব,
জ্বলদগ্নি তীক্ষ্ণ তীর মুখে
বর্ম্মভেদী' মর্ম্মস্থলে করিছে প্রবেশ !
কোথা রাজা—কোথা যুধিষ্ঠির ?—
ত্যজি রথ যাওহে সত্বর,
কর রক্ষা ধর্ম্মরাজে।
বীরত্ব গৌরব মোর
আজি বুঝি যায় প্রাণ সনে।

হে জগন্নিবাস,
বিচলিত পাণ্ডবের চমূ
হের ওই করে হাহাকার!
করহ উপায়,
নহে আজি যুদ্ধে মজিবে সকলি।

ভীষ্ম। হে বিজয়,
ত্যজি গাণ্ডীব অক্ষয়,
ডাক—যত পার—কেশব—মাধব ;
কর উচ্চৈঃস্বরে শ্রীহরি কীর্ত্তন,
নিদানের বিধান সবার!
দেখি,
কালান্তক মহারণে কে র'ক্ষে তোমায়!

শ্রীকৃষ্ণ। (স্বগত) সত্য কি অজেয় ভীষ্ম বধিবে পাণ্ডবে?
নিষ্ফল করিবে আজি
জীবনের তপস্যা আমার?
দেশব্যাপী তমনাশ সঙ্কল্প করিয়ে
জ্বেলেছি এ সমর অনল,—
পোড়াইতে পতঙ্গের প্রায়
দুর্ম্মদ ক্ষত্রিয়গণে ;
সে সঙ্কল্প বিফল হইবে?
না না—কভু নহে!
(প্রকাশ্যে) হে গাণ্ডীবী!
অক্ষয় তূণীর অধিকারী তুমি,
করগত পাশুপত,
কিবা ভয় বৃদ্ধ ভীষ্মে?

প্রাণপণে কর রণ
অসংশয় লভিবে বিজয়।

অর্জ্জুন। অবশ এ কর—গাণ্ডীব চালিতে নারি ;
নারায়ণ,
বুঝি মৃত্যুকাল উদয় আমার !

ভীষ্ম। ক'রেছিলে পণ
কুরুক্ষেত্র মহারণে অস্ত্র নাহি করিবে ধারণ ;
কিন্তু ভাবনি তখন ভীষ্ম পরাক্রম !
রথী দেখি বিচলিত
সংজ্ঞাহীন রথের উপরে ; হে সারথি !
আর কেন ? ত্যজি' কশা, অশ্বরজ্জু ত্যজি'
যদি থাকে সাধ মহাহবে রাখিতে পাণ্ডবে,
ধর অস্ত্র, ধর চক্র তব ; যদি পার,
রুদ্ধ কর শমনের গতি !

শ্রীকৃষ্ণ। (অশ্ব রজ্জু ফেলিয়া রথ হইতে নামিয়া)
শরবিদ্ধ অঙ্গ মম,
রথ'পরি তিষ্ঠিতে না পারি।
আরে বৃদ্ধ, আরে গর্ব্বী গঙ্গার তনয়,
পাপ-পক্ষ করিয়া গ্রহণ
বার বার কর আস্ফালন !
ধরণীর শান্তি তুমি করেছ হরণ ;
নিজ হস্তে আজি শাস্তি দিব তার ;
সভীষ্ম কৌরবে নাশি'
ভার মুক্ত করিব মেদিনী।

[চক্র লইয়া অগ্রসর]

ভীষ্ম। (রথ হইতে নামিয়া)

ব্যাসবাক্য পূর্ণ এতদিনে,

জীবনের যজ্ঞ মোর হইল সফল !

ত্রিলোক মাঝারে

ভাগ্যবান মম সব কেবা

আজি চক্রধারী হরি সম্মুখে আমার !

এস—এস

হান অস্ত্র জনার্দ্দন, হান সুদর্শন—

প্রসারিত লোল বক্ষে মোর ;

বিশ্বত্রাণ,

উদ্ধারিতে মোরে এসেছ ধরায়,

দাও—মৃত্যু দাও—মৃত্যু দাও মোরে,

মরিয়া তোমার হাতে হই হে অমর !

আর নাহি খেদ ; সত্যব্রত-ধারী আমি,

জ্ঞানে বা অজ্ঞানে কভু

করি নাই মিথ্যা উচ্চারণ,

চক্রী,

কালি ছলে হরি বাণ—প্রতিজ্ঞা ভেঙ্গেছ' ;

আজি শোধ তার !

হে ভক্তবৎসল,

রেখেছ আমার মান,

আর নাহি সাধ দেহভার করিতে বহন !

স্বেচ্ছায় মরণ—

মৃত্যু চিন্তা জাগিয়াছে মনে ;

ত্যজি হীন পান্থবাস এই,

বহুদিন পরে করিব হে স্বগৃহে গমন,
নারায়ণ! পূর্ব্বে তার
সভক্তি প্রণাম মোর করহ গ্রহণ।

অর্জ্জুন। দেব, ক্রোধ কর সম্বরণ;
নাহি হও বিস্মরণ,
ভীষ্মের নিধন প্রতিজ্ঞা আমার।

চতুর্থ দৃশ্য

হস্তিনা—প্রাসাদ

ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী ও প্রতীহারি

ধৃতরাষ্ট্র। প্রতিহারী আমার রথ আনতে বল,—আমি একবার রণক্ষেত্রে গিয়ে দুর্য্যোধনের সঙ্গে দেখা ক'রবো। গান্ধারি, এস, এস, আমি তো পারিনি, তুমি যদি পার, এখন দুর্য্যোধনকে নিবারণ ক'রবে এস। যারা দশ দিন ভীষ্মের সঙ্গে সমভাবে যুদ্ধ ক'রতে পারে, আমার পুত্রেরা তাদের বিনাশ ক'রতে পারবে না; আর না হয় কুলক্ষয় দেখবার পূর্ব্বে চল, আমরাই পাপ রাজ্য ত্যাগ ক'রে বনে যাই।

গান্ধারী। ব্যাস পারেন নি, আর্য্য ভীষ্ম পারেন নি, বিদুরও পারে নি; কৃষ্ণ পাঁচখানি গ্রাম মাত্র ভিক্ষা ক'রে সন্ধি ক'রতে চেয়েছিলেন, তাতেও দুর্য্যোধন সম্মত হয় নি—আর এখন যতদিন ভীষ্ম আছেন, দ্রোণ আছেন, কর্ণ আছে, সে কি কারও কথা শুনবে?

বিদুরের প্রবেশ

বিদুর। দেব,
হেরি বিষম অনর্থ পুরে।

আচম্বিতে বহে বায়ু গরজি ভীষণ,
খসি পড়ে দেউল প্রাচীর,
রক্ত মেঘ বরষে শোণিত !
হেরি বিপরীত রীতি প্রকৃতির,—
গাভী করে গর্দ্দভী প্রসব,
কুক্কুর শৃগালী,
ময়ূরী প্রসবে কাক,
নিরুৎসাহ অশ্বযূথ কাঁপে থর থরি,
চলে পশু তিন পদে !
নরনাথ, অদ্ভুত কথন—
জননীর ক্রোড় ত্যজি
উঠে শিশু
দণ্ড হাতে যুঝে পরস্পরে ;
প্রতি স্রোত বহে নদী রক্ত-প্রবাহিনী।
দিবাভাগে ধূমকেতু উদিল গগনে ;
উল্কাপাত হয় ঘন ঘন !
বুঝিতে না পারি—
কি আছে অদৃষ্টে আজি,
আজি যুদ্ধে পরিণাম কিবা !

ধৃত। বিদুর, এ সবই কুলক্ষয়ের লক্ষণ ! ব্যাস বলেছিলেন, এই সব অমঙ্গল যে দিন দেখা দেবে, সেই দিন থেকেই কুরুবংশের ধ্বংস আরম্ভ হবে। গান্ধারি, আর কেন ? প্রস্তুত হও। তুমি অন্ধ না হ'য়েও, আচ্ছাদনে চক্ষের দৃষ্টি রুদ্ধ ক'রেছিলে ; কিন্তু অদৃষ্টের দ্বার রুদ্ধ ক'রতে পারনি। কুলক্ষয়কারী পুত্র প্রসব ক'রেছ ; মহাশোকের আঘাত দু'জনকেই সমভাবে সহ্য ক'রতে হবে।

সঞ্জয়ের প্রবেশ

সঞ্জয়। দেব, সর্ব্বনাশ হ'য়েছে! কুরুচূড়া ভীষ্ম শরশয্যা গ্রহণ ক'রেছেন।

গান্ধারী। দুর্য্যোধন কোথা?

ধৃত। গান্ধারী, আর জিজ্ঞাসা ক'রোনা। মহীরুহ ছিন্নমূল, শাখা-প্রশাখা সঙ্গে সঙ্গে ধূলিশায়ী হ'তে বিলম্ব হ'বেনা।

সঞ্জয়। দুর্য্যোধন, দ্রোণাচার্য্যকে সৈনাপত্যে বরণ ক'রতে গেছেন।

ধৃত। বিদুর, আমি একবার ভীষ্মের চরণে প্রণাম ক'রব। এস গান্ধারি, শত পুত্রের পিতা—কলিতে এই মহা অভিশাপের সূচনা আমা হ'তেই হবে; সহধর্ম্মিণী তুমি, স্বামীর অন্ধত্বের ভাগিনী হয়েছিলে—এ দুর্ভাগ্য বহন ক'ববার শক্তি হারিও না। এস, যদি পাপ ক্ষয় ক'রতে চাও—তাহ'লে দেবব্রতের আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা ক'রবে এস।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

কুরুক্ষেত্র সমর-প্রাঙ্গণ

যুধিষ্ঠির

যুধি। হায়—হায়।

রাজ্য আশে সাধিলাম নিজ সর্ব্বনাশ!
বংশের দুলালে অনলে দিয়েছি ডালি;
অভিমন্যু হত রণে আমার কারণে;
ইহলোকে হজিয়াছি শোক-পারাবার

ছিল ধর্ম—তাও আজি দিনু জলাঞ্জলি ;
পরলোকে মুক্ত নরকের দ্বার
করিনু স্বেচ্ছায় ;
শ্রীকৃষ্ণ আদেশে—
মিথ্যা ভাষে গুরুসনে করিলাম প্রবঞ্চনা ;
প্রায়শ্চিত্ত তুষানলে হবে কি বিধান !
নরলোকে কেমনে দেখাব মুখ ?
মিথ্যাবাদী ধর্ম্ম-পুত্র যুধিষ্ঠির—
প্রাণদানে এ কলঙ্ক ঘুচিবে কি কভু ?
কোথা দুর্য্যোধন,
কোথা হস্তিনার রাজা,
এস—বধ মোরে,
ঘুচুক জঞ্জাল,
পাপযুদ্ধ হ'ক অবসান !

[ধীরে ধীরে প্রস্থান ।

দ্রোণাচার্য্যের প্রবেশ

দ্রোণ। মিথ্যা হোল দৈববাণী !
দরিদ্রের ভাগ্যের বিদ্রূপ !
হত অশ্বথামা—স্বকর্ণে শুনেছি আমি ;
নহে ভ্রম, নহে চিত্তের বিকার ।
তিনবার উচ্চকণ্ঠে কহিয়াছে যুধিষ্ঠির—
ধর্ম্ম-পুত্র ধর্ম্ম-অবতার !
যদি সর্ব্বদেব মিলি করে প্রতিবাদ,
তবু অবিশ্বাস নাহি করি তাহা ;

অশ্বত্থামা ত্যজেছে আমায়
সংশয় নাহিক তায়।

নেপথ্যে দুঃশাসন } ছত্রভঙ্গ কৌরবের দল! ফের ফের—
হত অশ্বত্থামা,
কিন্তু দ্রোণাচার্য্য জীবিত এখনো।
নাহি ভয়, রণজয় হইবে নিশ্চয়!

দ্রোণ। চারিদিকে এক কথা,
এক দৃশ্য চারিভিতে;
চারিদিকে হেরি
মৃত্যুর করাল ছায়া!
পল-পূর্ব্বে ছিল প্রাণ,
ছিল মোর বংশের দুলাল যবে;
ছিল দ্রৌণী—ভারদ্বাজ বংশের প্রদীপ,—
দারিদ্র্য তাড়নে
অনাহারে যার মুখ চাহি'
সহি' শত অপমান লাঞ্ছনা অসীম,
অতি হীন দাসত্ব বন্ধন পরি'
মৃত্যু সনে করি' রণ আছিনু জীবিত।
হত পুত্র—নির্ব্বাপিত আশার আলোক,—
দ্রোণ আর নাই;
যুদ্ধশ্রান্ত অতিথি মৃত্যুর—
হে কৌরব!
আমারে বিদায় দাও।
ব্রাহ্মণের কর-শোভি অসি,—আর কেন?

প্রয়োজন ফুরায়েছে তব !
তুমিও বিদায় দাও !
[ধনুহুলে চিবুক রাখিয়া একান্তে বসিলেন]

শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের প্রবেশ

শ্রীকৃষ্ণ। দেখতে পাচ্ছ না, ঐ ভীষণ সর্প আচার্য্যের গলদেশে ?

অর্জ্জুন। দেখিছি ; এই দেখ সর্প মৃত !

[ধনুর ছিলা কাটিয়া গেল, দ্রোণ পড়িয়া গেলেন]

দ্রোণ। নহে সর্প—
মৃত দ্রোণ।
রে অর্জ্জুন !
গেছে চলে' অশ্বত্থামা ত্যজিয়ে আমায়,
পুত্রাধিক শিষ্য তুই,
নিজ করে মুক্তি দিলি মোরে !

অর্জ্জুন। একি ! সর্পভ্রমে আচার্য্যের ধনুছিলা কেটেছি ? হায় হায় ! গুরুবধ ক'রলেম ?

শ্রীকৃষ্ণ। তুমি বধ করনি, বধ করেছি আমি ! অভিমন্যু বধের প্রায়শ্চিত্ত এই।

দ্রোণের মুণ্ড লইয়া ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রবেশ

ধৃষ্ট। পিতৃ অপমানের প্রতিশোধ দ্রোণের মুণ্ড !

অর্জ্জুন। কি ক'রলে ! কি ক'রলে !

ধৃষ্ট। যজ্ঞ হ'তে জন্মেছিলাম আমি আর যাজ্ঞসেনী, মহারাজ পাঞ্চালের অপমানের প্রতিশোধ নেবার জন্য—আজ সে যজ্ঞ পূর্ণ হ'ল।

[প্রস্থান।

অর্জ্জুন। হে মাধব! গুরুবধ, ব্রহ্মবধ মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত কি ?

শ্রীকৃষ্ণ। যুদ্ধার্থী গুরুবধে পাপ নেই। যজ্ঞোপবীত ধারণ ক'রলেই ব্রাহ্মণ হয় না; বৃত্তি অনুসারে জাতির বিচার। অন্ধ সংস্কারের বশীভূত হ'য়ে বৃথা শোক ক'রো না। শিবিরে এস।

[উভয়ের প্রস্থান।

[নেপথ্যে সৈন্য কোলাহল]

নেপথ্যে সৈন্যগণ। ধৃষ্টদ্যুম্ন আচার্য্যকে বধ ক'রেছে—আর রক্ষা নাই—পালাও—পালাও।

অশ্বত্থামার প্রবেশ

অশ্ব। পিতৃমুণ্ড ল'য়ে ধায়
কাপুরুষ পাঞ্চাল-নন্দন!
যুধিষ্ঠির, ধর্ম্ম-পুত্র বটে তুমি!
জনার্দ্দন সহায় তোমার!
মিথ্যাভাষে গুরুবধ করিলি অধম ?
পিতা, জীবনের যজ্ঞ তব হইল বিফল,
মোর শোকে ত্যজিলে জীবন—
অভাগা তনয় আমি, স্নেহ-ঋণ তব
নাহি জানি শুধিব কেমনে।
উষ্ণ রক্ত ছিন্ন-কণ্ঠে তব
ঝরে ভীমবেগে—এ দৃশ্য দেখিতে নারি!
রে অর্জ্জুন, বাসুদেবে করিয়া সহায়।
অনায়াসে গুরুবধ করিলি পামর—
আর নহে ক্ষমা,—
দ্বিজোচিত কোমলতা, কর পরিহার!—

শুন শুন কুরুক্ষেত্রে যে আজ যেথায়—
পাঞ্চালের গোত্রমাঝে রবে যেইজন,
শিশু কিম্বা গর্ভশায়ী, বৃদ্ধ বা যুবক,
পশুসম তাহারে বধিব আমি ;
অকেশব অপাণ্ডব করিব মেদিনী !
পিতৃগুরু জামদগ্ন্য সম,
কুরুক্ষেত্রে ক্ষত্ররক্তে পুনঃ হ্রদ করিব নির্ম্মাণ ;
নহে ত্যজি' উপবীত,
কদাচারী চণ্ডালের প্রায় ভ্রমিব ধরায়,
সর্ব্ব ঘৃণ্য সর্ব্ব হেয় হীনপ্রাণ বহি' !
শুন, পুনঃ কহি—
পাঞ্চাল, পাণ্ডব, অথবা কেশব,
সংহারিব এককালে আমি,
তবে হবে পিতার তর্পণ ! [প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য

হস্তিনা—প্রাসাদ

চিত্রগৃহ

সারথী দণ্ডায়মান

সারথী। দেখ্‌তে দেখ্‌তে মহাসমুদ্র শুকিয়ে গেল ! কুরুবংশের কেউ নেই। কেবল কুলক্ষয়কারী দুর্য্যোধন জীবিত ! সংজ্ঞাহীন তাঁকে প্রাসাদে ফিরিয়ে এনেছি ; জ্ঞান হ'লে এ স্মৃতি নিয়ে তিনি কি ক'রে বেঁচে থাক্‌বেন ? একি ! মহারাজ সংজ্ঞালাভ ক'রে, অন্তঃপুরে না গিয়ে এদিকে আসছেন কেন ?

দুর্য্যোধনের প্রবেশ

দুর্য্যো। কে ও ?

সারথী। প্রভু, আমি আপনার সারথী ; বিস্মৃত হ'চ্ছেন কেন ? আমিই তো আপনাকে এখানে এনেছি।

দুর্য্যো। কেন এনেছ ?

সারথী। (অধোমুখ হইয়া রহিল)

দুর্য্যো। উত্তর দাও! ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ শল্য শকুনি দুঃশাসন, কাওকেও তো ফিরিয়ে আননি। যোজন-ব্যাপী কুরুক্ষেত্র—যদি সমস্ত কৌরবের স্থান সেখানে হয়েছিল—আমার জন্য এতটুকু স্থান সেখানে কি খুঁজে পাওনি ?

সারথী। (স্বগত) কি উত্তর দেব ? (প্রকাশ্যে) স্বামী—

দুর্য্যো। কে তোমার স্বামী ?

সারথী। কুরুপতি দুর্য্যোধন !

দুর্য্যো। কুরুপতি! কৌরবের কে আছে ?

সারথী। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র—

দুর্য্যো। বৃদ্ধ অন্ধ ; আমরা শত ভাই,—আমাদের শত পুত্র ? ওকি কে কাঁদ্‌ছে ?

সারথী। জননী গান্ধারী, মহারাণী ভানুমতী, আপনার উনশত ভ্রাতৃবধূ। আপনি পুরী প্রবেশ ক'রেছেন শুনে তাঁরা সকলেই কাঁদছেন।

দুর্য্যো। নিবারণ কর! নিবারণ কর! রণ-কোলাহল, শঙ্খের নিনাদ, কোদণ্ড-টঙ্কার, অস্ত্রের ঝনঝন্—চিরজীবন এই ভালবাসতেম, এই শুনে এসেছি। আঠারো দিন এই উৎসবের মধ্যে মহাগর্ব্বে, মহা উল্লাসে দিন কাটিয়েছি—তার পাশে ও করুণ-স্বর! নিবারণ কর! এখন রাত্রি, না দিনমান ?

সারথী। প্রভু, সন্ধ্যা অনেকক্ষণ উত্তীর্ণ হয়েছে !

দুর্য্যো। এ কোন্ গৃহে এসেছি ?

সারথী। এ চিত্র-গৃহ।

দুর্য্যো। যাও, একটা আলো নিয়ে এস। [সারথীর প্রস্থান।

ভানুমতী কাঁদছে। কাঁদ—কাঁদ! আমার মত উল্লাস ক'রতে শেখনি; কাঁদ—কাঁদ। জননী গান্ধারী! যদি উনশত পুত্রের শোক সহ্য ক'রতে পেরে থাক, আমাকে হারিয়েও বাঁচতে—কাঁদ—কাঁদ! যারা কাঁদতে পারে তারাই বাঁচে; আমি কাঁদতে শিখিনি; যারা রণক্ষেত্রে প'ড়ে তারা কাঁদতে শেখেনি—কান্নার পরপারে তাদের স্থান—কান্নার পরপারে আমার স্থান—এখানে নয়—এখানে নয়।

মশাল-হস্তে সারথীর পুনঃ প্রবেশ

তুমি কতদিন এখানে আছ ?

সারথী। পুরুষানুক্রমে কুরুবংশের সেবা করি। পিতার কোলে চ'ড়ে এসেছি রাজদর্শনে, আজও রাজার পার্শ্বে দাঁড়িয়ে আছি।

দুর্য্যো। অনুগত ভৃত্য, পুরুষানুক্রমে কুরুবংশের সেবা ক'রেছ, আজ সে সেবা ভুলে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে আমায় ফিরিয়ে আনলে কেন ?

সারথী। দেব, কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধে সবাই পরাজিত হ'য়েছে, সবাই মৃত, কিন্তু আপনাকে তো কেও পরাজিত ক'রতে পারে নি। যুদ্ধ শেষ হ'লে, দেখলেম, অগণিত বীরের মধ্যে আপনিই জীবিত, আপনিই অক্ষত; রথ রাজ-প্রাসাদে ফিরিয়ে আনলেম।

দুর্য্যো। আমি পরাজিত নই ? তবে ভানুমতী কাঁদছেন কেন ?

সারথী। (রুদ্ধকণ্ঠে) পুত্র-শোকে—

দুর্য্যো। লক্ষ্মণ—লক্ষ্মণ! ওঃ—! আমার পা কি কাঁপ্‌ছে ? কণ্ঠস্বর—কি বিকৃত হয়েছে ? লক্ষ্মণ—লক্ষ্মণ—কৈ না! সারথি—সারথি!

সারথী। প্রভু!

দুর্য্যো। ঐ তার চিত্র নয়? ভাল ক'রে আলো ধর—ভাল ক'রে আলো ধর। শাস্তনুর পার্শ্বে তার চিত্র কে রেখেছিল?

[সারথী অধোবদনে রোদন করিতে লাগিল]

কাঁদছ? না—না—কেঁদ না—কেঁদ না; এ পবিত্র গৃহ, এ কৌরবের মহাতীর্থ! এখানে চোখের জল ফেল না। ঐ দেখ মূঢ়, চন্দ্রবংশের রাজর্ষিগণ; ঐ দেখ নহুষ, যযাতি, পুরু, দুষ্মন্ত, ভরত, কুরু, শান্তনু, ভীষ্ম, বিচিত্রবীর্য্য, চিত্রাঙ্গদ, পিতা ধৃতরাষ্ট্র, পার্শ্বে আমরা শত ভাই, আমি দুর্য্যোধন এখনো জীবিত। একি! বিশ্বাসঘাতক সারথী, একা আমায় এই পাণ্ডব-ব্যূহের মধ্যে এনেছ? আমার রথ কৈ? আমার গদা? আমার গদা? কটীতে এখনো তরবারি আছে। রাজসূয় যজ্ঞে যুধিষ্ঠির সিংহাসনে, পার্শ্বে ভীম—কে ব'ল্লে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ শেষ হয়েছে? ঐ যে পঞ্চপাণ্ডব—ঐ যে শ্রীকৃষ্ণ! একা আমি সকলকেই হত্যা ক'রব। সারথি, আমার রথ—আমার রথ! ভীমের ওষ্ঠে ব্যঙ্গের হাসি! মূঢ়, দুর্য্যোধনের তরবারি প্রতিরোধ কর্!

সারথী। মহারাজ, ওকি ক'রছেন? ও যে চিত্র, ও যে চিত্র। এ যে হস্তিনার প্রাসাদ, এখানে পাণ্ডবেরা কৈ?

দুর্য্যো। চিত্র—চিত্র! আলো নিবিয়ে দাও, আলো নিবিয়ে দাও!

সারথী। মহারাজ।

দুর্য্যো। যাও! মূর্খ, কৌরবেশ্বর দুর্য্যোধন আদেশ ক'রছে—যাও! [সারথীর প্রস্থান।

চিত্র! চিত্র! এত বড় পরাজয় যে কুরুক্ষেত্রেও হয়নি। হে পিতৃপুরুষগণ! তোমাদের মধ্যে কেউ যুদ্ধক্ষেত্র হ'তে কখনো পরাজয়ের কলঙ্ক নিয়ে প্রাসাদে ফিরে আসেনি। এ পবিত্র তীর্থে আমার স্থান কৈ? এখনো ভানুমতী কাঁদছে। পুত্র-শোক—পুত্র-শোক। বৎস লক্ষ্মণ! যাক্ আলো চলে গেছে। আর এখানে নয়, আর এখানে নয়।

হে হস্তিনা,
আমারে বিদায় দাও।
সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর আমি,
দিক্‌পাল সম ছিল সহায় আমার,
মহিমা মণ্ডিত শির—
নভস্পর্শী হিমাদ্রি সমান,
আজি শ্মশান করিয়া সাথে
চলিয়াছি কোন্ অনির্দ্দিষ্ট পথে,
সীমাহীন—অন্তহীন—
রহস্যের মরীচিকা মাঝে!
অন্ধকার! ধর মোর হাত;
চলি আমি প্রতি পদে দলি
রাজমুণ্ড কত;
ফুটুক বিক্ষত পদে মুকুট কণ্টক!
হে হস্তিনা—
কৌরবের চিরপ্রিয় লীলা-নিকেতন,
বক্ষে ধরি কৌরবের গৌরব আসন এই,—
প্রলয়ান্ত রবে তুমি দেখি;
দেশ-দেশান্তর হ'তে
কত রাজা বসিবে হেথায়!—
হে পবিত্র সিংহাসন,
লহ শেষ প্রণাম আমার;
পুতঃ বক্ষ তব
যদি মহামানী দুর্য্যোধন সম
কলঙ্কিত করে আর কেহ,

কুরুক্ষেত্র রঙ্গপট সম্মুখে ধরিও তার ;
বোলো তারে
মহাদম্ভে পুরুষত্ব অভিমানে
হেলায় করিছে ছিন্ন
ক্ষুদ্র মমত্ব বন্ধন ;
ঋষি বাক্য করিয়াছি হেলা ;
প্রাণাধিক পুত্র পরিজন
হাসিমুখে শমনে দিয়েছি ডালি ,
দিয়েছি মুকুট—
কিন্তু দিই নাই বংশের সম্মান,
মহামান্ গর্ব্ব কৌরবের ! [প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য

শবাকীর্ণ কুরুক্ষেত্র। কাল—রাত্রি

অস্তি

অস্তি। মনে করি পালাই—আঠারো দিন এই যুদ্ধ দেখছি, এই রক্তের স্রোত, এই আর্ত্তনাদ, এই হাহাকার ! কিন্তু পালাতেও তো পারছিনা ! তাকে ছেড়ে থাকতে প্রাণ চায় না। সমস্তদিন যুদ্ধ করে, সন্ধ্যায় তাকে বাতাস করি, তার পদসেবা করি, সে কি মোহ ! সে কি তৃপ্তি ! তাকে ফেলে যেতে পারি না—সে আমার জন্য কাঁদে, আবার মানুষ মারে—কি কোমল, কি কঠিন ! আজ যুদ্ধশেষে সবাই ফিরলো, সে ফেরেনি, তাকে খুঁজতে বেরিয়েছি। কোথায় কৃষ্ণ ! কোথায় দয়াময় ! কোথায় হরি ! এই শবাচ্ছন্ন শ্মশানে ভয়ে আমার বুক কাঁপ্‌ছে, আমায় দেখা দাও !

গীত

আঁধার বরণ কোথা লুকালে আঁধারে।
আমি মিছে খুঁজে মরি এ ধারে ও ধারে॥
মরণ তুলেছে তান,
শিহরে শিহরে প্রাণ,
পথহারা দিশেহারা শোণিত-পাথারে।
ছুটে ছুটে আসি খুঁজিয়া না পাই,
জুড়াবার ঠাঁই তোমা বিনা নাই,
দেখা নাহি পাই, ভাসি নয়ন-ধারে॥

প্রাপ্তির প্রবেশ

প্রাপ্তি। দুর্য্যোধন পালিয়েছে ; কৌরবেরা ম'রেছে ; তাদের কেউ নেই ; কিন্তু পাণ্ডবেরা আর শ্রীকৃষ্ণ ? এই অসংখ্য শবের মধ্যে কোন্‌টা শ্রীকৃষ্ণের মৃতদেহ ? কোন্‌টা ভীমার্জ্জুনের মৃতদেহ ? এ নয় —এ নয়—এ নয় ! তবে কি তারা বেঁচে আছে ? বেঁচে আছে ? এ কি দুর্জ্জয় শক্তি ! কেও তাকে বধ ক'রতে পারলে না ? তাকে কোন্ ভাগ্যবান্ সৃজন ক'রেছে ? সে কি আমাদের মত মানুষ নয় ? তার কি মৃত্যু নেই ? তবে কি আমার প্রতিজ্ঞা বিফল হবে ? কেন বিফল হবে ? কোথা থেকে মৃত্যু জয় করবার শক্তি পেয়েছে সে ? কোথায় সেই শক্তির আকর ? যদি তোমার অস্তিত্ব থাকে, যদি তুমি সত্য হও, যদি নিখিল বিশ্বের জীবন-মরণের সত্য নিয়ন্তা কেউ থাকে—তোমার সেই শক্তি আমায় দাও আমি স্বামীর মৃত্যুদিন থেকে তোমার সেই সংহারিণী শক্তিরই অন্বেষণ ক'রছি, আমায় বিমুখ ক'রোনা ! আমি তাকে বধ ক'রব, তার মৃত্যু দেখব, আমার স্বামীর মৃত্যুর প্রতিশোধ নেব !

অস্তি। এ কি। কে—ও ? ছায়া দেহধারিণী—না, আমার মত

আর কেও এই অন্ধকারে শবাকীর্ণ শ্মশানে ঘুড়ে বেড়াচ্ছে! কে তুমি? তুমি তো আমার কৃষ্ণ নও; কে তুমি?

প্রাপ্তি। কে কৃষ্ণকে খোঁজে? আমার মত হতভাগিনী কি আর কেও আছে? অন্ধকারে দেখতে পাচ্ছিনি, কথা কও, ভাল ক'রে কও! সে কি তোমারও স্বামীকে হত্যা করেছে? তোমারও পিতাকে হত্যা করেছে? আমার মত শ্মশানে এনে তোমাকে ছেড়ে দিয়েছে?

অস্তি। এ কি! দিদি, দিদি, তুমি? এখানেও তুমি?

প্রাপ্তি। এইবার চিনিছি—এই যে! এখানেও তুই? তাকে পাইনি—তোকে পেয়েছি! বুকের ভেতর এ কি ঝড়! এ কি পরাজয়! তাকে খুঁজি—তুই চোখের সামনে—! এ বিদ্রূপ আর সহ্য ক'রতে পারি না। তুই এখনো পালাস্‌নি, এখনো পালাস্‌নি?

অস্তি। না দিদি, তাকে ছেড়ে কোথায় যাব? আমি তো এক মুহূর্ত্ত তার সঙ্গ ছাড়া নই। তাকে না দেখলে বাঁচিনি, সে ছাড়া আমার চিন্তা নেই, তার সেবা ভিন্ন আর কার্য্য নেই। যুদ্ধশেষে সবাই ফিরেছে, সে ফেরেনি, তাকে খুঁজতে বেরিয়েছি। তাকে আদর করি, তার সেবা করি, তার পূজো করি। তাকে ফুল দিয়ে সাজাই, সাজাতে সাজাতে ভুলে যাই সে পুরুষ কি নারী! মনে হয় সে আমার খেলুনী। তাকে ছেড়ে কোথায় যাব বল? এমন ঠাঁই দেখিয়ে দাও যেখানে সে নেই।

প্রাপ্তি। আর শুনতে পারিনি, আর শুনতে পারিনি। নারী কি এমনি বিশ্বাসঘাতিনী হয়? এত সহজে স্বামী-শোক ভোলে? সে তোকে পাগল ক'রেছে আমাকে পাগল করবার জন্যে। আর মমতা নয়—আর মমতা নয়। স্বামি! দেবতা! মৃত্যুর পূর্ব্বে একবার তোমার মুখে অবিশ্বাসের বাণী শুনেছিলেম; বজ্রের মত যে বিদ্রূপ বুকে বেজেছিল; তখন জানতেম না, তখন বুঝতে পারিনি যে, আমারি বোন্ বিশ্বাস ভঙ্গ ক'রে তোমার শত্রুকে পূজা করবে। শ্রীকৃষ্ণকে বধ

করবার পূর্ব্বে, আয় অবিশ্বাসিনী নারী, তোকে হত্যা ক'রে তোর বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি দিই!

অস্তি। দিদি, আমায় বধ ক'রবে, কর; কিন্তু তোমার জন্ত আমার কান্না পাচ্ছে। তুমি কি অন্ধ! তুমি কি বুঝতে পার না, তুমি যাকে খুঁজে বেড়াও, সে এক মুহূর্ত্তও তোমার সঙ্গ ছাড়া নয়? তোমার প্রতিকার্য্যে সে, তোমার শয়নে-স্বপনে সে, তোমার প্রতি চিন্তায়, তোমার জাগরণে, তোমার ধ্যানে, দিবারাত্র সে; সে তোমার হৃদয়ের সর্ব্বস্ব জুড়ে ব'সে আছে! তোমার জ্বালায়, তোমার হিংসায়, তোমার ক্রোধে, তোমার বিরাগে, সে ভিন্ন তোমার আর কেও নেই, মজা দেখেছ, কেমন মায়াবী সে; বৃথা তাকে মারবার জন্তে ঘুরে বেড়াচ্ছ। তার মৃত্যু নেই, ক্ষয় নেই, হ্রাস নেই—সে ছাড়া যে কেও নেই।

প্রাপ্তি। আমি আছি—আমি আছি—না—আমায় পাগল ক'রবে দেখছি। আর মমতা নয়—আর মমতা নয়—আয় বিশ্বাসঘাতিনী, এই কুরুক্ষেত্রের মহাশ্মশানে আমার প্রতিহিংসার প্রথম বলি তুই হ'!

[একখানি পরিত্যক্ত তরবারি লইয়া অস্তিকে হত্যা করিতে উদ্যত]

অস্তি। দীননাথ!

শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ

শ্রীকৃষ্ণ। মা! মা! তোমার এ সংহারমূর্ত্তি সম্বরণ কর। জননি, এ বিপরীত আচরণ তোমাতে শোভা পায় না।

প্রাপ্তি। এই যে স্বামী-হন্তা! এতদিন পরে তোমাকে সম্মুখে পেয়েছি! আর আক্ষেপ নেই। তোমার বক্ষ-রক্তে আমার স্বামীর তৃষিত আত্মা তৃপ্ত হোক। (তরবারি তুলিলেন)

অস্তি। (ছুটিয়া গিয়া প্রাপ্তির হাত হইতে তরবারি কাড়িয়া লইয়া) সাধ্য কি রাক্ষসি, আমায় হত্যা না ক'রে আমার দেবতার একটী কেশ স্পর্শ করিস্!

প্রাপ্তি। একি মমতা, না দুর্ব্বলতা? আমার অস্ত্র দাও, অস্ত্র দাও—স্বামী-হন্তার বক্ষরক্তে আমার বহুদিনের পিপাসা মেটাই!

শ্রীকৃষ্ণ। হে জননি!
আজো ভুল নাই সন্তানের অপরাধ?
মা! মা! আছি বক্ষ পাতি,
সন্তাপ তোমার দেহ ভিক্ষা অধম তনয়ে;
মিটুকু পিপাসা তব, শান্তি পাও তুমি।
নিরাশ্রয় করিয়াছি তোমা,
তব বাক্য হয়েছে পূরণ,—
নিরাশ্রয় শত শত নারী,
পিতৃহারা—পতিহারা,
পুত্র-শোকে জ্ঞানহারা ফিরে পথে পথে,
অবিরাম উঠে রোদনের রোল,
হৃদভেদী হাহাকার কত!
শুনিতে না পারি আর।
ভুঞ্জে নর নিজ কর্ম্ম ফল,
কিন্তু মাতা, দিবারাত্রি জ্বলি আমি;
নিমিষের তরে
নহে শুষ্ক নয়ন আমার;
নির্দ্দয় হৃদয়ে বধি
আমি সৃজিয়াছি যারে;
—আত্মজ আমার! শত্রুরূপে আমি হন্তা,
মিত্ররূপে পুনঃ শোকাকুল! হে জননি!
বুঝি' মোর অন্তরের ব্যথা
ক্ষমা কর নির্গুণ সন্তানে।

প্রাপ্তি। যতদিন রবে কৃষ্ণ ধরণী মাঝারে,
যতদিন রবে সৃষ্টি, পৃথ্বি যতদিন, কোথা ক্ষমা?
প্রতিহিংসা জ্বালা না ভুলিব কভু,
না ভুলিব কভু প্রতিজ্ঞা আমার,
না ভুলিব পতিহন্তা পিতৃবৈরী মোর!
মৃত্যু যদি আসে গ্রাসিতে আমায়,
রোধিব তাহার গতি!
তুমি কৃষ্ণ সত্য যদি হও সর্ব্ব শক্তিমান,
বারিতে নারিবে মোরে!
আমি বধিব তোমায়,
তবে জ্বালা হবে দূর!

শ্রীকৃষ্ণ। বিচিত্র তোমার মায়া,
মহামায়া! বুঝে কোন্ জন?
তুমি নারী—আদ্যাশক্তি জননী বিশ্বের,
কভু জঠরে সন্তান ধর,
প্রাণদানে রাখ সৃষ্টি, বিশ্ব প্রাণ প্রবাহিত
হৃদয়ের পীযূষ ধারায়,
করুণায় গঠন তোমার,
পরিপূর্ণ স্নেহরসে সদা ঢল-ঢল,—
তুমি শান্তা, সুহাসিনী তুমি,
ধৃতি তুমি, ভক্তি তুমি, প্রেমময়ী চির-বরপ্রদা,
চিরপূজ্যা নমস্যা সবার;
আর—কভু ক্ষিপ্তা—করালিনী—
উগ্রা—রুধির-লোলুপা—
মহাকালে চরণে দলিয়া চল;

করপুটে খেটক খর্পর ;
নর মুণ্ড দোলে গলে,
কোপ প্রেম একাকার—
সৃষ্টি নাশে উদ্যত হিংসায়,
তৃষ্ণাতুরা ছিন্নমস্তা তুমি—
ছেদি নিজমুণ্ড রক্ত কর পান
সংসার-শ্মশান-ভূমে !
মাতা ! কাতর প্রার্থনা তব
পশিয়াছে অন্তরে আমার ;
করি আশীর্ব্বাদ
হ'ক তব অভীষ্ট পূরণ—
পূর্ণ হ'ক প্রতিহিংসা তব—
শান্ত হ'ক জ্বালা !

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

পাণ্ডব শিবির

দ্রৌপদী ও অস্তি

অস্তি। তোমাকেও যেতে হবে; আমি কাওকে ছাড়বো না। আমার এক ছেলে ছিল, এখানে এসে আর পাঁচ ছেলে পেয়েছি। তুমি আমার মেয়ে, আর আমার কিসের দুঃখ ? তুমি যাবে না ?

দ্রৌপদী। কোথায় যাব ?

অস্তি। এই যে কতবার বল্লুম। সেখানে কেমন বন, কেমন তমাল গাছ; ছোট্ট একটী নদী আছে, যেন বৃন্দাবনের যমুনা। সেখানে আমার কৃষ্ণ বাঁশী বাজাবে—আমি গান গাইব—আর আনন্দে করতালি দেব। ঐ যে শ্রীকৃষ্ণ আসছে—তুমি জিজ্ঞাসা কর না ? সে বলেছে।

শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ

হ্যাঁ বাবা তুমি বলনি ?

শ্রীকৃষ্ণ। কি ব'লেছি পাগলি ?

অস্তি। এর মধ্যেই বুঝি ভুলে গেলে! আ আমার পোড়ার দশা! সেই যে বৃন্দাবনের মতন—একটা বনে আমি—সেই যে তোমায় বল্লুম—শ্রীরাধার মূর্ত্তি গ'ড়ে রেখেছি তোমায় দেখাব ব'লে! তুমি যাবে—আমার এই মা যাবে, আমার আর পাঁচ ছেলে যাবে। আর কতদিন এখানে মানুষ মারবে ? এ যে আর দেখতে পারিনি! আমার বুক ফেটে যায়—আর তুমি কি পাষাণ ?

শ্রীকৃষ্ণ। হ্যাঁ মা, মনে পড়েছে, আমার মনে পড়েছে। যুধিষ্ঠিররাও

পাঁচ ভাই যাবেন বলেছেন; পাঞ্চালী চল, তোমাকেও যেতে হবে। আমার এ মা'র নিমন্ত্রণতো অগ্রাহ্য করতে পারি না।

দ্রৌপদী। হ্যাঁ, যখন বৃন্দাবনের কথা, শ্রীরাধার মূর্ত্তি! দ্বারকার অধীশ্বরই হও আর কুরুক্ষেত্রে আঠারো অক্ষৌহিণী সেনাই মার, বনে যেতে হবে বৈকি! তার উপর যখন বৃন্দাবনের মত বন! হ্যাঁ মা—নয় মা?

অস্তি। হ্যাঁ ঠিক যেন বৃন্দাবন—ঠিক সেই যমুনা, সেই কদম গাছ। এখানে আর প্রাণ থাকতে চায় না; তাই—ছুটে ছুটে বনে যাই! তোমায় ফেলে যেতে পারি না, নইলে এতদিন বৃন্দাবনে যেতুম। চল না।

শ্রীকৃষ্ণ। এস সখি, যুদ্ধশ্রান্ত পাণ্ডবদের নিয়ে আজ বনে আমার এই ছোট্টমা'র ভক্তি-সুধা পান ক'রে আসি। মা, তুমি ঠিকই বলেছ; আমি পাষাণই বটে! (স্বগত) পাষাণ—পাষাণ! এখনও পাষাণের কাজ বাকি। (প্রকাশ্যে) এস মা। [শ্রীকৃষ্ণের প্রস্থান।

দ্রৌপদী। আচ্ছা আমরা যাব, তুমি একটা গান গাও, বৃন্দাবনের গান, আমরা শুনতে শুনতে যাই।

গীত

চলে বৃন্দাবনে বন-বিহারী!
নাচে ময়ূর ময়ূরী সারি সারি,
শুক সারি গায়—পিয়া—পিয়ারী।
কনক কিঙ্কিণী বোলে রিণিকি রিণি,
চটুল চরণে বাজে নূপুর ঝিনিকি ঝিনি,
বাঁশী ফুকারে—রাধে—রাধে—
আদরে কত সাধে,—
আকুল ছোটে গোপ-নারী।

ফুটে বেলি চামেলী—চম্পক মালতী,
কুঞ্জে কুঞ্জে করে বরণ আরতি,
পুঞ্জে পুঞ্জে অলি গুঞ্জে ;
পবন হরষে মাতে—
মাতে অধীর গিরিধারী।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

বৃক্ষতল। কাল—রাত্রি

অশ্বথামা

অশ্ব। উরুভঙ্গে দ্বৈপায়নে কৌরব-ঈশ্বর,
বংশে তার নাহি কেহ ;
কুরুক্ষেত্র মহারণে হত—
ভারতের ক্ষত্রিয় প্রধান যত ;
বিধবার রাজ্য মাঝে রাজা যুধিষ্ঠির
ব'সে আজি অস্থি স্তূপে ঘেরা—
হস্তিনার সিংহাসন পরে ;
দারিদ্র্য-পীড়িত দ্রৌণি অশ্বথামা হ'তে
সেই সিংহাসন—
আর কতদূরে করে অবস্থান ?
পিতা ! স্বপ্ন তব আমি করিব সফল ;
মিত্র দুর্য্যোধন—রণ-যজ্ঞে প্রশস্ত ক'রেছে পথ।
তার পাশে করেছি প্রতিজ্ঞা—

করেছি প্রতিজ্ঞা—
পাণ্ডু-বংশে বাতি দিতে
না রাখিব কারে ;
ছার পাঞ্চালের কুলের কলঙ্ক !
পশুসম বধিব তাহারে।
তুমি কর আশীর্ব্বাদ—ক্ষাত্রবৃত্তি দ্বিজ—
অরাতি-শোণিতে যেন
অর্পণ করিতে পারে তর্পণ তোমার !
এ কি !
নির্ম্মেঘ আকাশ
নাহি বৃষ্টি—
বারি ঝরে কোথা হ'তে—

প্রাপ্তির প্রবেশ

প্রাপ্তি। বৃষ্টি নয়, বৃষ্টি নয়—রক্তের ধারা! আমি দেখেছি—আমি দেখেছি—কতদিন—কতদিন! এমনি ক'রেই শত্রুবধ ক'রতে হয়—এমনি ক'রেই শত্রুবধ ক'রতে হয়।

অশ্ব। কে তুমি উন্মাদিনী ?

প্রাপ্তি। উন্মাদিনী! পরিচয়তো পেয়েছ'—অন্য পরিচয় নেই! কেউ ব'ল্লে না আমার কি অপরাধ—আমি পথে পথে বেড়াই! উন্মাদিনী—তুমি ঠিক চিনেছ! স্বামী অত্যাচারী, তার শাস্তি হয়—পিতা অত্যাচারী, তার শাস্তি হয়, আর তাদের স্ত্রী-কন্যাকে এমনি পথে পথে বেড়াতেই হবে। তুমি এখনো বৃষ্টি আর রক্তের প্রভেদ বুঝতে পার না—তুমি কি ক'রে প্রতিশোধ নেবে ?

অশ্ব। আমি প্রতিশোধ নেব তোমায় কে ব'ল্লে ?

প্রাপ্তি। কাউকে ব'লতে হয় না—আমি বুঝতে পারি—ছায়া দেখলে বুঝতে পারি—অন্ধকারে সে ছায়া লুকোয় না; নিশ্বাসের শব্দ শুনলে বুঝতে পারি—মেঘগর্জ্জনে সে শব্দ ঢাকে না। তুমি পাণ্ডবদের হত্যা ক'রতে চাও? শুধু পাণ্ডবেরা কেন? পাণ্ডব—শ্রীকৃষ্ণ—ধৃষ্টদ্যুম্ন, সবাইকে বধ ক'রে হস্তিনার সিংহাসনে ব'সবে? এস, আমার সঙ্গে এস।

অশ্ব। তুমি আমায় চিনলে কি ক'রে?

প্রাপ্তি। তুমি অশ্বত্থামা—বীরাগ্রগণ্য দ্রোণাচার্য্যের পুত্র তুমি। তোমার পিতাকে ছলে বধ ক'রেছে—আমি জানি—আমি জানি হীনবীর্য্য ক্ষত্রিয় যারা—তারা কুরুক্ষেত্রের শ্মশানে আজ ঘুমিয়ে; ব্রাহ্মণ! যদি পিতৃবধের প্রতিশোধ নিতে চাও—আমার সঙ্গে এস।

অশ্ব। (স্বগত) কেবা এই উন্মাদিনী?
মায়াবিনী কেহ—
এসেছে কি ছলিতে আমায়?
মনোভাব কেমনে জানিল বালা?
কেমনে চিনিল? কি আশ্চর্য্য!
ভেদি অন্ধকার—ছেদি কায়া আবরণ
হৃদয়ের ভাষা মোর—
কেমনে বুঝিল নারী?

প্রাপ্তি। কি ভাবছ? গাছ থেকে রক্ত প'ড়ছে—তপ্ত রক্ত— পশু আর মানুষের রক্তে কোন প্রভেদ নেই—লাল গাঢ় রক্ত। কার জান? কাক দিনের বেলায় ঘুমন্ত পেঁচাকে মারে—রাত্রে পেচক তার শোধ নিচ্ছে—ঘুমন্ত কাকের টুঁটি কেটে! শুনতে পাচ্ছ না ডানার ঝটপট্ শব্দ? কেমন প্রতিশোধ! কেমন প্রতিশোধ! আমি কবে প্রতিশোধ নেব? তরবারি তুলেছিলেম, মারতে পারলেম না; নিজের বোন্

প্রতিবাদী হোল। সব ভুলে গেলেম, সে দুর্ব্বলতা না মোহ! কি জানি এখনো বুঝতে পারি নি; কিন্তু আমিই তার শোধ দিয়ে যাব এস, বিলম্ব ক'রো না।

অশ্ব। কোথায় যাব ?

প্রাপ্তি। পাণ্ডবদের শিবিরে। সবাই ঘুমুচ্ছে, যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব, শ্রীকৃষ্ণ, তোমার পিতৃহত্যাকারী ধৃষ্টদ্যুম্ন। তৃপ্তির ঘুম, যুদ্ধশ্রান্ত বিজয়ীর তৃপ্তির ঘুম। সে ঘুম আর ভাঙ্গবে না! এস অশ্বত্থামা—ঐ পেচকের মত এই অন্ধকারে তোমার তৃষিত খড়্গে তাদের কণ্ঠচ্ছেদ ক'রবে এস।

অশ্ব। পাণ্ডবেরা শিবিরে আছে, তুমি ঠিক জান ?

প্রাপ্তি। জানি। মনে করেছিলুম শিবিরে আগুন ধরিয়ে তাদের পুড়িয়ে মারব, কিন্তু সে অনিশ্চিত উপায়ের আর প্রয়োজন হ'ল না— তোমার দেখা পেলেম—এস আর বিলম্ব ক'রো না।

অশ্ব। যেই হও, দেবী তুমি আমার নিকট।
চল দেবি,
পিতৃহত্যা প্রতিশোধে
অন্ধকারে তুমি জ্বাল' আলো;
ফিরিব যখন,
পদসিক্ত রক্তরেখা মোর
রহি চিরাঙ্কিত কালের ধূলায়
প্রতিহিংসা পরায়ণে দেখাইবে পথ।

প্রাপ্তি। এস এস;—মুহূর্ত্তের বিলম্ব সহ্য হচ্ছে না। এস শোণিত-পিপাসু ব্রাহ্মণ, যা ক্ষত্রিয়েরা পারেনি তুমি তা ক'রবে এস।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

শিবিরাভ্যন্তর

প্রহরী। অন্ধকারে কার পদশব্দ পাচ্ছি না? এই গভীর রাত্রে কে আস্‌চে? সবাই তো ঘুমুচ্ছে। কে ওখানে? দাঁড়াও। কথা কও। যদি অগ্রসর হও জেন' মৃত্যু নিশ্চিত। [প্রস্থান।

নেপথ্যে প্রহরী। উঃ আমায় হত্যা ক'রলে!

প্রাপ্তি ও অশ্বত্থামার প্রবেশ

প্রাপ্তি। ঐ শিবির—ঐ সব নিশ্চিন্তে ঘুমুচ্ছে। যাও বীর, তোমার পথ নিষ্কণ্টক। প্রহরীকে হত্যা ক'রেছ, এখানে আর কেউ নেই; যাও। আমি দেখি আর কেউ আসে কি না। [প্রস্থান।

অশ্ব। সূচিভেদ্য অন্ধকার!
নিশ্চিন্তে ঘুমায় সবে শিবির ভিতরে।
নহে নারী—
দেখি মহাকালী
সদয়া আমার প্রতি।

[অভ্যন্তরে প্রবেশ]

নেপথ্যে ধৃষ্টদ্যুম্ন। কে? কে? অন্ধকারে কে প্রবেশ ক'রলে?

নেপথ্যে অশ্ব। তোমার যম!

নেপথ্যে ধৃষ্ট। অস্ত্রহীন আমি, আমার অস্ত্র দাও—অস্ত্র দাও! নিরস্ত্র আমায় মের না!

নেপথ্যে অশ্ব। কণ্ঠস্বরে চিনেছি, তুই ধৃষ্টদ্যুম্ন। কুক্কুর! অস্ত্রহীন দ্রোণ বধ স্মরণ কর্—এই তোর প্রায়শ্চিত্ত।

নেপথ্যে ধৃষ্ট। উঃ আমার অস্ত্র।

নেপথ্যে অশ্ব। এখনো বেঁচে? এইবার শেষ। এইবার, এইবার!

[নেপথ্যে কোলাহল]

নেপথ্যে প্রথম পাণ্ডব-বালক। কে আমায় অস্ত্রের আঘাত ক'ল্লে? ভাই, ভাই, ওঠ, জাগ।

নেপথ্যে অশ্ব। আর কেউ জাগবে না—আর কেউ আসবে না!

[নেপথ্যে অস্ত্রের শব্দ, আর্ত্তনাদ, কোলাহল]

নেপথ্যে অশ্ব। কার্য্যশেষ—

উত্তরীয়ে পঞ্চমুণ্ড লইয়া অশ্বত্থামার পুনঃ প্রবেশ

অশ্ব। পিতা!
স্বর্গ হ'তে দেখ চেয়ে
পঞ্চ মুণ্ড এই—পঞ্চ শিষ্যের তোমার!
কুরুপতি! পূর্ণ আজি প্রতিজ্ঞা আমার,
তপ্ত রক্ত এই
মৃত্যুকালে হবে শান্তিবারি তব!
বুঝিতে নারিনু শ্রীকৃষ্ণ কোথায়;
যাক্—
তারে মম নাহি প্রয়োজন। শুন শুন
জীবিত যদ্যপি থাক কেহ, ব'লো প্রাতে,
দ্রোণ-পুত্র অশ্বত্থামা
পাণ্ডুবংশ করেছে নির্ম্মূল! [প্রস্থান।

(নেপথ্যে ১ম প্রহরী)

আলো নিয়ে এস—কে জাগ্রত আছ—আলো নিয়ে এস—দস্যু শিবির আক্রমণ করেছে!

দুই চারিজন প্রহরীর আলোক লইয়া প্রবেশ

২য় প্রহরী। দস্যু নয়—দস্যু নয়—অশ্বত্থামা দস্যুর মত গুপ্তহত্যা ক'রে ঐ চীৎকার ক'রতে ক'রতে যাচ্ছে!

তৃতীয় প্রহরীর প্রবেশ

৩য় প্রহরী। পাণ্ডু-পুত্রদের কেউ নেই—ধৃষ্টদ্যুম্ন নেই, নারী বধ ক'রেছে—বালক বধ ক'রেছে! কে কোথায় আছ—ওঠ—জাগ! বিভীষণা কে এক নারী ছুটে চ'লে গেল! রাজ্যে অলক্ষ্মী প্রবেশ ক'রেছে। ওঠ—জাগ!

৩য় প্র। আর আলোর প্রয়োজন হবে না, প্রভাত হ'ল। রাজারা তো এখনি ফিরবেন, কি ক'রে তাঁদের মুখ দেখাব?

২য় প্র। আর এখানে দাঁড়াতে পারছিনি। [প্রস্থান।

[সূর্য্যোদয় হইল, শিবির মধ্যে দেখা যাইতেছে মুণ্ডহীন পঞ্চ দেহ পড়িয়া আছে, এবং ধৃষ্টদ্যুম্নের দেহ খণ্ড খণ্ড বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে]

১ম প্র। কি ভীষণ দৃশ্য! রক্তের ঢেউ ব'য়ে যাচ্ছে! আমাদের কেন বধ ক'রে গেল না!

(নেপথ্যে দ্রৌপদী)

তাই কি? তাই কি? হে মাধব, আমার পুত্রেরা নেই?

শ্রীকৃষ্ণ, দ্রৌপদী ও অস্তির প্রবেশ

দ্রৌপদী। একি দেখছি! একি দেখছি! কেউ নেই? আমার পাঁচছেলের কেউ নেই! হে কেশব, এ আমার কি সর্ব্বনাশ হ'ল!

(মূর্চ্ছা)

অস্তি। মা! মা! (দ্রৌপদীকে ধারণ)

যুধিষ্ঠির ও ভীমার্জ্জুনের প্রবেশ

যুধি। মুণ্ডহীন লুটে পঞ্চ দেহ!
কত পাপ করিয়াছি আমি,
হে মাধব,
কত দিনে পূর্ণ হবে ভোগ?

অর্জ্জুন। ওঠ ওঠ বীরজায়া !
ভগবান,
কি ভাষে হে পাঞ্চালীরে সান্ত্বনা দানিব !

ভীম। শুনিলাম,
অশ্বথামা বধিয়াছে সবে ;
দ্বিজকুলে অধম চণ্ডাল
করিয়াছে বংশ নাশ।
পুত্রঘাতী জীবিত এখন' ? ক্ষত্র হৃদি,
নাহি হও বিচঞ্চল,
মহাশোকে হ'য়োনা অধীর।
হে মাধব,
করিয়াছ পুত্রহারা,
কিন্তু প্রভু, শক্তিহারা করোনা আমায়
দুঃসহ এ আঘাত সহিতে !

শ্রীকৃষ্ণ। কুরুক্ষেত্র ! পূর্ণ আজি মহা যজ্ঞ তব !
হে পাণ্ডব, অধিক কি কব,
তমোগুণে উদ্ভব যাহার
শেষ তার মহা হাহাকারে !
পশু বধে হিংসা প্রয়োজন,
কিন্তু প্রতিঘাত তার এমনি ভীষণ,
কার্য্য-পরম্পরা সূত্র
নহে ব্যাহত কখন।
না হও কাতর,
বজ্রের পীড়ন হ'ক যতই প্রবল।—
মহীধর রহে স্থির অচল অটল !

(দ্রৌপদীর প্রতি) ওঠ সখি ত্যজ খেদ,
পুত্র-শোক নিবারণ হবে গো চিতায় ;
যতদিন প্রাণ দহিতে সহিতে হবে !
ওঠ বীর জায়া,
ভুলনা কখন'
সর্ব্বংসহা ধরণীর সম
সহিতে জনম তব ।

অস্তি। মা, মা, ওঠ মা।

দ্রৌপদী। আমি কি স্বপ্ন দেখে উঠলেম ! সত্যই কি এ আমার বাছাদের দেহ ? নেই ? নেই ? সত্যই তারা নেই ? কাল সন্ধ্যায় যে তাদের নিজের হাতে খাইয়ে রেখে গেছি—আজ আর নেই ? কাল যে সূর্য্য উঠেছিল, আজ কি সেই সূর্য্যই উঠেছে ? একি ! ও কার মুণ্ড ! এঁ্যা ! ধৃষ্টদ্যুম্নও নেই ?—ভাই ! ভাই ! একসঙ্গে ছেলে হারালেম, ভাই হারালেম। (শ্রীকৃষ্ণের প্রতি) নিষ্ঠুর ! এ তুমি আমার কি ক'রলে ?

ভীম। অরক্ষিত শিবির, নরপ্রেত অন্ধকারে নিদ্রিত কুমারদের হত্যা ক'রে গেছে। একা আমি যদি কাল শিবিরে থাকৃতেম !

অস্তি। (শ্রীকৃষ্ণের প্রতি) বাবা, আমারি জন্যেই তো এই এই সর্ব্বনাশ ; আমিই তো কাল সবাইকে এখান থেকে নিয়ে গেছলেম ! অন্তর্যামি, তুমি তো সব জান ; তুমি কেন বারণ করনি ? তোমার কি এতটুকু দয়া নেই ? এতটুকু মায়া নেই ? আর সবাই বলে তোমায় দয়াময় ! বাবা, তুমি কেমন দয়াময় ? এমনি ক'রে কষ্ট দাও ব'লেই কি তুমি দয়াময় ? চোখের জলে আমার বুক ভেসে যাচ্ছে—আর তুমি এমনি নিষ্ঠুর ! এ আর দেখতে পারিনি। এখানে থাকবো কেমন ক'রে ? কিন্তু তোমায় ছেড়ে যেতেও তো প্রাণ চায় না !

শ্রীকৃষ্ণ। মা, আক্ষেপ ক'রো না! তুমি জান না তুমি এঁদের কি ইষ্ট ক'রেছ? কাল যদি পঞ্চপাণ্ডব এখানে থাকৃতেন, প্রতিহিংসা-পরায়ণ অশ্বত্থামা নিদ্রিত সকলকেই তো অনায়াসে হত্যা ক'রে যেতে পারতো। সেই উদ্দেশ্যেই সে এসেছিল। তার সে উদ্দেশ্য ব্যর্থ ক'রেছ তুমি! কল্যাণময়ি,—ভগবান এমনি ক'রেই মহা অমঙ্গলের মধ্যে তাঁর করুণার পরিচয় দেন।

ভীম। কৃষ্ণা,
ত্যজ শোক
মুছ আঁখি-বারি ;
শত পুত্রশোকে
কাঁদে গান্ধারী জননী,
মাতা কুন্তী সহে কর্ণ-শোক!
পঞ্চ-পুত্র হারা মোরা—
শোক-পারাবারে ত্রাণকর্ত্তা সখা কৃষ্ণ
দাঁড়ায়ে সম্মুখে!

দ্রৌপদী। শুন, স্বামি,
শুন ভীম,
আজন্ম দুখিনী আমি ;
যজ্ঞানলে জন্ম মোর,
মন্দ ভাগ্য—
তাই পুড়িতেছি জনম অবধি ;
স্বয়ম্বরে বিবাহ-উৎসবে
রণানল উঠিল জলিয়া,
রক্তপাত—মৃত্যু—হাহাকার—
বিবাহ-বাসর

শ্মশানের প্রতিচিত্র ধরিল সম্মুখে ;
অন্ধ অনুগ্রহে ইন্দ্রপ্রস্থে লভিলাম স্থান,—
স্বামী পঞ্চ দিক্‌পাল,
রাজসূয়ে শিশুপাল বধ
করিল হে অমঙ্গল সূচনা ভীষণ ;
পণে বদ্ধ রাজরাজেশ্বর,
সর্ব্বস্বান্ত দ্যূতে—
আমি রাজকন্যা, রাজার মহিষী,
পণ্যা, সামান্যা রমণী সম ;
সভামাঝে উলঙ্গ করিল মোরে
কুরুকুলাধম দেখাইল উরু,
তবু রহিনু জীবিত ;
বনবাসী স্বামী—
সহচরী চীরধারী আমি ;
কিন্তু ভাগ্যবশে ইহাতেও নাহি পরিত্রাণ !
দুষ্ট জয়দ্রথ হরিল আমারে—
পাপ-স্পর্শ তার অগ্নিসম পীড়িল অন্তর ;
সৈরিন্ধ্রী বিরাটের গৃহে,
দাসী পাণ্ডব-মহিষী
পদাঘাত কীচক করিল,
দুর্ব্বাসা ছলিল,
অনলের দীপ্তি নহে ক্ষীণ !
কুরুক্ষেত্র অগ্নিকুণ্ডে
অভিমন্যে দিনু বিসর্জ্জন ;
হ'ল পিতৃবধ

আর আর আত্মীয় নিধন ;
আজ পূর্ণ যজ্ঞ,
এককালে হারাইনু পঞ্চপুত্রে মোর,
হারাইনু সহোদরে।
কহ কেমনে ধরিব প্রাণ
কহ সখা, কহ হে গোবিন্দ,
আদর্শ দুখিনী করি'
সৃজন কি করিয়াছ মোরে ?
সখী-প্রীতি প্রতিদান বুঝি তব এই ?

শ্রীকৃষ্ণ। সন্তাপ—সন্তাপ !
শুন যাজ্ঞসেনি,
বটপত্রে সন্তাপ-সাগরে ভাসি,
তেঁই সন্তপ্ত পাণ্ডব সখা—
তুমি সখী মোর করুণার সূত্রে বাঁধা
এক প্রাণ সমান হৃদয়।
কবে দেখিয়াছ, ব্যথায় ব্যথিত নহি ?

ভীম। হে পাঞ্চালি !
দেখ, শোকাচ্ছন্ন মহারাজ,
শোকাচ্ছন্ন যদুপতি অর্জ্জুন ধীমান,
শান্ত হও, পরিহর শোক।

দ্রৌপদী। শান্ত হব,—
প্রাণ জ্বলে দাবানলে,
কহ শান্ত হব আমি !
জান না নারীর প্রাণ,
তাই কহ শান্ত হ'তে। ক্ষত্রিয় রমণী,

হব শান্ত শুধু আঁখিজল ঢালি ?
বক্ষে করি' করাঘাত
উচ্চরোলে করিয়া ক্রন্দন
শান্ত হবে পাণ্ডব-মহিষী ? শুন ভীম,
বার-বার অপমানে
তুমি রাখিয়াছ মান—
মুক্তবেণী যুক্ত আজি তোমার কৃপায় ;
অশ্বত্থামা করিয়াছে পুত্রহারা মোরে,
যদি বাঁধি' আনি দুষ্ট দুরাচারে
মুণ্ড তার করিয়া ছেদন,
আততায়ি-শোণিত ধারায়—
করাইতে পার স্নান,
তবে শান্ত হবে প্রাণ ;
নহে, অগ্নিকুণ্ডে করিয়া প্রবেশ,
হব শান্ত চিরদিন তরে।

ভীম। উৎকট ব্যাধির যোগ্য মহৌষধি এই।
ক্ষত্রনারী, এই বটে যোগ্য সান্ত্বনা তোমার !
শুন শুন চরাচরে যে আছ যেথায়—
দেবতা দানব, অথবা মানব,
শুন শুন,
সবারে আহ্বানে কহি, মধ্যম পাণ্ডব
ভীম চলে দ্রোণপুত্রে বাঁধিয়া আনিতে ;
যদি সাধ্য থাকে কার'
রক্ষা কর দ্বিজগ্লানি ভারদ্বাজে আজি। [প্রস্থান।

দ্রৌপদী। যাও স্বামি।

তীব্র পুত্র-শোকানল মোর করহ নির্ব্বাণ ;
যাও বীর,
জয়যুক্ত হও তুমি !

যুধি। জনার্দ্দন,
বুঝিতে না পারি কি অনর্থ হবে আজি !

শ্রীকৃষ্ণ। নাহি চিন্তা।
(অর্জ্জুনের প্রতি)
হে কৌন্তেয়,
সমরে দুর্দ্ধর্ষ বীর অশ্বত্থামা,
ব্রহ্মশির করগত তার,
একা ভীম পরাজিতে নারিবে তাহারে ;
তুমি চল,
হও হে সত্বর,
রক্ষা কর ভীমের প্রতিজ্ঞা,
নহে প্রলয় ঘটিবে আজি !

অর্জ্জুন। হে শ্রীহরি,
দেহ পদধূলি ;
ছার অশ্বত্থামা,
কৃপায় তোমার
মুহূর্ত্তে আনিব বাঁধি' অধম দ্রৌণিরে।

[শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের প্রস্থান।

অস্তি। (দ্রৌপদীর প্রতি)
মা,
কি অগ্নি জ্বালিলি পুনঃ ? এ কি মূর্ত্তি তব ?
ধ্বংস-যজ্ঞ এই কবে হবে শেষ ?

দীননাথ,
কবে মুক্তি দিবে মোরে ? [প্রস্থান।

যুধি। এস পাঞ্চালি, এস। [উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

দ্বৈপায়ন হ্রদ

উরুভঙ্গে শায়িত দুর্য্যোধন

দুর্য্যো। হেরি নিশা অন্তে
রক্তরাগে রঞ্জিত গগন পুনঃ,
বিদূরিত স্বভাবের নৈশ অন্ধকার ;
কিন্তু বিগত জীবন মোর
আবরিত যে ঘোর আঁধারে,
মরণের তট-প্রান্তে
ক্ষীণ আলোকের রেখা
ফুটিবে কি সম্মুখে তাহার ?
কি হেতু বিলম্ব এত বুঝিতে না পারি !
কেন নাহি ফিরে অশ্বত্থামা ?
এ কি উৎকট উদ্বেগ !
আর কতক্ষণ প্রাণ ?
কতক্ষণ আশায় বাঁচিয়া রব ?

নেপথ্যে অশ্বত্থামা } রাজা ! রাজা !
কৌরব ঈশ্বর !
গমনের পূর্ব্বে মোর
বায়ুভরে কণ্ঠস্বর শোনাক্ তোমায়

আনন্দ-বারতা—
দ্রোণ-পুত্র অশ্বত্থামা
নিষ্পাণ্ডবা করেছে মেদিনী !
পূর্ণ প্রতিহিংসা তার,
পরিপূর্ণ জীবনের আকাঙ্ক্ষা তোমার !

দুর্য্যো। কুরুক্ষেত্র ! কুরুক্ষেত্র !
অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী
কুক্ষিগত ক'রেছ হেলায়,
ভীষ্ম দ্রোণ মহা মহা রথী
তব অঙ্কে লভেছে বিরাম—
কিন্তু তবু কব ভাগ্যহীনা তুমি !
শ্রেষ্ঠ যজ্ঞফল—
পঞ্চমুণ্ডে পাতি সিংহাসন
দ্বৈপায়ন তীরে এই
মৃত্যু সাক্ষী রাখি'
গৌরবের রাজ-অভিষেক
ঈর্ষা-নেত্রে কর দরশন !
কোথা ঊনশত সহোদর মোর ?
রাজছত্র ধর শিরে, ঢুলাও চামর,
বাজাও দুন্দুভি,
শঙ্খনাদে শঙ্কিত শমন,
বিজয়ীর স্তুতিগানে
প্রেতলোক করুক স্তম্ভিত !
কোথা গুরু-পুত্র—সত্য সখা—
সুহৃদ্ আমার—

এস—এস—
শ্রবণে অমৃতধারা।
স্তিমিত-নয়নে ধর নির্ব্বাপিত পঞ্চদীপ-শিখা—
পঞ্চমুণ্ড চির অরি পঞ্চ পাণ্ডবের!

অশ্বত্থামার প্রবেশ

অশ্ব। রাজা! রাজা!
পবনের গতি করি' পরাজিত
রুদ্ধশ্বাস রুদ্ধভাষ আমি—এই লও—
ছিন্ন শির কবে কথা,
দিবে সাক্ষ্য কার্য্যের আমার!
[উত্তরীয়ে বাঁধা পঞ্চমুণ্ড ফেলিয়া দিলেন]

দুর্য্যো। ভীমসেন!
ক্ষত্রনীতি দিয়ে বিসর্জ্জন
অন্যায় সমরে ভীরু,
উরুভঙ্গ করেছিস্ মোর—
হায় হায় ছিন্নমুণ্ডে পদাঘাত করিতে নারিব!
কপটী অর্জ্জুন!
ছলে ল'য়ে মিথ্যার আশ্রয়,
যমজয়ী ভীষ্ম দ্রোণে করেছিস্ বধ,
করেছিস্ কর্ণের নিধন,
মৃত-চক্ষু উপাড়িব নখে!
যুধিষ্ঠির!
যেই জিহ্বা করেছিল মিথ্যা উচ্চারণ—
অশ্বত্থামা-খড়্গাঘাতে
বাক্যহীন যদিও এখন—

খণ্ড খণ্ড করি' তাহা
উপহার বিলাইব শৃগাল কুক্কুরে !
তৃপ্ত প্রাণ—তৃপ্ত তৃষা উত্তপ্ত শোণিতে !
গুরু-পুত্র, খোল উত্তরীয়,—
পঞ্চমুণ্ডে ঝরে রক্তধারা—
দুঃশাসন বক্ষরক্ত-ঋণ
মৃত্যু পূর্ব্বে করি পরিশোধ !

অশ্ব। এই দেখ—এই দেখ রাজা—
দেখ যদি পারহ চিনিতে—
কেবা ভীম, কেবা যুধিষ্ঠির,
অর্জ্জুন নকুল সহদেব কেবা ?
[উত্তরীয় খুলিয়া পঞ্চমুণ্ড বাহির করিয়া দিলেন]

দুর্য্যো। এ কি !
নিভিল কি সূর্য্যের আলোক ?
কিম্বা নয়নের দ্বারে
মৃত্যু ধরিয়াছে তার কৃষ্ণ-যবনিকা ?
তুমি অশ্বত্থামা—
অবিকৃত দেখি সেই মুখ,
সেই দ্রোণ-পুত্র তুমি—
তবে বিকৃত নয়ন কোথা !
কোথা মৃত্যু ছায়া !
এ যে নির্ব্বাপিত হেরি
বংশের প্রদীপ মোর,
পঞ্চ পুত্র পঞ্চ পাণ্ডবের—
হত ধার্ত্তরাষ্ট্র যত !

আরে আরে দ্বিজকুলাধম,
অন্ধ প্রতিহিংসা বশে,
কি সর্ব্বনাশ করেছিস্ তুই !
কুরু-বংশে জলপিণ্ড লোপ করিলি পামর !
পঞ্চ পাণ্ডবের বিনিময়ে
নিয়ে এলি নির্ব্বাপিত পঞ্চমণি দীপ !
এ কি হরষে বিষাদ !
উরুভঙ্গ করেছিল ভীম—
বজ্রাঘাতে হৃদিভঙ্গ করিলি নিষ্ঠুর !

অশ্ব তাই তো ! কি করেছি ! কি করেছি !
রাজা—রাজা !

দুর্য্যো। স্তব্ধ হও হীন দ্বিজাধম !
কর্কশ পরুষ বাণী শুনায়োনা আর ;
যাও চলে, যাও দৃষ্টিপথ হ'তে—
আর দেখায়োনা মুখ,
মৃত্যুপথ-যাত্রী আমি—
সহিতে না পারি অগ্নির উত্তাপ
পাপ দেহে তোর !
ওই দেখ্, কুরুক্ষেত্রে লক্ষ লক্ষ শব
উঠিয়াছে আতঙ্কে শিহরি',
হেরি' তোর বীভৎস আচার !
ওই শোন্—ওই শোন্—
প্রেতপুরে উঠে হাহাকার,
ধরণীর অগণিত প্রাণী
দৃষ্টিরুদ্ধ ক'রেছে ঘৃণায় !

মিত্ররূপে শত্রু অশ্বত্থামা

বংশনাশ প্রাণনাশ করিলি আমার !

অশ্ব। দুর্য্যোধন, আমি ভ্রান্তিবশে এই ঘৃণিত কার্য্য করেছি, মৃত্যুর পূর্ব্বে আমায় ক্ষমা কর !

দুর্য্যো। ভ্রান্তি—ভ্রান্তি—

বিশ্ব ঘেরা ভ্রান্তি-জালে !

সাধু কহে মায়া আবরণে ;

প্রতি পদে প্রতি কার্য্যে

বিদুরিত নহে ভ্রান্তি কভু ;

ভ্রান্তি জ্বালে দীপ,

ভ্রান্তি করে নির্ব্বাপিত পুনঃ ;

ভ্রান্তি পান্থ চলে ভ্রান্তি-পথে,

সম্মুখে সত্যের পথ দেখায় মরণ,

আশা—নিরাশার মহাদ্বন্দ্ব শেষে,

ভ্রান্ত কুরুক্ষেত্র পড়ে রহে পাছে

বিদ্রূপের চিতাভস্ম ল'য়ে !

এস মৃত্যু—এস সত্য—এস হে সুন্দর !

ক্লান্ত পান্থ—আমারে আশ্রয় দাও।

(মৃত্যু)

অশ্ব। দুর্য্যোধন, দুর্য্যোধন ! মৃত্যুর ক্রোড়ে আশ্রয় নিয়ে তুমি জুড়ুলে, আমার এ সন্তাপ নিবারণ করি কি ক'রে ? আমি যে মৃত্যুহীন !

নেপথ্যে ভীম। তিন লোকে শক্তিমান্ কেউ যদি অশ্বত্থামাকে আশ্রয় দিয়ে থাকে—আমি পুনঃ পুনঃ সাবধান করছি—কুরু-কানন-ধ্বংসকারী ভীমের ক্রোধানল সে স্মরণ করুক !

অশ্ব। এ কি !
ক্রোধোন্মত্ত যম সম আসে ভীমসেন,
পশ্চাতে অর্জ্জুন ! রাজা ! রাজা ! ক্ষমা কর—
সৎকার করিতে আমি নারিনু তোমার ;
কিন্তু অশরীরী আত্মা তব
যদি মমতা আবেগে
ধরণীর ভারাক্রান্ত বায়ু মাঝে
এখনো বিচরে, তিষ্ঠ তিষ্ঠ ক্ষণকাল,
হের অন্তরীক্ষ হ'তে
ব্রহ্মাণ্ডবিনাশী শর
ব্রহ্মশিরে করি' আবাহন
কুন্তী-পুত্রে প্রেরি যমপুরে ! [প্রস্থান

পঞ্চম দৃশ্য

পাণ্ডব শিবির

যুধিষ্ঠির ও দ্রৌপদী

যুধি। নিভেও না নিভে অগ্নি—
যাজ্ঞসেনি,
ক্রোধবশে কি প্রতিজ্ঞা করিলে ভীষণ !
দ্রোণ-পুত্র অজেয় সংসারে,
পুনঃ ভীমার্জ্জুনে
উত্তেজিত করিলে সমরে।
রাজ্য আশে হ'ল বংশনাশ
বুঝি ভ্রাতৃ বধ ভাগ্যে আছে শেষে।

দ্রৌপদী। কেন চিন্তা ?

আছে চিতা সর্ব্বজ্বালা জুড়াবার ঠাঁই।

নেপথ্যে ভীম। } কৃষ্ণা—কৃষ্ণা !

ব্রহ্মরক্তে করি' স্নান তৃষ্ণা কর দূর।

ভীমের প্রবেশ

হের বন্দী দুষ্ট দ্রৌণি, সম্মুখে তোমার।

দ্রৌপদী। হে জয়ন্ত,

চিরদিন দুঃখে ত্রাণ করিয়াছ তুমি ;

দেহ পদধূলি, কৃপায় তোমার

পূর্ণ সব প্রতিজ্ঞা কৃষ্ণার।

শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের প্রবেশ

অর্জ্জুন। রাজা, দ্বিজকুলগ্লানি এই অশ্বথামা উত্তরার গর্ভশায়ী শিশুকে হত্যা ক'রবার জন্য ব্রহ্ম অস্ত্র প্রয়োগ করেছিল ; যদুপতি সুদর্শনে সেই গর্ভস্থ শিশুকে রক্ষা ক'রেছেন। বংশের অঙ্কুর জীবিত, আর জলপিণ্ড লোপের আশঙ্কা নেই। এখন অনুমতি করুন, মৃত্যুঞ্জয়ী এই দ্বিজাধমের হস্তপদ ছেদন ক'রে এর বক্ষরক্তে পাঞ্চালীকে স্নান করাই।

যুধি। যদুপতি,

রক্ষিলে বংশের বীজ কি কব তোমায় ?

পাণ্ডবের ত্রাণকর্ত্তা তুমি,

গুরু-পুত্রে তুমি কর শাস্তির বিধান।

অশ্ব। হে কেশব !

শুনি তুমি সর্ব্বশক্তিমান্

পূর্ণ ব্রহ্ম অবতীর্ণ নরাকারে

ধরা ভার করিতে হরণ ;

যদি মিথ্যা নাহি হয় ইহা,
করুণায় মৃত্যু দেহ মোরে,
অমরত্ব অভিশাপ মোর,
শাপমুক্ত কর দেব ;
শাস্তি যদি দিবে, দেহ শাস্তি—দেহ মৃত্যু,
অন্য শাস্তি নাহি চাহি আমি !

শ্রীকৃষ্ণ। পাঞ্চালি, কিবা কহ ?
কিবা কহ ভীম ? মৃত্যু বটে যোগ্য শাস্তি
আততায়ী ব্রাহ্মণের এই।

যুধি। ব্রাহ্মণ—ব্রাহ্মণ—
গুরু-পুত্র দ্বিজ অশ্বত্থামা।
হে মাধব—

ভীম। রাজা,
বুঝিয়াছি মনোভাব তব,
কিন্তু নাহি ক্ষমা—হত পঞ্চ বংশধর,
পুত্র-শোকে পাঞ্চালী কাতর,
পুত্রঘাতী রক্তে স্নান প্রতিজ্ঞা তাহার।

যুধি। কিন্তু গুরুপত্নী কৃপী জীবিত এখনো।
কৃষ্ণা,
শূলসম পুত্র-শোক বাজিবে তাঁহার বুকে।
গুরু দ্রোণ, পত্নী তাঁর জননী মোদের,
কহ
ক্ষমাযোগ্য যদি নাহি হয় অশ্বত্থামা,
ক্ষমাযোগ্য নহে কি গো কৃপী ?

দ্রৌপদী। জননী পুত্রের,

বুঝিয়াছি স্বামি, মর্ম্মবাণী তব।
পুত্রহারা আমি গো দুখিনী
মম সম কৃপী লুটাবে ধূলায়,
অন্তরে তাহার
মম সম জ্বলিবে অনল, পুত্র-শোকানল—
সপ্ত সিন্ধুবারি
নিবারিতে নারিবে উত্তাপ !
জরাজীর্ণ বক্ষের পঞ্জর
করাঘাত নিয়ত সহিবে !
বুঝিয়াছি দেব,
ক্ষমা—ক্ষমা—
কোথা ক্রোধ আর, কোথা প্রতিহিংসা তৃষা,
কোথা জ্বালা প্রতিবিধিৎসার ?
ক্ষুদ্র বহ্নি,
ক্ষুদ্র খদ্যোত আলোক, তুচ্ছ অভিমান,
বজ্রপাতে মহাধ্বংসে হইয়াছে শেষ !
ক্ষমা—ক্ষমা—যাও দ্বিজ, যাও কৃপী-পুত্র,
জননীর অঙ্কে স্থান করগে গ্রহণ ;
চাহি তব জননীর মুখ,
পঞ্চপুত্রহারা দুখিনী জননী আমি
করিনু তোমারে ক্ষমা।

শ্রীকৃষ্ণ। যাজ্ঞসেনি, নারী তুমি—সহজে কোমল,
ক্ষমা হৃদয়ের ধর্ম্ম তব,
স্বভাবজ ধর্ম্ম তুমি ক'রেছ পালন ;
মহীয়সী কীর্ত্তি তব,

যতদিন রবে ধরা
শুভ্রজ্যোতি তার রবে ততদিন ;
কিন্তু ভারত ঈশ্বর,
রাজা তুমি,
দুষ্টের শাসন কর্ত্তব্য তোমার ;
শুধু ক্ষমা নহে রাজোচিত।
অলঙ্কৃত করিয়াছ ধর্ম্মের আসন,
ন্যায় দণ্ড—
বাহ্য আবরণে অতীব কঠোর,
কিন্তু অভ্যন্তরে তার অবস্থিত
নিখিলের স্নেহ, ক্ষমা, কুসুম-পেলব !
রাজধর্ম্মে দুষ্টের পীড়ন
অবশ্য বিধেয় তব।

যুধি। দেব! রাজার রাজা তুমি উপস্থিত থাক্‌তে আমি দণ্ড দেবার কে? তুমিই এই মহাপাপীর দণ্ড বিধান কর।

শ্রীকৃষ্ণ। ভাল,
রাজা তুমি, দণ্ড দিব আদেশে তোমার।
শুন অশ্বত্থামা,
নাহি জান কি পীড়া দিয়াছ মোরে।
তোমাদের তরে
বদ্ধদেহে ফিরি ধরাধামে,
গর্ভবাসে অশেষ যন্ত্রণা সহি।
ব্রহ্মের স্বরূপ দ্বিজ,
ভৌমব্রহ্ম উপাধি যাহার,
কামনার পরপারে বাঁধিয়া কুটীর,

—সদানন্দ পরহিতে রত,
করি' সর্ব্ব ত্যাগ
উঞ্ছবৃত্তি-স্বেচ্ছায় করিল সার,
আদর্শ ভিখারী,—
লভি' জন্ম সেই উচ্চ দ্বিজকুলে
পিতা-পুত্রে ব্রাহ্মণত্বে দলি'
ক্ষত্রবৃত্তি করেছ গ্রহণ,
বর্ণাশ্রম ধর্ম্মমূলে
করিয়াছ কুঠার আঘাত,
দেখ সে ব্যথা হৃদয়ে মোর !
এক জাতি সমগ্র মানব,
—বর্ণভেদ গুণ কর্ম্মভেদে—
ভুলি, মহাসত্য এই,
নীচ ঈর্ষা বশে সমাজ-শৃঙ্খলা ভাঙ্গি',
ভাঙ্গি' প্রেমের বন্ধন,
দ্বিজ আজি হইয়াছ অতি অত্যাচারী !
প্রতি বর্ণ, জাতিভেদ তুলেছে প্রাচীর—
হীন আদর্শে তাহার। প্রতিফল তার
নিঃসংশয় সবারে সহিতে হবে।
যাজ্ঞসেনি,
ক্ষুণ্ণ করিব না আমি
ক্ষমার মহিমা তব। ক্ষমিলাম মূঢ়ে ;
কিন্তু হে অর্জ্জুন,
তীক্ষ্ণ খড়্গে কাটি' শিরোমণি,
মণিহীন কর দ্বিজাধমে।

যাও অশ্বত্থামা—চণ্ডাল প্রকৃতি তব,
আজি হ'তে চণ্ডালের প্রায়
কল্প-অন্ত মৃত্যুহীন শান্তিহীন ভ্রমহ ধরায়—
যেন দেখিয়ে তোমায় শিখে নর
কি ভীষণ পরিণাম তার
ধর্ম্মত্যাগী কুলাঙ্গার যেই।

ষষ্ঠ দৃশ্য

দ্বারকা

বাঁধান ঘাট-চত্বর—সম্মুখে রাজপথ

যদুবালকগণ

১ম বা। কাকে ভয়? আয় এই ঘাটে বসেই আজ সুরাপান করব! স্নানের পূর্ব্বে শরীরটা একটু তাজা করে নিই। পরিচারক, সুরা-ভাণ্ড এইখানে নিয়ে আয়।

২য় বা। সুরা কি? কাদম্বরী—বড় ঠাকুরদা বলরাম যা দিনরাত খেয়ে ভোর হয়ে আছেন; কদমফুল থেকে চুইয়ে বার করা—কি গন্ধ! খুললেই প্রাণ তর্!

সুরাভাণ্ড লইয়া পরিচারকের প্রবেশ

৩য় বা। পথের ধারে, ঘাটে বসে, সকলের সামনে,—লোকে দেখলে কি ব'লবে? তার চেয়ে উদ্যান ছিল ভাল।

১ম বা। আরে রাখ্ তোর লোকে কি ব'লবে! পিতামহ শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রে সব সমভূমি ক'রে দিয়ে এসেছেন—আমাদের ছায়া দেখ্‌লে লোকে ভয়ে শিউরে ওঠে! আমাদের বলে কোন্ বেটা? আমরা কাকে ভয় করি?

২য় বা। হ্যাঁঃ! বলরাম যখন কাদম্বরী টানেন—চব্বিশ ঘণ্টাই বেহুঁস—আর দোষ আমাদের বেলায়? ঢাল—খাও—আমোদ কর!

৩য় বা। একেবারে রাস্তার ধারে, যদি শ্রীকৃষ্ণ কি বলরাম এদিকে এসে পড়েন?

২য় বা। চোখ বুজে থাকব বাবা, চোখ বুজে থাকব। আর আসাই বা কেন? আমরা এখন বড় হয়েছি। বুড়োরা হয় বানপ্রস্থে যাক্, নয় মরুক। বেঁচে থেকে কেবল জ্বালা বাড়ানো বই ত নয়। খাও কাদম্বরী—স্ফূর্ত্তি কর, গান কর!

(সকলের গীত)

প্রাণভ'রে আয় খাই কাদম্বরী
আর কারে ডরি?
বাবা টানেন, খুড়ো টানেন,
টানেন ঠাকুরদাদা,
ছেলে বুড়ো সবাই টেনে
প্রাণ ক'রেছে শাদা (দাদা)
আমোদে মন মেতেছে,
ভরা গাঙ্গে বান ডেকেছে,
দখিন হাওয়ায় যাচ্ছি বেয়ে
ভাসিয়ে ফুলের তরী॥

১ম বা। বাঃ! বাঃ! ভারি জমে গেছে! এর উপর মাত্রা চড়ে কি হ'লে বল্ দেখি?

২য় বা। আমায় কি বোকা পেলে দাদা? আগে সুরা, তারপরে সুরাঙ্গনা। সুধা দিয়ে তৈরী হয়েছিল ব'লেই রমণী তো সুধাময়ী! তার—(সুরে) চলনে সুধা, নয়নে সুধা, সুধা ক্ষরে চাঁদ-বদনে—

৩য় বা। ওরে চুপ চুপ চুপ! ঐ একটা মেয়েমানুষ আসছে!

২য় বা। মেয়েমানুষ তুই চিনলি কি ক'রে?

৩য় বা। কেন আমার কি নেশা হয়েছে? আমি মেয়েমানুষ পুরুষ-মানুষ চিন্‌তে পারিনে?

১ম বা। দাও বেটীকে এক পাত্র খাইয়ে দাও!

প্রাপ্তির প্রবেশ

প্রাপ্তি। এখনো বেঁচে! এখনো বেঁচে!

২য় বা। হাঁ বাবা ঠিক বলেছ—এখনো বেঁচে? এস নাচতে জান? গাইতে?

প্রাপ্তি। কে তোরা? তোরা কি শ্রীকৃষ্ণের বংশধর?

১ম বা। হ্যাঁ তাই বটে! আমাদের দেখে বুঝতে পারছ না? নইলে এত বুকের পাটা কাদের?

প্রাপ্তি। ঠিক হয়েছে! ঠিক হয়েছে! দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন—ভগবান্ এসেছেন ধরাভার হরণ ক'র্‌তে। বাঃ! বাঃ! সূক্ষ্ম বিচার—সূক্ষ্ম বিচার—এতটুকু ভুল নেই! আমার স্বামী অত্যাচারী, আমার পিতা অত্যাচারী, দুর্য্যোধন অত্যাচারী, কুরুকুল অত্যাচারী, লক্ষ লক্ষ ক্ষত্রিয় অত্যাচারী, ব্রাহ্মণ অত্যাচারী—আর যদুবংশের সব সাধু—সব ঋষি—সব পুণ্যাত্মা!

৩য়। কি বকছ? এক পাত্র খেয়ে যাও—ওরে নিয়ে আয় কাদম্বরী!

১ম। বড্ড রোদ্দুর, এক পাত্র খেয়ে ঠাণ্ডা হও।

[মদ লইয়া অগ্রসর]

প্রাপ্তি। ধূলায় যদি বজ্র তৈরী হ'ত—ধূলায় যদি বজ্র তৈরী হ'ত! কোথায় ভগবান্—তুমি কি আছ? তোমার কি প্রাণ আছে, শক্তি আছে—না তুমি জড়, তুমি নির্জ্জীব? এই ধূলার মত তোমার এই সৃষ্টি ভেঙ্গে ফেল, এ সৃষ্টির কোন প্রয়োজন নেই।

৬য়। ওরে এটা পাগ্‌লী—আয় চলে আয়।

১ম। দে ওর গায়ে মদ ঢেলে, তবু গন্ধে মগজ ঠাণ্ডা হবে।

[গায়ে মদ ঢালিয়া দিল]

প্রাপ্তি। অগ্নি! অগ্নি! পৃথিবীর বুক ফেটে অগ্নিশিখা বেরুচ্ছে, আকাশ থেকে অগ্নির বৃষ্টি হচ্ছে, বাতাসে আগুনের উত্তাপ! নারীর সম্মান রাখে না! তোরা কি নারীর গর্ভে জন্মাস্‌নি? নারী কি তোদের লালন-পালন করেনি? নারীকে কি কখনো মা ব'লে ডাকিস্‌নি? আগ্নেয়-গিরি থেকে জন্মেছিল কি এই সব যদু-কুলাঙ্গার? আর তোদের বংশের আকর সেই শ্রীকৃষ্ণ—সে ভগবান্! কে আছ শক্তিমান্—এ যদুবংশ কি ধ্বংস ক'রতে পার না? কে আছ আর্ত্তের ত্রাণ—কে আছ নিরীহের সহায়—কে আছ এই অত্যাচারিতা রমণীর বন্ধু! ধ্বংস কর—ধ্বংস কর—এই পাপ যদুবংশকে সমুদ্র গর্ভে ডুবিয়ে দাও।

[প্রস্থান।

১ম বা। দূর্—কোত্থেকে এক বেটী পাগ্‌লী এসে জমাট নেশা ভেঙ্গে দিয়ে গেল!

২য় বা। আর কাদম্বরীও ফুরোল!

৩য় বা। কিছু ভাবনা নেই, চল্ আবার নিয়ে আসি।

[সকলের প্রস্থান।

নারদ, বিশ্বামিত্র ও কণ্বের প্রবেশ

নারদ। কুরুক্ষেত্র থেকে ফিরে আসবার পর ঠাকুরকে কিছু চিন্তিত দেখলাম! আপনারা এসেছেন, ভালই হয়েছে, একবার ভগবানের নর-লীলা দর্শন ক'রে যান! কি জানি, এর পর আর দেখবার ভাগ্য হয় কি না?

বিশ্বা। কেন, এমন কল্পনা আপনার মনে উদয় হ'চ্ছে কেন? ভগবানের নর-লীলার অবসান হবে এমন কি কিছু আভাস পেয়েছেন?

নারদ। না, আভাস আর কি পাব? তবে বয়েস হয়েছে তো, আর কতদিন লীলা ক'রবেন? তাই আশঙ্কা হয়।

বিশ্বা। মনোরম স্থান—ভগবানের আবাস-ভূমি! বেদ-মুখরিত এর প্রতি পরমাণু সদা চৈতন্যময়।

কণ্ব। এস, এই ঘাটে বসে একটু শ্রান্তি অপনোদন করা যাক্, পরে স্নানান্তে পুরী প্রবেশ করা যাবে।

বিশ্বা। এ হে হে! এ কি ম্লেচ্ছাচার! এখানে সীধুভাণ্ড ভগ্নাবস্থায় পড়ে রয়েছে; এ পাপাচার কে ক'রলে?

কণ্ব। এ পৃথিবীতে দুর্জ্জনের তো অভাব নাই!

বিশ্বা। এমন পবিত্র পুরীতে এমন কদাচার—হা ভগবান!

নারদ। হাঁ—হাঁ, আলোকের পার্শ্বে-ই অন্ধকার অধিক!

কণ্ব। চল, অন্য ঘাট হ'তে স্নান করে আসি।

বিশ্বা। কিন্তু এই পথেই তো ফিরতে হবে।

প্রাপ্তির প্রবেশ

প্রাপ্তি। হাঁ এই পথেই ফিরতে হবে। পবিত্র পুরী! ভগবানের লীলা-ভূমি! তাঁর বংশধরেরা আসছে, যজ্ঞ শেষ ক'রে এইখানেই আসছে,—ঋষি, যতি, ব্রাহ্মণদের আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা ক'রতে বংশোচিত দানে তাঁদের মর্য্যাদা রাখতে! স্নান ক'রে ফিরে এস, এইখানেই ফিরে এস, আমি দান পেয়েছি, তোমরাও পাবে! [প্রস্থান।

বিশ্বা। কালরূপিণী কে এ নারী?

নারদ। মহাকালী সঙ্গিনী ছেড়ে দিয়েছেন নাকি?

কণ্ব। চল, স্নান ক'রে ভগবদ্দর্শনই বিধেয়। [সকলের প্রস্থান।

অপরদিক্ হইতে যদুবালকগণের প্রবেশ

১ম। ওরে পাগ্‌লীটা একেবারেই পাগ্‌লী; ঐ দেখ্ ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

২য় বা। কতকগুলো ঋষি এই দিকে আসছিল, তারা ঐ পাগ্‌লীর পেছনে পেছনে চ'লে গেল কেন বল্‌ দেখি ?

৩য় বা। ঋষিগুলোরও পাগলের ধাত আছে কি না, দলে ভিড়েছে।

২য় বা। পাগল না হ'লে আর এমন নগরবাস ছেড়ে বনে বাস করে ? কেবল বিদ্যেচর্চ্চাই ক'রছেন, বিদ্যেচর্চ্চাই ক'রছেন। বড় বড় ঋষি ! ভূত-ভবিষ্যৎ সব বলে দেন !

১ম। আরে দূর ! সব বেটা ভণ্ড ! ভূত-ভবিষ্যৎ বলতে পারেন ! আচ্ছা ওদের ঠকাব দেখ্‌বি ?

সকলে। কি ক'রে ? কি ক'রে ?

১ম বা। আমাদের ভেতর শাম্ব তো দেখতে অপরূপ সুন্দর ; ওকে মেয়েমানুষ সাজিয়ে, একটা কৃত্রিম গর্ভ ক'রে, ঐ ঋষিদের সামনে ধরি। দেখি গুণে কি বলে ? হয় ছেলে, নয় মেয়ে, নয় গর্ভপাত !

সকলে। বেশ বলেছিস্‌, বেশ বলেছিস্‌, তাই চল্‌, ভারি মজা হবে।

৩য় বা। তা হ'লে আমাদেরও তো সব মেয়ে সাজতে হবে ?

১ম। হবেই তো, তাতে ভয়টা কি ? সাজবো বৈত নয়, সত্যি সত্যি তো হ'ব না। [সকলের প্রস্থান।

ঋষিগণের পুনঃ প্রবেশ

কণ্ব। শরীর মন দুই স্নিগ্ধ হ'ল।

নারদ। সূর্য্যের উত্তাপ ক্রমশই প্রখর হচ্ছে, একটু দ্রুতপদে চল।

বিশ্বা। কতিপয় রমণী এইদিকে আসছেন না ? দেখে বোধ হচ্ছে পুরাঙ্গনা।

রমণীবেশে যদুবালকগণের পুনঃ প্রবেশ ও
ঋষিগণকে প্রণাম

ঋষিগণ। স্বস্তি, কল্যাণ হ'ক।

সারণ। হে তপোনিধিগণ, আপনারা দ্বারকাপুরীতে প্রবেশ করেছেন শুনে, আপনাদের চরণ বন্দনা করতে এলেম। আমরা যদুকুল-বধূ; আমাদের মধ্যে (শাম্বকে দেখাইয়া) মহাবীর বভ্রুর পত্নী ইনি—গুর্ব্বী; কিন্তু দশমাসের অধিক কাল সময় অতিবাহিত হ'য়েছে, এখনো ইনি পুত্র প্রসব ক'রছেন না। হে ত্রিকালজ্ঞ মুনিগণ, আপনারা গণনা ক'রে বলুন, কবে ইনি সুপুত্র প্রসব ক'রবেন।

কণ্ব। (জনান্তিকে) আহা! যদুরমণীগণের কি বিনয়!

নারদ। ওহে কণ্ব, গণনায় আমাদের মধ্যে তুমিই পারদর্শী; তুমিই গণনা ক'রে দেখ।

কণ্ব। উত্তম।

সারণ। (জনান্তিকে) এইবার বিদ্যে বোঝা যাবে।

২য় বা। এর চেয়ে খানিকটা ক'রে কাদম্বরী খাইয়ে দিলে মজা হ'ত।

কণ্ব। (ধ্যানান্তে) আরে দুর্ব্বৃত্ত যদুবালকগণ! ঐশ্বর্য্যের মোহে, আভিজাত্যের অহঙ্কারে, এতই স্ফীত হ'য়েছিস্ যে, তপাচারী ব্রাহ্মণকে উপহাস ক'রতে কিছুমাত্র সঙ্কোচ হয় না? ভগবানের ঔরসে, ভগবানের বংশে জন্মগ্রহণ ক'রেও তোদের এই কদাচার! মূঢ়, আমি তোদের অভিশাপ দিচ্ছি—ব্যঙ্গ ক'রে যে কৃত্রিম গর্ভ নির্ম্মাণ ক'রেছিস্, সেই গর্ভ যদুবংশ-ক্ষয়কারী এক মূষল প্রসব ক'রবে! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এবং বলদেব ভিন্ন, এ অভিশাপ যদুবংশের সকলকেই স্পর্শ ক'রবে!

নারদ। পুরী প্রবেশ ক'রবার সঙ্গে সঙ্গে নানা অমঙ্গল দৃষ্ট হয়েছিল; আর বিলম্ব নয়, চল, ভগবানের চরণ দর্শন ক'রে পাপ ক্ষয় ক'রে আসি। [ঋষিগণের প্রস্থান।

সারণ। তাই তো, কৌতুক ক'রতে গিয়ে এ কি হ'ল!

শাম্ব। বাড়ী গিয়ে মুখ দেখাব কি ক'রে?

প্রাপ্তির প্রবেশ

প্রাপ্তি। ও ঘৃণিত মুখ আর দেখাতে হবে না! ব্রহ্মশাপ—যদুবংশে ব্রহ্মশাপ! কেউ থাকবে না—কিছু থাকবে না! এই ঐশ্বর্য্য, এই সজ্জিত তোরণ, এই গগনস্পর্শী অট্টালিকা কালের ফুৎকারে ধূলো হ'য়ে আকাশে উড়বে—ধূলো হ'য়ে আকাশে উড়বে! কতদিন—আর কতদিন!

[প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য

দ্বারকা—উদ্যান

শ্রীকৃষ্ণ ও নারদ

শ্রীকৃষ্ণ। নারদ, তুমি বিষণ্ণ হ'য়ো না। এই ব্রহ্মশাপের জন্য আমি অপেক্ষা ক'রছিলেম। তুমি যাও, হৃষ্টচিত্তে ফিরে যাও; দেবতাদের বল, ধরিত্রীর ভার-লাঘবের যেটুকু অবশিষ্ট আছে তা শেষ ক'রে আমিও শীঘ্রই ফিরব।

নারদ। কিন্তু দেব! আক্ষেপ এই, আমরাই এই নিমিত্তের ভাগী হ'লেম।

শ্রীকৃষ্ণ। সর্ব্বাপেক্ষা অধিক যন্ত্রণা ভোগ ক'রেছি আমি, তার পর তোমরা—এই তো স্বাভাবিক।

নারদ। তোমার ইচ্ছাই ঋষির অভিশাপে ব্যক্ত হ'ল। দেবলোক তোমার বহুদিনের বিরহে কাতর, যাই তাঁদের আশ্বস্ত করিগে। দীনের প্রণাম গ্রহণ কর; আশীর্ব্বাদ কর যেন যুগে যুগে তোমার নর-লীলা দর্শনের সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত না হই। [প্রস্থান।

শ্রীকৃষ্ণ। হে ভৈরবি, মুক্ত কেশপাশ
বিভূতি-ভূষিত অঙ্গ,
উদ্যত ত্রিশূল করে ধীর পদক্ষেপে,
কোন্ পথ করিছ নির্দ্দেশ?

চল চল দেবি—

কাল-রাত্রি অবসান প্রায়, নিদ্রাভঙ্গ—

চল আলোকের দেশে ;

অন্ধকারে আবদ্ধ নয়ন,

বহুদিন দেখি নাই আনন্দ-আলোক !

বলরামের প্রবেশ

বলরাম। ভাই, অভিশাপ দিয়ে ঋষিরা দ্বারকা ত্যাগ করে চ'লে যাচ্ছেন। এইমাত্র নারদ তোমার কাছে এসেছিলেন, তুমি ক্রোধন-স্বভাব ঋষিদের নিবৃত্ত ক'রলে না? কেশব, তোমার সম্মুখে যদুবংশ ধ্বংস হবে?

শ্রীকৃষ্ণ। হে অগ্রজ!

প্রাণ-পুষ্প মধুপানে সদা অচেতন,

আনন্দে বিভোর তুমি,

আজি কেন হেরি ব্যতিক্রম?

কেন মোহ? কেন তুচ্ছ মায়া?

যদুবংশ—যদুবংশ—অত্যাচারী দানবের প্রায়

ঘরে ঘরে কুরুক্ষেত্র করেছে সৃজন;

আসিয়াছ ধরাভার করিতে হরণ—

পীড়িতা ধরিত্রী—পীড়িত মানব,

নিপীড়িত রমণী বালক,

সুরাপানে মত্ত কদাচারী

স্ফীত—অহঙ্কৃত

ঐশ্বর্য্যের উগ্র মদিরায়;

যদুবংশ ধ্বংস প্রয়োজন!

অনন্তের অবতার! কর আয়োজন,

জীবন প্রারম্ভে
নৃপমেধ যজ্ঞ যেই করেছিলে পণ,
সেই যজ্ঞ নহে শেষ
নহে পূর্ণ আত্মবংশ নিবেদন বিনা!

বল। ভাল, আমি দেখাইব পথ,
আদেশ তোমার আমি সর্ব্ব অগ্রে করিব পালন।
তব লীলা-সুধা পানে আনন্দ উন্মত্ত
শতবর্ষ কেটেছে নিমেষে,
অগ্রজ তোমার—
আমি অগ্রে করিব গমন,
বল বল ভাই, পূর্ব্বে তার থাকে যদি
আর কিছু তব আজ্ঞা করিতে পালন!

শ্রীকৃষ্ণ। যদুবংশের বালক, যুবক, বৃদ্ধকে প্রভাসের পবিত্র তীর্থে যেতে আদেশ কর, এখানে কেবল পিতা বসুদেব যাদব-রমণীদের রক্ষা করুন; দারুককে হস্তিনায় পাঠাও; অর্জ্জুন এসে অসহায়া যদুরমণীগণকে মথুরায় রেখে আসুক। এ দ্বারকাপুরীর অস্তিত্ব থাকবে না। অহঙ্কারীর পদস্পর্শে এর মৃত্তিকা বজ্রতুল্য জ্বালাময় হ'য়েছে, মহাসমুদ্র অচিরে একে গ্রাস ক'রবে। আমি আজই প্রভাসে যাত্রা ক'রব, তুমি বিলম্ব ক'রো না —যত সত্বর পার আমার অনুগমন কর। [উভয়ের প্রস্থান।

অষ্টম দৃশ্য

প্রভাস

সাত্যকি ও কৃতবর্ম্মা

সাত্যকি। রাজা না হ'য়েও কৃষ্ণ তো চিরজীবনটা সকলের উপর প্রভুত্ব চালিয়ে এলেন মন্দ নয়! আজ কুরুক্ষেত্রে অস্ত্র ধর, কাল

দুর্য্যোধনের সভায় গিয়ে দূত হও, পাণ্ডবেরা কোথায় বনে বনে বেড়াচ্ছে সংবাদ নাও! সিংহাসনে একটা কাঠের পুতুল উগ্রসেন—আর মজা যা কিছু ক'রে নিলেন তোমাদের কৃষ্ণচন্দ্র! সম্প্রতি আদেশ হ'ল সব প্রভাসে চল! চল—আমরাও সুবোধ বালক—সুধাপান ক'রতে ক'রতে একেবারে প্রভাসের তীরে এসে উপস্থিত।

কৃত। সাত্যকি, হঠাৎ তোমার এ ভাবান্তরের কারণ কি বুঝতে পারছিনি। বোধ হয় অতিরিক্ত সুরাপানে তোমার মত্ততা অধিক হ'য়েছে, তুমি জ্ঞান হারিয়েছ, নচেৎ হঠাৎ কৃষ্ণনিন্দা ক'রবে কেন?

সাত্যকি। তোমাদের মত সুবোধ নই ব'লে? কৃষ্ণনিন্দা—তাতে হ'য়েছে কি? আমি তোমাদের মত স্তাবক নই যে, কেবল স্তুতি ক'রেই বেড়াব।

কৃত। কি! তুমি আমাদের স্তাবক বল?

সাত্যকি। হাঁ বলি, তাতে হ'য়েছে কি? যুদ্ধ ক'রবে নাকি? খোল, তলোয়ার খোল।

কৃত। কার সঙ্গে তলোয়ার খুলব? তোমার সঙ্গে? তোমার বীরত্ব তো আমার জানতে বাকী নেই। কুরুক্ষেত্রে মহারাজ ভূরিশ্রবা ছিন্নবাহু হয়ে যখন প্রায়োপবেশন করেছিলেন, তখন তুমি তাঁর মস্তক ছেদন ক'রেছিলে। তোমার ন্যায় কাপুরুষ, তোমার ন্যায় নৃশংসের সঙ্গে কৃতবর্ম্মা কখনো যুদ্ধ করে না।

সাত্যকি। আরে দুর্ব্বৃত্ত, অক্রূরকে দিয়ে যখন সত্রাজিৎ বধ করেছিলি তখন ধর্ম্মজ্ঞান কোথায় ছিল? ভীরু—কাপুরুষ—চাটুকার!

কৃত। (তরবারি খুলিয়া) তখন ধর্ম্মজ্ঞান ছিল এই কোষমুক্ত তরবারির ধারে। আরে সুরাপায়ী হিতাহিত জ্ঞানশূন্য পশু, তোর ধৃষ্টতার শাস্তি আমিই দেব।

সাত্যকি। একা তোর সাধ্য হবে না। বৃষ্ণি-বংশে, অন্ধক-বংশের

কে কোথায় আছে তাদের ডাক্, না হয় তুই যার স্তুতি গান করিস্ সেই শ্রীকৃষ্ণকেই আহ্বান কর্—দেখি সাত্যকির যুদ্ধে কে আজ পরিত্রাণ লাভ করে ?

[উভয়ে তরবারি খুলিলেন]

অনিরুদ্ধের প্রবেশ

অনি। এ কি! সাত্যকি! কৃতবর্ম্মা! তোমরা কি উন্মাদ? হঠাৎ আত্মকলহে প্রবৃত্ত হ'য়েছ—কি সর্ব্বনাশ! পিতামহ শ্রীকৃষ্ণ শুনলে কি ব'লবেন ?

সাত্যকি। পিতামহ যা ব'লবেন তা যেন তোমার পিতাকেই বলেন। তুমি বালক—তরবারির পথ থেকে দূরে সরে যাও।

অনি। আমি বালক ? আর তুমি বৃদ্ধ হ'য়েও বালকের অধম—আত্মীয় নাশের জন্য যে অস্ত্র তোলে সে পশু অপেক্ষাও হীন—তুমি কুলাঙ্গার !

সাত্যকি। কি! কৃষ্ণের পৌত্র ব'লে তোর এতই স্পর্দ্ধা! আরে হীন !

কৃত। অনিরুদ্ধ, তুমি দূরে দাঁড়িয়ে দেখ, দেখ—এই সুরাপায়ী যাদব কলঙ্কের কি দুর্দ্দশা করি !

অনি। অন্ধক বৃষ্ণিবংশের কে কোথয় আছ, এস এস, সুরাপায়ী ভোজবংশাধমকে নিবৃত্ত কর।

ভোজ ও অন্ধকগণের প্রবেশ

১ম অন্ধক। কে কার সঙ্গে সংগ্রাম করে !

কৃত। এই ভোজ বংশাধমকে এখনো নিবৃত্ত কর, নচেৎ দুর্ব্বৃত্তের মৃত্যু নিশ্চিত।

ভোজ। ভোজ-বংশীয় সাত্যকিকে যুদ্ধে আহ্বান করে, সে নরাধম কে ?

কৃত। আমি—আমি—আমি!

ভোজ। ভোজ-বংশীয় কে কোথায় আছ, অস্ত্র ধর, অস্ত্র ধর।

অনি। অন্ধক ও বৃষ্ণি-বংশীয়গণ কে কোথায় আছ, সুরাপান ত্যাগ ক'রে শীঘ্র এস।

সাত্যকি। আজ অন্ধক ও বৃষ্ণিবংশের যে যেখানে আছে সকলকেই হত্যা করবো। [সকলের যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান।

জনৈক যাদব বৃদ্ধের প্রবেশ

বৃদ্ধ। এ কি সর্ব্বনাশ! সহসা এরা আত্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত হ'ল! কোথায় যদুপতি শ্রীকৃষ্ণ? তাঁকেও তো দেখতে পাচ্ছি না। ব্রহ্মশাপে যদুবালক মুষল প্রসব করেছিল—কুলক্ষয়কারী মুষলের আর প্রয়োজন হ'ল না, এরাই পরস্পরে আত্মধ্বংস ক'রলে! যাই, দেখি কোথায় শ্রীকৃষ্ণ, তিনি যদি এদের নিবৃত্ত করতে পারেন।

দ্বিতীয় যাদবের প্রবেশ

২য় যাদব। মহাশয়, শ্রীকৃষ্ণ কোথায় ব'লতে পারেন? এ কি আশ্চর্য্য ব্যাপার! সুরাপায়ী যাদবগণ এতক্ষণ অস্ত্র ল'য়ে যুদ্ধ ক'রছিল। অস্ত্র ফুরিয়ে গেল, প্রভাসতীরস্থ শরবনে অস্ত্রহীন যাদব অন্ধক, বৃষ্ণি, ভোজ-বংশের যুবক, বৃদ্ধ, বালক সকলে শর ল'য়ে পরস্পর যুদ্ধ ক'রছে। কি আশ্চর্য্য কালের মহিমা! এই শর যাকেই স্পর্শ ক'রছে সেই প্রাণশূন্য হয়ে মাটিতে লুটোচ্ছে, শ্রীকৃষ্ণের পুত্র-পৌত্র কেউ নেই—সাত্যকি, কৃতবর্ম্মা, অনিরুদ্ধ, কেউ নেই।

বৃদ্ধ। ব্রহ্মশাপ! ব্রহ্মশাপ! ব্রহ্মশাপে শাম্ব মুষল প্রসব ক'রেছিল, প্রভাসের তীরে সেই মুষল ক্ষয় ক'রেছিল উদ্ধত যদুবালকেরা; সেই মুষলের ফেণা হতে এই শরবন জন্মেছে, প্রতি শরমুখে মহাকালের অনুচর। কালরূপিণী এক নারী এই মুষলের ক্ষয়াবশিষ্ট নিয়ে গেছে

শুনেছি। প্রকৃতি বিরূপা—দেখছি এ বংশের কেউ থাকবে না। চল, আমরাই বা কার মায়ায় জীবন ধারণ করি। [উভয়ের প্রস্থান।

অপর দিক হইতে শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ

শ্রীকৃষ্ণ। এরকা—এরকা—
এরকা আঘাতে মরে যদুবংশধর !
হে মানব ! হে দুর্ব্বল !
অতি দীন ধরণীর নিপীড়িত জীব,
চিরন্তন প্রিয় তুমি মোর
আত্মীয়-স্বজন হ'তে ;
শুনি যবে রোদন তোমার,
ভুলে যাই সব,
ভুলে যাই সৃষ্টিতত্ত্ব, বিশ্বের বিধান,
বেদনা সহিতে নারি,
তৃণগুচ্ছে করি অশনি উচ্ছেদ ;
ঐশ্বর্য্যের মোহমত্ত
নরাকারে প্রমত্ত দানব,
যবে মানবত্বে ভুলে
আভিজাত্য অহঙ্কারে
দুর্ব্বলে চরণে দলে—
মুহুর্ম্মুহু গর্জ্জে সুদর্শন !
দুষ্টের শোণিতে তাই ধরণী ভাসাই
কাঁদিয়ে কাঁদাই ;
যদুবংশধ্বংসে হের সাক্ষী তার !
হে দীন !
আর আকর্ষণ করিওনা মোরে।

বহুদিন আছি বৃন্দাবন ত্যজি'
আর কেন ?
আমারে বিদায় দাও।
বৃন্দাবন ! বৃন্দাবন !
আর কতদিন
তোমার বিরহ সব ?

[একটী বৃক্ষের কাণ্ডে হেলান দিয়া দাঁড়াইলেন]

প্রাপ্তি ও জরার প্রবেশ

প্রাপ্তি। আমি লৌহ-ফলক এনে দিয়েছি, নতুন তীর গ'ড়িয়েছ—আজ প্রথম শিকার কর। এমন শিকার জীবনে কখনো ক'রনি। ঐ দেখছ টুক্‌টুকে লাল—ঐ নড়ছে—ঐ হরিণের কাণ।

জরা। দেখেছি—চুপ চুপ—এই দেখ কাঁড়ে বিঁধছি। (তীর ত্যাগ)

শ্রীকৃষ্ণ। মা! মা! এতদিনে কি জ্বালা জুড়িয়েছ ? এস মা, তোমারি জন্য অপেক্ষা ক'রছিলেম, যাত্রা ক'রেও যেতে পারিনি।

প্রাপ্তি। হা হা ! পূর্ণ প্রতিশোধ—পূর্ণ প্রতিশোধ !
এতদিনে নির্ব্বাপিত জ্বালা !
স্বামি, দেবতা, কার্য্য শেষ—
স্থান দাও চরণে তোমার ! (মূর্চ্ছা)

জরা। আরে বেটী, এ কি করলাম ! কারে মারলাম ? এ যে হামাদের রাজার রাজা, গরীবের বাপ-মা—কিষণজি—লারায়ণ ! বাবা, বাবা, বিষমাখন তীর—হামি তোকে মারলাম—হামি কিছু জানি না—ঐ দুষ্‌মনী ডাকিয়ে আনছে—হরিণ মারবার লেগে ডাকিয়ে আনছে। হামার কি হোবে ! হামার কি হোবে !

শ্রীকৃষ্ণ। হে জরা ! ভক্তি-পুষ্প তব

বাণমুখে করেছি গ্রহণ,
পূজা আয়োজন যার
নিজ হস্তে জননী করিল।
পূর্ব্বজন্মে ছিলে তুমি বালির নন্দন,
ক'রেছিলে পণ বধিবে আমারে,
সে প্রতিজ্ঞা পূর্ণ আজি তব।
একনিষ্ঠ বীর!
প্রতিহিংসা বশে ডেকেছিলে মোরে
ব্যথায় কাতর
মুক্ত রাখিয়াছি তব মোক্ষের দুয়ার!
মা! মা! আর কেন—
ওঠ—লুপ্ত জ্ঞান আসুক ফিরিয়া,
ঈর্ষাবশে অহোরাত্র ডেকেছ আমায়,
হিংসাডোরে বাঁধা তব পাশে।
অবিদ্যারূপিণী তুমি, নিত্য সৃষ্টি সহচরী,
নাহি ধ্বংস তব বিমল অদ্বৈত জ্ঞান
যতদিন না হয় উদয়।
একপ্রাণে স্বামী সেবা করিয়াছ তুমি,
ওই দেখ—স্বর্গলোক হ'তে
স্বামী তব ডাকিছে তোমায়;
যাও—ত্যজি' মায়াকায়া
স্বামীপদে লওগে আশ্রয়।

প্রাপ্তি। স্বামী, দেবতা! এ কি! তুমি আর কৃষ্ণ যে অভিন্ন দেখছি। এতদিন তো এমন দেখিনি! এ কি, সর্ব্বত্র তুমি! আকাশে, বাতাসে, তীরে, নীরে, সর্ব্বত্র তুমি আর কৃষ্ণ মিশে যাচ্ছ! ঐ—

তরঙ্গের মধ্য থেকে আমায় ডাকছ? অনেকদিন তোমায় ভুলে আছি; যাচ্ছি, যাচ্ছি!

[প্রস্থান।

জরা। মোক্ষ পাব বটি, কিন্তু এ কলঙ্কটা হামার চিরদিন রইলো।

[প্রস্থান।

অর্জ্জুন ও অস্তির প্রবেশ

অস্তি। বাবা! বাবা! এ সর্ব্বনাশ কে ক'রলে? রক্তপদ্মে এ রক্ত চন্দন কে পরিয়ে দিলে? কি দোষ করেছি, আমায় ফেলে কোথায় যাচ্ছ?

অর্জ্জুন। প্রভু, তুচ্ছ নর নিজ গুণে
সখা বলি' গৌরব বাড়ালে ভবে।
দুস্তর কৌরবসিন্ধু হইয়াছি পার;
দুর্লভ চরণ ওই একমাত্র আশ্রয় আমার।
পাণ্ডুবংশ চিরপ্রিয় তব,
কোন্ অপরাধে আজি ত্যজিলে তাদের?
বান্ধব-বিহীন করিলে আমায়
এই সংসার-কাননে?
কুরুক্ষেত্রে রথ-রজ্জু ধরি
হয়েছিলে সারথি স্বেচ্ছায়,
পাণ্ডবের মহাযাত্রা-পথে
হে পার্থ-সারথি!
কে চালাবে রথ?
কার মুখ চাহি' রহিব ধরায়?

অস্তি। বাবা! বাবা! তুমি ছাড়া আমার যে এ সংসারে কেউ নেই, আমায় কার কাছে রেখে যাবে? আমি কোথায় যাব?

শ্রীকৃষ্ণ। মা! মা!
কোথা যাব ফেলিয়া তোমায়?
শুদ্ধা ভক্তি তুমি, নিত্য সহচরী মোর,
অহেতুকী কৃষ্ণপ্রেমে পরিপূর্ণ প্রাণ—
তোমা হ'তে নহি আমি স্বতন্ত্র কখনো।
হে জননি, ধর কর,
পুত্রে ল'য়ে চল মহাসিন্ধু-পারে।

অস্তি। বাবা, এই হাত ধ'রেছি; এ হাত আর কখনও ছাড়বো না। তুমিও ছেড় না।

অর্জ্জুন। আমায় চরণদানে বঞ্চিত ক'র না।

শ্রীকৃষ্ণ। হে অর্জ্জুন,
জন্মে জন্মে সখা তুমি মোর,
নর-লীলা সহচর, ভক্ত-শ্রেষ্ঠ,
অভিন্ন হৃদয় নর-নারায়ণ;
কার্য্য শেষে লীলা শেষ এবে
তাই হে মেলানি মাগি;
শোণিতে প্লাবিত করিয়াছি ধরা,
ঐশ্বর্য্য সাহায্যে
করিয়াছি ঐশ্বর্য্যের মহাতমঃ নাশ,—
পুনঃ আসিব ধরায়,
কভু রাজৈশ্বর্য্য ত্যজি' ভিখারীর বেশে
অহিংসা পরমধর্ম্ম করিব প্রচার;
কভু, প্রেম-বন্যা আনি'
নিরৈশ্বর্য্য—আভরণহীন,
ছিন্ন কন্থা কৌপীন সম্বল,

ভারতের প্রান্তদেশে—ক্ষুদ্র জনপদে,
সাগর সৈকত ভূমে,
শ্যামবন অন্তরালে—সুরধুনী তীরে
লব কুটীরে আশ্রয় ;
দ্বাপরের রক্তঋণ শুধিব হে আঁখিজলে ;
একাধারে রাধাকৃষ্ণ মূরতি যুগল,
সদা জাগ্রত চৈতন্য—
হবে লীলা নবভাবে।
ভাগ্যবান, লীলা সহচর তোমা দোঁহে,
আদি অন্ত মধ্য যেথা শেষ,
সমন্বিত ত্রিগুণ যেথায়,
প্রেম ভক্তি উৎস—হের ওই আনন্দ ভবন
অন্তরের চির বৃন্দাবন
প্রকটিত স্থুল নয়নের পথে !
হের, নিত্য রাসেশ্বরী রাধা ওই—
জ্ঞান, কর্ম্ম, ভক্তি, যোগ
হইয়াছে লয় চরণে যাঁহার !
যুগে যুগে আসি' রাধা প্রেম বিলাব ধরায়—
প্রেমসূত্রে বাঁধিব মানবে।
মুছ' আঁখি জল শান্ত হও—শান্ত হ'ক ধরা !

যবনিক

"শ্রীকৃষ্ণ"

শনিবার ১লা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৩, ষ্টার থিয়েটারে প্রথম অভিনীত

সংগঠনকারিগণ

নাট্যাচার্য্য—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোষ
শিক্ষক—শ্রীঅপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
সঙ্গীত-শিক্ষক—শ্রীজানকীনাথ বসু
বংশীবাদক—শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
নৃত্য-শিক্ষক—শ্রীভূপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

হারমোনিয়ম বাদক—
শ্রীসন্তোষকুমার দাস (ভুল
সঙ্গতী—শ্রীহরিপদ দাস ও শ্রীমন্মথনা
স্মারক—শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী, শ্রীআ
ভট্টাচার্য্য ও শ্রীকালীপদ বন্দ্যো
রঙ্গপীঠাধ্যক্ষ—শ্রীনারাণচন্দ্র দাস

প্রথম অভিনয়-রজনীর অভিনেতৃগণ

বলরাম—শ্রীমণীন্দ্রনাথ ঘোষ
শ্রীকৃষ্ণ—শ্রীতিনকড়ি চক্রবর্ত্তী
ব্যাসদেব ও কংস—শ্রীপ্রফুল্লকুমার সেনগুপ্ত
ভীষ্ম—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানীবাবু)
বিশ্বামিত্র ও উগ্রসেন—শ্রীপ্রফুল্লকুমার গঙ্গোপাধ্যায়
নারদ—শ্রীশরৎচন্দ্র সুর
বসুদেব ও জরাসন্ধ—শ্রীদুর্গাপ্রসন্ন বসু
কর্ণ—শ্রীনারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
নন্দ ও ব্রাহ্মণ—শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য্য
দ্রোণাচার্য্য—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ সরকার
অশ্বত্থামা—শ্রীপ্রফুল্লকুমার রায়
সাত্যকি—শ্রীসন্তোষকুমার দাস
অক্রূর, সারথি, বৃদ্ধ যাদব—শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী
কৃতবর্ম্মা, মন্ত্রী ও বিদুর—শ্রীতুলসীচরণ চক্রবর্ত্তী
অনিরুদ্ধ—শ্রীবিজয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়
ধৃতরাষ্ট্র—শ্রীভূজেন্দ্রনাথ দে
দুর্য্যোধন—শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী
দুঃশাসন—শ্রী[illegible] ভট্টাচার্য্য
ধৃষ্টদ্যুম্ন—শ্রীপ্রভাতরঞ্জন বসু
শিশুপাল—শ্রীরাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায়
শকুনি—শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

যুধিষ্ঠির—শ্রীকনকনারায়ণ ভূপ
ভীম—শ্রীননীগোপাল মল্লিক
অর্জ্জুন—শ্রীদুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
নকুল—শ্রীশৈলেশচন্দ্র মজুমদার
সহদেব—শ্রীসন্তোষকুমার সিংহ
জরাসন্ধের মন্ত্রী—শ্রীপ্রবোধচন্দ্র দত্ত
দৌবারিক—শ্রীতারকচন্দ্র ঘোষ
সঞ্জয়—শ্রীবিনোদবিহারী ঘোষ
প্রতীহারি—শ্রীনলিনীরঞ্জন দাস
চেকিতান—শ্রীসুশীলকুমার ঘোষ
জরা—শ্রীনরেন্দ্রনাথ সেন
যদুবালকগণ—শ্রীযুক্তা রাজলক্ষ্মী, বালা, মতিবালা, আশালতা, তারকবালা
প্রাপ্তি—শ্রীযুক্তা সুশীলাসুন্দরী
অস্তি—শ্রীযুক্তা নীহারবালা
দেবকী ও দ্রৌপদী—শ্রীযুক্তা রাণীসু
যশোদা ও গান্ধারী—শ্রীযুক্তা নন্দরা
রাধিকা—শ্রীযুক্তা ফিরোজাবালা
রুক্মিণী—শ্রীযুক্তা সরস্বতী
সুভদ্রা—শ্রীযুক্তা মতিবালা
সত্যভামা—শ্রীযুক্তা রাজলক্ষ্মী